উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে জীবনের খোঁজ করাটা আজকের প্রবণতা নয়, বহুদিনের। পাখি, পশু তো বটেই এভাবে যাযাবরবৃত্তিতে মানুষও পিছিয়ে নেই। আর এই সুবাদে জীবনে জুড়ে গিয়েছে হাজার হাজার গল্প, সুখ আর দুঃখের নানা স্মৃতি।

পরিযায়ী

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

সৌর বিকিরণে বিপাকে বিমান

তীব্র সৌর বিকিরণে বিপাকে বিমান। এয়ারবাসের একাধিক মডেলের ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সফটওয়্যার আপডেটের জন্য পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। ৯

‘বিনোদন দরকার বিচারকদেরও’

কাজটা খুব চাপের। এই কারণে বিচারকদেরও নিয়মিত বিনোদনমূলক বিষয়ে অংশ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৮°	১৫°	২৮°	১৫°	২৫°	১৪°

রাজভবন এখন লোকভবন

ছিল ‘রাজভবন’। হয়ে গেল ‘লোকভবন’। কলকাতা ও দার্জিলিং - বাংলার দুই রাজভবনের নামই বদলে গেল শনিবার। রাজ্যপাল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নামকরণের কথা ঘোষণা করেছেন। ৫

শিলিগুড়ি ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 30 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 191

পড়ুয়াকে পিষে দিল ট্রাক

নামেই বাইপাসে ট্রাফিক নিয়ম

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : স্কুলে অনুষ্ঠান ছিল। নাচের প্রতিযোগিতায় অংশও নিয়েছিল সে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে স্কুটারে চেপে বাড়ি ফিরছিল যশ। মায়ের কাছে ফুচকা খাওয়ার আবদার করেছিল আগেই। বাড়ির সামনে পৌঁছে খাওয়াবেন বলে কথাও দেন ষষ্ঠী প্রসাদ। সেই আবদার আর পূরণ করা হল না তাঁর। হবে না কখনোই। স্কুটার থেকে পড়ে যাওয়ার পর সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাক পিষে দিল বছর আটেকের যশ বর্ধন প্রসাদকে।

শুক্রবারই ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের। ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই সেখানে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ওই পড়ুয়ার। ইসকন মন্দির রোডের একটি বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ছিল সে। ভাই হর্ষ দু’বছরের ছোট এবং প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

শনিবার সকালে স্কুলবাসে চেপে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল দুই ভাই। বাসেই রোজ ফিরত তারা। তবে এদিন স্কুলের অনুষ্ঠানে ছেলের নাচ দেখতে এসেছিলেন ষষ্ঠী। সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুই ছেলে যশ ও তার ভাই হর্ষকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এরপর নিজের স্কুটারে দুজনকে চাপিয়ে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মাটি মাখা শৈশব

বালুরঘাট ব্লকের মারগ্রামে। শনিবার অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

পাহাড়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধের হুঁশিয়ারি

গাড়িচালকদের বিরোধে ভোগান্তি পর্যটকদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দুই পক্ষের কাজিয়ার প্রভাব পড়ছে পর্যটনশিল্পে। গাড়িচালকদের বিরোধের জেরে শনিবার পাহাড়ে ওঠানামায় চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে হল পর্যটকদের। শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ি পথে বেসরকারি যাত্রীবাহি গাড়ি কম চলেছে। পাহাড়েও চালকরা বৈঠকে বসায় সিংহভাগ গাড়ির চাকা গড়ায়নি। দার্জিলিংয়ে দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে হোটেল, হোমস্টে-তে ফিরেছেন অনেকেই। শিলিগুড়িতে আসার জন্য চকবাজারে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করেও ছোট গাড়ি পাননি বহু মানুষ।

শেষে বাসে গাদাগাদি করে নামতে হয়েছে সমতলে।

নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলস্টেশনে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ ঘিরে উত্তাপের পারদ চড়ছে ক্রমশ। এদিন পাহাড়ের গাড়িচালকদের বিভিন্ন সংগঠন বৈঠক করে দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপের দাবি তোলে। অন্যথায়, পাহাড়জুড়ে সমস্ত যাত্রীবাহী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। পাশাপাশি তাদের এও দাবি ছিল,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বঙ্গে পদ্মের পাখির চোখ সিএএ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : রাজ্য রাজনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় এসআইআর। পদ্ম শিবির অবশ্য তলায় তলায় আরও গভীরে ডুব দিয়েছে। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ-কেও তারা তরুপের তাস করেছে। এই মুহূর্তে গোটা উত্তরবঙ্গে বিজেপির নেতৃত্বে মণ্ডল স্তরে প্রায় ৩০০ সিএএ শিবির সক্রিয় বলে দলের নেতাদের দাবি।

এসআইআর নিয়ে গলা চড়ালেও বিজেপি যে সিএএ-কেই ফোকাসে রেখে ঘুঁটি সাজিয়েছে তা স্পষ্ট করে পদ্ম শিবিরের শিলিগুড়ি বিভাগের নবনিযুক্ত আহ্বায়ক বাপি গোস্বামী বললেন, ‘তৃণমূল যে ভিনদেশি সন্ত্রাসবাসী, বেনোজল ভোটার তালিকায় ঢুকিয়েছে তা বের করার কাজে যেমন আমাদের কার্যকর্তারা প্রাণপণ লড়াই করছেন

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মাটিগাড়া যেন অবৈধ নির্মাণের মুক্তাঞ্চল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মাটিগাড়ার রঙ্গিয়া বস্তিতে যেতেই নজরে এল, বস্তিজুড়ে যেন অবৈধ নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। তিনতলার একটি নির্মাণের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁজ করা হল বাড়ির মালিকের। অজয় দাস নামের সেই বাড়ির মালিক বেরিয়ে আসতেই প্রশ্ন করা হল, ‘এই নির্মাণের কোনও নথি রয়েছে?’ প্রশ্নের অবশ্য কোনও উত্তর দিতে পারেননি ওই বাড়ি মালিক।

একইভাবে খোলাই বকতরির একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির নির্মাণকারীও কোনও মন্তব্য করতে পারেননি। মহম্মদ হুসেন নামের ওই ব্যক্তির আবার বক্তব্য, ‘আসলে এলাকায় তো সবাই নির্মাণকাজ করছে। তাই আমার করতে অসুবিধা কোথায়?’ এদিকে, অবৈধ নির্মাণের দৌরাত্ম্যের কারণে নিকাশিনালাগুলোর অধিকাংশও বুজে গিয়েছে। যার জেরে প্রতিবছরই বর্ষায় গোটা মাটিগাড়া এলাকাজুড়েই জল জমার সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

শুধু ‘গ্রিন জোন’ নয়, মাটিগাড়ার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়েই দেদারে চলছে অবৈধ নির্মাণ। তুম্বাজোত, খোলাই বকতরি, রঙ্গিয়া বস্তি- সব জায়গায় একই ছবি। গায়ে গায়ে লাগা সেই নির্মাণগুলোর মধ্যে কোনওটা চারতলা, কোনওটা আবার তিনতলা। একে তো নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা হচ্ছে, তার ওপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা এই নির্মাণগুলোর জন্য অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কাও বাড়ছে।

প্রশাসন চুপচাপ কেন? একেক স্তরে এই প্রশ্ন করে একেকরকম উত্তর মিলেছে। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, ‘কেউ অবৈধভাবে নির্মাণকাজ করে থাকলে সেটা অবশ্যই ওই নির্মাণকারীর নিজস্ব দায়িত্ব। আমরা অভিযোগ পেলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শিবেন বিশ্বাসের বক্তব্য,

‘নতুন করে নির্মাণ হচ্ছে কি না, সেসংক্রান্ত খবর আমাদের কাছে নেই। তবে পুরোনো কিছু নির্মাণের কারণে আমাদের ভুগতে হচ্ছে। একেবারে বড় নালার ওপর ওই নির্মাণগুলো হয়ে যাওয়ায় সেগুলো আর সরানোও যাচ্ছে না।’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজস্ব উদ্যোগের ফল পাবেন। প্রেমের ব্যাপারে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। রাজনীতিকরা খুব সতর্কভাবে কথাবার্তা বলুন। সামান্য কথার ভুলে গভীর সংকট তৈরি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বৃষ : অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্তদের এ সপ্তাহে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর হস্তক্ষেপে দাম্পত্য সমস্যা মিটে যেতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। মাথা এবং চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। এ সপ্তাহে কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন।

মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য এবং ভিনরাজ্যে ব্যবসার শাখা বিস্তার। নতুন, জমি, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার কেনার সুযোগ মিলবে। শেয়ার, ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমর্থনে ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষের সুনজরে পড়বেন।

কর্কট : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ। বেদ-পুরাণ চর্চা ও সাধুসন্তদের সেবায় মানসিক শান্তি মিলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। এ সপ্তাহে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমে শুভ।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে জটিলতার জেরে বিকল্প কাজের সন্ধানে যেতে হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে এ সপ্তাহে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা। পৈতৃক ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিনয়ী মনোভাব নিয়ে চললে বিরোধীরা পেয়ে বসবে। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের কোনও ব্যক্তির কথায় কান দেবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না গিয়ে কথাবার্তায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।

তুলা : এ সপ্তাহে প্রয়োজনীয় অর্থ হাতে পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। শারীরিক সমস্যা অল্পবিস্তর ভোগাবে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। যে কোনওরকমের বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক : সপ্তাহজুড়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। ভাইয়ের সহায়তায় কঠিন কাজের সমাধান হয়ে যাবে। ললিতকলার চর্চায় খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মসূত্রে দেশের বাইরে যেতে হতে পারে। হাঁটু, কোমর এবং পায়ের যন্ত্রণায় দুর্ভোগ।

ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আনন্দ। শত্রু মোকাবিলায় আইনি পথেই সমাধান করতে সক্ষম হবেন। স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহ শেষে তা মিটে যাবে। কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন।

মকর : অকারণে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে এ সপ্তাহে উদ্বেগ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। জমি, বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত এখনই নেবেন না।

কুম্ভ : কোনও লোভনীয় প্রস্তাব পেলেও তা বাড়ির কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা না করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় এখন না নামাই ভালো হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি।

মীন : প্রতিবেশীর কথায় নির্ভর করে বাড়ির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ বাড়বে। আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ নষ্ট করে ফেলবেন। স্পষ্ট কথা বলতে গিয়ে পরিবারের কাছে অসম্মানিত হতে হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩ অঘোন, সংবৎ ১০ মার্গশীর্ষ সুদি, ৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। রবিবার, দশমী অপরাহ্ণ ৪।৫। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৩। অসৃকযোগ রাত্রি ১।১৮। গরকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৩।১০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৯।৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।৬ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৬ গতে ২।৪৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।৪৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সীমান্তোন্নয়ন নিষ্ক্রমণ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন, অপরাহ্ণ ৪।৫ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৫০ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৬।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১০ মধ্যে।

চাকরির টোপ দিয়ে টাকা দাবি, ধৃত এক

ইটাহার, ২৯ নভেম্বর : পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে একাধিক চাকরিপ্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড জমা নিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম ফারুক আজমির। তাঁর বাড়ি ইটাহারের গুলন্দর অঞ্চলের পুখুরিয়া গ্রামে। শনিবার ধৃত ফারুককে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলে পুলিশ। বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, পেশায় হাতুড়ে ফারুক আজমির বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় জাল বিস্তার করছিলেন। পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে অ্যাডমিট কার্ড ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের বিভিন্ন নথি জমা নিয়ে টাকা দাবি করছিলেন। পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়ে। সেই ত্তিতেই শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত ফারুক আজমিরকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইটাহার থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 27+/5.2ft., B.A পাশ (Geography Honours), সুন্দরী পাত্রীর জন্য 33 অনূর্ধ্ব, সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-8918295356. (ঘটক/Matrimonial ব্যতীত)। (C/119395)

■ 27+/5'-5", Higher Secondary pass, fair, beautiful family business, own house in Katihar, Bihar seeking suitable employed/businessman Brahmin groom within 29-35yr., (M) 6299564654. (C/119404)

■ মণ্ডল (নঃ শূঃ), 28/4'-11", M.Sc. (Math), রেল Group-C কর্মরত (NJP), 32-এর মধ্যে শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও ঘটক কাম্য নয়। 9641390194. (C/119398)

■ Siliguri নিবাসী, মণ্ডল, 31/5'-1", M.A. (Geo.), B.Ed., CTET, পিতা কেঃ সঃ অবসর, সরকারি/বেসরকারি/ভালো ব্যবসা, 32-38 মধ্যে পাত্র চাই। Ph : 9800271505. (C/119400)

■ পাত্রী কায়স্থ, সঃ প্রাঃ শিক্ষিকা (2024), 30-34'এর মধ্যে উঃ বঙ্গের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9832469770. (C/119405)

■ মাহিষ্য দাস, 33/5'-4", B.A. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কোচবিহার নিবাসী পাত্র কাম্য। 6297527008.

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, বয়স 27/5'-1", M.A. (Poli. Sci.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 7363001065. (C/118744)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/118743)

■ বারুজীবী, 28/5'-2", M.A., Geography (Ho.), B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434412823. (B/S)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। No caste bar. Ph : 9475247544, 9382084797. (C/119119)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ রাজবংশী, 33+/5'-5", M.A., B.Ed. (Eng. Hons.), ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী। সরকারি চাকরিজীবী (ইঞ্জিনিয়ার অগ্রগণ্য) পাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 9339205989. (C/118909)

■ নমশূদ্র, 35, মাধ্যমিক পাশ পাত্রীর জন্য 45 বছরের মধ্যে পাত্র চাই। সন্ধে 6-9. (M) 9434307829. (C/113624)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, 47/5', ফর্সা, ঘরোয়া, মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। মোঃ নং- 7679333415. (C/113625)

■ কর্মকার পাত্র চাই। 25/5'-5", B.A. Hons. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8392070627. (C/118909)

■ রায়গঞ্জ, কুণ্ডু, 26/5', M.A. (BHU), NET & SET, B.Ed., একমাত্র সন্তান, পিতা হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা সঃ চাকরিজীবী। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9002267428. (C/119360)

■ বণিক, 31, M.Sc., B.Ed., D.El.Ed. রানিং, সুশ্রী, ফর্সা, 5'-3", পাত্রীর জন্য 32-35'এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সঃ/বেসঃ চাকরিরত সুপাত্র কাম্য। (M) 7908443219. (C/119414)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা, সাহা, ফর্সা, 1997 সাল, H : 5'-2", Eng. Medi. থেকে পড়া, Master Deg., সুপাত্র প্রয়োজন। (M) 9434196318, 8967190372. (C/119431)

■ আলিপুরদুয়ারের ৩০+, ইন্টার্নশিপ নার্স কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8918363035. (C/119418)

■ কায়স্থ, 29/5'-4", দেবারি, B.Sc., B.Ed. পাত্রীর জন্য কোচবিহার অগ্রগণ্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Ph : 8348125114. (C/118905)

পাত্র চাই

■ মালদা, মাহিষ্য দাস, জন্ম ৭/১২/'৯৬, ফর্সা, ৫'-৫", B.Sc., D.El.Ed., চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ৩৪ পাত্র চাই। (M) 9434371642. (C/119419)

■ সাহা, 31/5'-4", M.A., বিএড, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া। সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9932685373. (C/119421)

■ কায়স্থ, গুহ, 29/5'-2", P.G., B.Ed., কালিয়াগঞ্জ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-7001826982. (C/119421)

■ কায়স্থ, 33/4'-10", M.A., B.Ed., চাকরিরতা পাত্রীর জন্য 35-40'এর মধ্যে মাল ব্লক ও নিকটের উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7029293016. (B/B)

■ পাল, 24/5'-4", B.Sc. Nurshing/চাকুরিয়া, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রীর নিকটবর্তী, চাকুরিয়া/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mob : 9679425577. (C/119430)

■ কায়স্থ দাস, পাত্রী 31+, M.A., MBA, সঃ চাকুরে পাত্র চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 8391035512, 9474702079. (C/118596)

■ গেজেটেড অফিসারের একমাত্র কন্যা, কায়স্থ, 33/5'-4", এমএ, বিএড, সুন্দরী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 6295129193. (C/119209)

■ বৈদ্য, ৩১, এমএ, বিএড, সরকারি/বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত, চাকরিজীবী বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মোঃ ৯৪৩৪৩৬৮৪৫৫. (C/119201)

পাত্র চাই

■ ঘোষ, কায়স্থ, 35/5'-4", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ সুচাকুরে পাত্র চাই। (M) 9635540357. (C/119443)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা, Makeup Artist, সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। Mob : 8391013465. (C/119448)

■ 28/5'-3", M.A., B.Ed. (Eng.), মোদক, সঃ চাকরি (স্বঃ/অসঃ) পাত্র চাই। (M) 9933450209. (C/119169)

■ সাহা, 21+/5'-4", B.A. পাশ, ঘরোয়া, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 9635575795. (C/119169)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৬, M.Sc. (Math) & B.Ed. পাশ ও প্রাইভেট হাইস্কুলের শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119166)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৫, B.Sc. পাশ ও ICDS-এ কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119166)

■ জন্ম সাল ১৯৯৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে-এর ননটিচিং স্টাফ। এইরূপ বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119166)

■ রাজবংশী, 24/5'-2", M.A., D.Ed. পাশ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Cont. No. 9932931102, 7047919339. (C/119166)

পাত্র চাই

■ ঘোষ, 22/5'-4", B.Sc. পাশ, গানজানা, মধ্যবিত্ত পরিবারের ভদ্র পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9734485015. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ এবং বর্তমানে প্রাইভেট স্কুল টিচার। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119166)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৪, রাজবংশী, M.Sc. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119166)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, 31/5'-3", সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী যে কোনও বর্ণের সুপাত্র কাম্য। (M) 7872669799. (C/118745)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119166)

■ পাত্রী 28 বছর বয়সি, বাঙালি, বৈদ্য, সুন্দরী, BDS সম্পন্না পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 080-69072089. (C/119173)

■ বয়স 29, উচ্চতা 4'-9", ফর্সা, গ্র্যাজুয়েট, কর্মরতা পাত্রীর জন্য দাবিহীন, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8101285618. (119172)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-6", MBA, B.Pharm, কর্মরত, একমাত্র সন্তান, পিতা রিটায়ার্ড অফিসার, মাতা শিক্ষিকা, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। ভদ্র, শিক্ষিত পরিবার। উপযুক্ত গ্র্যাজুয়েট, অবিবাহিত/ডিভোর্সি/Widow, 26-30 পাত্রী কাম্য। No caste bar, অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন-6294438426. (C/118565)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 41/5'-6", ডিভোর্সি, সার্জিকাল কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 6297017568. (C/119331)

■ কায়স্থ, ফালাকাটা নিবাসী, বয়স 36, ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7076280738. (B/S)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, Gen., সাহা, নরগণ, মিথুন রাশি, 34/5'-4", বেসরকারি B.Ed. College-এ Asst. Prof. পদে কর্মরত, নিজস্ব ব্যবসা, মা পেনশনভোগী, পাত্রের জন্য 25-28'এর মধ্যে সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য (চাকরিজীবী অগ্রগণ্য)। (M) 8016576830. (C/118913)

■ দাস, জেনারেল, ৩২+/৫'-৬", পিএইচডি (রসায়ন), পোস্টডক, বর্তমানে ইন্দোরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর-এর জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, মা গৃহকর্ত্রী, শিলিগুড়ি/কলকাতা-তে নিজস্ব বাড়ি/ফ্ল্যাট। কেবলমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ : (M) 9064477089, W/A : 9775490620. (C/119411)

■ কায়স্থ, 33/5'-3.5", Studied in Convent B.A. LLB (Hons.) and LLM, MNC Bangalore-এ কর্মরতা, একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাবা Cent. Govt. Ret., উপযুক্ত পাত্র চাই। Mob : 8101948907. (C/119433)

■ কায়স্থ, 31+/5'-7", M.A., B.Ed., শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। (M) 8389988877, 8617473211. (C/118920)

■ 30/5'-2", বারুজীবী, M.A. (Ben.), B.Ed., পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 7908497559. (C/119435)

■ ব্রাহ্মণ, 31, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য অধ্যাপক/রেল/ব্যাংক/সঃ উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র চাই শীঘ্রই। (M) 9002875953. (C/119437)

■ রাজবংশী, ২৬/৫'-৬", M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী কন্যার জন্য Govt. A/B Grade চাকুরে পাত্র কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ-9832596963. (C/118914)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ২৮, ICDS-এ কর্মরতা। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/119166)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র, বিনম্র পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সৎ ও নেশাহীন, General Caste যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734423527. (C/119166)

■ ব্রাহ্মণ, 26/5'-3", MBA, সুন্দরী, Pvt. Bank-এ কর্মরতা, পিতা বনেদি ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই, জাতিভেদ নাই। 9593704442. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, ৩৪, প্রাইভেট স্কুল-এর নন টিচিং স্টাফ। পিতা মৃত, মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/119166)

পাত্রী চাই

■ EB ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 31+/5'-9", মহারাষ্ট্রে বেসরকারি সংস্থায় সুপারভাইজার পদে (বেতন ৭ লাখ বার্ষিক) কর্মরত (LME), পাত্রের জন্য 28+, স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। (M) 9733251688. (C/118742)

■ 33/5'-9", SBI-তে স্থায়ী পদে কর্মরত পাত্রের জন্য Gen., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9641250953. (S/C)

■ পাত্র কায়স্থ, 5'-3", একমাত্র পুত্র, ঔষধের দোকানে কাজ করে। পিঃ পেনশনার, দ্বিতল গৃহ। দাবিহীন, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9733245087.

■ ব্রাহ্মণ, 46+/5'-8", হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পাত্রের পাত্রী চাই। (M) 7365843750. (C/119166)

■ EB, কায়স্থ, কুম্ভ, 39/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-32, মধ্যবিত্ত, সুন্দরী পাত্রী চাই। 8250737415. (C/119441)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী দত্ত (গন্ধবণিক), B.Tech., 31+/5'-6", কলিতে কর্মরত, 25-27'এর মধ্যে স্নাতক, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9434352894. (C/113622)

■ ব্যবসায়ী, ৫৮, ডিভোর্সি ইস্যু নেই, প্রকৃত সংসার করতে আগ্রহী পাত্রীই যোগাযোগ করবেন। বয়সের কোনও বাধা নেই। ধার্মিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী হলে ভালো হয়। নিজস্ব জমি, বাড়ি, গাড়ি রয়েছে, পাত্রী নিজে যোগাযোগ করলে ভালো। ঘটক/ম্যাট্রিমনি না। সময় : রাত ৮.০০, 9319414114. (C/113623)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33+ পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/113626)

■ সাহা, 5'-5", 17 LPA, MNC কর্মরত পাত্র, 32 মধ্যে, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 38, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Senior Associate Consultant (Infosys), উচ্চতা 5'-4", 30-এর মধ্যে সুশ্রী, ছিপছিপে, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা ইঞ্জিনিয়ার পাত্রী চাই। Ph : 8436314249. (C/119412)

■ B.Tech. Engg., 42/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784. (C/119416)

■ মণ্ডল, 30/5'-7", মালদা নিবাসী, B.Tech. (KIIT), রাজ্য সরকারের Engineer (MBL), এক ভাই, বোন বিবাহিত, পুত্রের জন্য শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 6289798996, 6295400821. (C/119417)

■ গন্ধবণিক, 37+/5'-8", স্নাতক, সরকারি অফিসে অস্থায়ী পদে কর্মরত, নেশাবিহীন, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, স্লিম পাত্রী কাম্য। (M) 9733178803. (C/118906)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", B.Tech., M.Tech., Ph.D., Post Doc., বিদেশে কর্মরত। M.Tech., MBA, M.Sc., Ph.D. পাত্রী চাই। (M) 9933376029. (C/118907)

■ বিদ্যুৎ দপ্তরের গ্রুপ-C পদে স্থায়ী সরকারি চাকুরে, 31/5'-6" পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। রায়গঞ্জ। Mob : 9614906228. (C/119421)

■ ব্রাহ্মণ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 32 পাত্রের জন্য সুন্দরী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434966489 (রায়গঞ্জ)। (C/119421)

■ কায়স্থ, 38/5'-3", উচ্চশিক্ষিত, নেশাহীন, সঃ প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য 33 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9434578958. (C/119421)

■ দে (কাশ্যপ), নিজস্ব মেডিসিন দোকান। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 9547713496. (C/113628)

■ আচার্য্য ব্রাহ্মণ, 30/5'-2", H.S. খোল্টা, কোচবিহার, কাপড় ও অনলাইন ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8509212563. (U/D)

■ পাত্র 37/5'-6", B.A., ITI, বেঃ সঃ কাজ ও অন্যান্য সহ মাঃ আয় 35,000, সাধারণ পাত্রী চাই। 9064587607. (C/119423)

■ পাত্র ৪০/৫'-৬", স্নাতক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি। পাত্রের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। অবিবাহিত/বিধবা বা ডিভোর্সি, সন্তান-সম্ভাবনাহীন, সহজ-সরল, স্নেহশীলা, প্রকৃত সংসারী পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি সংস্থার যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। (M) 9593105337, 6294657597. (S/N)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 26/5'-8", কায়স্থ, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, M.A., B.Ed., D.El. Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9735073420, 7001643474. (C/119396)

■ কায়স্থ, দাস, পরাশর গোত্র, গ্র্যাজুয়েট, 36+/5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9547421233, 9434232555. (C/119425)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট ও ITI পাশ, বয়স ৩২, উচ্চতা ৫'-৯", পেশায় সরকারি কন্ট্রাক্টর-এর জন্য সুশীল পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : ৯৭৪৯৬৫৯৯০৭. (C/119426)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র কুলীন কায়স্থ, H.S. পাশ, নিজস্ব ব্যবসা আছে। নিরামিষাশী। মা-বাবা আছেন। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র পাত্রীপক্ষের যোগাযোগ কাম্য। (M) 8900534619. (C/119428)

■ কায়স্থ, 38 বছর, 5'-3", মাধ্যমিক পাশ, নিজস্ব কাপড়ের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা। সোনাপুর নিবাসী, সুন্দরী পাত্রী চাই। ফোন নং- 9134217044. (C/118912)

■ ব্রাহ্মণ, MBBS, WBHS, MD, aspiration, কোচবিহার, ৩৪+ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৮+, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিকমনস্কা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9474061782. (C/118911)

■ পাত্র পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 34+, সুদর্শন, M.Sc., (চুক্তিভিঃ) সরকারি চাকরি (নামমাত্র ডিভোর্সি, ২ মাস), পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী। একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Ph.No. 9474716989, জলঃ। (C/119204)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Tech., MNC (50 LPA), ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/119169)

পাত্রী চাই

■ পাত্র-কায়স্থ, বয়স-40, উচ্চতা 5'-5", H.S. Pass, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাটের বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্নাতক, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 33 বৎসর-এর মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গবাসী অগ্রগণ্য। Mo. 9647849115. (C/119432)

■ পূঃ বঃ কুলীন কায়স্থ, 33/5'-7", LLB, MBA, দেবারি, বৃষ, B.Lore MNC Big 4 কর্মরত, ফর্সা, সুদর্শন-এর জন্য B.Lore কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। B.Lore অগ্রগণ্য। 8927825489, 9434490111. (C/119202)

■ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, উচ্চতা-৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, বয়স-২৯+, পাত্রের জন্য বারুজীবী পাত্রী চাই (বয়স ২২-২৭)। মোঃ 8116577441. (C/119167)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34/5'-11", নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব ব্যবসা, নকশালবাড়ী নিবাসী, একমাত্র পুত্র, পাত্রের জন্য 28 বছরের মধ্যে ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 7407116366. (C/119165)

■ পাত্র সাহা, MBA, 36/5'-10", সুদর্শন, Computer-এ বিভিন্ন কাজ। পিতা Rly. (Rtd.), একমাত্র পুত্র। স্বঃ/অসবর্ণ যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9775857416. (C/113629)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 36/5', ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, রিটায়ার্ড অফিসারের (নিজস্ব বাড়ি) একমাত্র পুত্র, মাধ্যমিক, বেসরকারি চাকুরে। দাবিহীন পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9382158811. (S/N)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 29/5'-7", নিজস্ব বাড়ি, Private Veterinary Practitioner, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। Mob.No. 9641758018. (C/119422)

■ কায়স্থ, 40+/5'-5", IDBI ব্যাংকের স্কেল 3 অফিসার। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/119442)

■ পাল, রায়গঞ্জ, 34/5'-5", B.A., চাকরি সূত্রে আহমেদাবাদ-এ থাকে, ঘরোয়া, নম্র পাত্রী চাই। (M) 6294043496. (C/119444)

■ দঃ দিনাজপুর, 28, কন্ট্রাঃ সঃ চাকরি ও ব্যবসা, পিতা পুরোহিত, মাতা ICDS, একমাত্র পুত্র, শিবমন্দির/উঃ বঃ পাত্রী চাই। শীঘ্র বিয়ে। 9123001838. (C/119445)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ৩৭ বছর, Pharmacist & MBA, নিজস্ব ফার্মাসি, একমাত্র সন্তান। নিজস্ব বাড়ি। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 7002316730, 7811949565. (C/118915)

■ কায়স্থ, 38/5'-7", M.A., B.P.Ed., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ব্যবসা, Oction, জমিজমা, সুদর্শন। মা পেনশনভোগী (Govt.), কোচবিহার নিবাসী। ছোট পরিবার, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832539450, একমাত্র পুত্র। (C/118917)

■ EB কায়স্থ, দিল্লী, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times, 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। মোবাইল- 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ পাত্র নমশূদ্র, ৩৩, বেঃ সঃ চাকরি, ৫'-৪", পাত্র এক কানে শোনে না, সাধারণ জীবনে সমস্যা নেই। পাত্রী চাই। মোঃ 9933823988. (C/119446)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স ৩৮, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ 7098381711. (C/119449)

■ রাজবংশী, 30+/5'-7", রাজ্য সরকারি অফিসার পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8972564036. (C/118748)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, MBBS, MD, 35 বছর বয়সি, 5'-5", দেবগণ, কন্যা রাশি, ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9474415853. (C/119212)

■ Gena., 32/5'-8", B.Tech., Railway-তে উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 8016232769. (C/119169)

■ রাজবংশী, 34/5'-9", M.Tech., ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, পোঃ কলকাতায়, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 8116521874. (C/119169)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, MBBS ও সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/119166)

■ বয়স ৩৮+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র সরকারি ব্যাংক-এর অফিসার পদে কর্মরত। এইরূপ বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৪, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ইন্ডিয়ান অয়েল-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/119166)

■ M.Sc., Ph.D., 31/5'-8", IIT-তে পোস্ট ডক্টরেট করছে। উপযুক্ত ফর্সা, রাজবংশী পাত্রী চাই। বিজ্ঞান অগ্রগণ্য। (M) 9734006280. (C/119166)

■ জেনারেল, 33/5'-9", M.Com., MBA, SBI Bank-এর ম্যানেজার, সুদর্শন, নেশাহীন পাত্রের জন্য একটা ভালো, শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9734488968. (C/119166)

■ পাত্র 26/5'-8", M.Sc., Cent. গভঃ গ্রুপ-বি অফিসার, একমাত্র পুত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই, দাবি নেই। 9734488572. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিপত্নীক, ৪৩+, স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত। পিতা মৃত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119166)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ৩২, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119166)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119166)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৯, B.Tech & MBA পাশ এবং সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119166)

■ বৈদ্য, 41+/5'-9", ডিভোর্সি, দেবারিগণ, MBA, কলকাতায় বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, ১ মাত্র পুত্র। ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8145394587. (C/119170)

■ পাত্র ৩৩ বছর বয়সি, বাঙালি সুন্নি মুসলিম, B.Tech. সম্পন্ন ও Indian Railway-তে কর্মরত। ভদ্র ও পারিবারিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 080-69072047. (C/119173)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বাঙালি, ৩৮ বছর বয়সি, ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এ কর্মরত। ভদ্র ও সম্মানীয় পরিবারের শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 080-69103012. (C/119173)

■ পাত্র 29 বছর বয়সি, কায়স্থ, M.Tech. সম্পন্ন, বেঙ্গালুরুতে একটি স্বনামধন্য আইটি কোম্পানীতে কর্মরত (60 LPA)। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। 080-69141340. (C/119173)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119166)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/119170)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১৩ বছরের বিশ্বস্ত বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি, আজই যোগাযোগ করুন। 8509292825. (C/119148)

বাড়িতে এসে রিচাকে সংবর্ধনা শুভেন্দুর

‘মমতা নয়, আমরা স্টেডিয়াম গড়ব’

রিচা ঘোষের শিলিগুড়ির বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতারা। শনিবার। -পিটিআই

সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৯ নভেম্বর : মহিলাদের ক্রিকেটে বিশ্বকাপ এনেছে দেশ। সেই দলের অন্যতম সদস্য শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের নামে শিলিগুড়িতে একটি স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার শিলিগুড়িতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে কটাক্ষ হানলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর প্রশ্ন, ‘আদৌ কি শিলিগুড়িতে স্টেডিয়াম তৈরি হবে? নাকি বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন।’ এমনকি কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করা মহাকাল মন্দির তৈরির পরিকল্পনা নিয়েও বিরোধিতার সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। তার সঙ্গে ৯ ডিসেম্বর পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা প্রকাশ না হলে ভোট হবে না বলেও হুঁশিয়ারি শোনা গেল তাঁর মুখে।

এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে শুভেন্দুকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং দলের নেতৃত্ব। এরপর শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে রিচার বাড়িতে যান। উপহারে দেন ৫ লক্ষ টাকার চেক, সোনার চেন ও রুপোর তৈরি ভারতের মানচিত্র। সেখান থেকে বের হওয়ার সময়ই নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, ‘গত ১৫ বছরে রাজ্য কতগুলি স্টেডিয়াম করেছে, আমার জানা নেই। যাঁরা এতদিন করেনি, তাঁরা এখনও করবে না। আমরা সরকার গড়লে স্টেডিয়ামও তৈরি করব।’

যদিও বিরোধী দলনেতার মন্তব্যকে আমল দিতে চাননি শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমাকে স্টেডিয়াম তৈরির দায়িত্ব দিয়েছেন। এই সরকারের আমলেই কাজ শুরু হবে এবং পরেরবার আমাদের সরকারই স্টেডিয়াম উদ্বোধন করবে।’ অন্যদিকে, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে একটি মহাকাল মন্দির নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তার জন্য সরকারি জমি চিহ্নিত করাও হয়েছে। সেই নিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘সরকার নিজেদের কোষাগারের টাকা ব্যয় করে মন্দির নির্মাণ করছে। সরকারি টাকায় হিন্দুরা মন্দির চায় না। এভাবে হিন্দু ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষকে বোকা বানানো যাবে না।’ এর আগে মন্দির প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছিলেন। এবার বিজেপিও এনিয়ে আসরে নামল। এছাড়া এদিন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়েও রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেছেন শুভেন্দু।

তাঁর দাবি, ‘উত্তরবঙ্গ অবহেলিত। এখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। বহু চা বাগান বন্ধ রয়েছে। বালি-পাথর-কাঠ পাচার বেড়েছে। নদীগুলির অস্তিত্ব প্রায় শেষ করে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালেরও বেহাল দশা।’ এসব কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষ অভিমান থেকে আলাদা রাজ্যের দাবি করেন বলে তাঁর মত। অন্যদিকে, স্পষ্ট ভোটার তালিকা না হলে এপ্রিলে ভোট হবে না এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর অভিযোগ, ‘বিএলও-দের ডেকে বিডিও অফিসে জোর করে মৃত ও ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকায় তোলা হচ্ছে।’ এছাড়া ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়েও মমতার সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা।

গাছের গুঁড়ি ফেলে ফেন্সিং ভাঙছে হাতি

বুনো আটকাতে রেসপন্স টিম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ডুয়ার্সের চালসার কাছে পানঝোরা বনবস্তির মানুষকে হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বস্তির চারদিকে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ শক্তপোক্ত পাওয়ার ফেন্সিং দেয়। এর ফলে বেশ কয়েক বছর হাতির উপদ্রব আটকানো গিয়েছিল। কিন্তু বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে হাতির পাল সেই ফেন্সিং ভেঙে দেয়। বর্তমানে ফেন্সিং মেরামতি হলেও ফের হাতি আসছে। তাই হাতি বনবস্তিতে ঢোকার আগে সীমানা থেকে হাতির পালকে হটিয়ে দিতে বন্যপ্রাণ বিভাগ বনবস্তির তরুণদের নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করল। পানঝোরা বনবস্তির ইতিহাসে এবারই প্রথম কুইক রেসপন্স টিম গঠিত হল।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, ‘যেভাবে একটি হাতি গাছের গুঁড়ি ফেলে শক্তিশালী পাওয়ার ফেন্সিংয়ের তার ছিঁড়েছিল তাতে হাতির বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতেই হয়। কিন্তু হাতির আক্রমণ আটকাতে পানঝোরার পাঁচজন তরুণকে নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম গঠিত হল। তাঁদের মজুরি দেওয়া হবে। এই টিম সকাল, বিকেল ও রাতে পালা করে নজরদারি চালিয়ে হাতিকে বনবস্তিতে ঢুকতে দেবে না।’

চাপড়ামারি অভয়ারণ্য সংলগ্ন পানঝোরা বনবস্তিতে কৃষিকাজ বাসিন্দাদের প্রধান পেশা। কয়েকজন বন দপ্তরের ইকো পর্যটনে যুক্ত রয়েছেন। কেউ কটেজে রান্না করেন। অনেকে মজদুরের কাজ করেন। এক মাস আগে চাপড়ামারির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতি বড় গাছ উপড়ে ফেলে। সেই গাছের গুঁড়ি পাওয়ার ফেন্সিংয়ের ওপর ফেলে ফেন্সিংয়ের তার ছিঁড়ে দেয়। গ্রামে ঢুকে ফসল খেয়ে গাছও নষ্ট করে। হাতি তাড়াতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দা অমিত ছেত্রী জানিয়েছেন। তারপর থেকে বনবস্তিতে হাতির উপদ্রব বেড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এই কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁদের টর্চ, বাজি ও পটকা দেওয়া হয়েছে। পশুপ্রেমী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডের কথায়, ‘হাতির খুবই বুদ্ধি। এর আগে বেশ কয়েকবার জঙ্গলের বাইরে সীমানায় পাওয়ার ফেন্সিং ভেঙে ফেলতে বড় গাছ উপড়ে ফেন্সিংয়ের ওপর ফেলেছিল।’

উদ্যোগ

পানঝোরা বনবস্তিতে হাতির উপদ্রব ঠেকাতে বস্তির চারদিকে পাওয়ার ফেন্সিং দেয় বন বিভাগ

বেশ কয়েক বছর হাতির উপদ্রব আটকানো গিয়েছিল

বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে হাতির পাল সেই ফেন্সিং ভেঙে দেয়

এখন ফেন্সিং মেরামতির কাজ করা হলেও ফের হাতি আসছে

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় প্রায়দিনই হাতির দেখা মিলছে। কোথাও ফেন্সিং ভেঙে হাতি ঢুকছে লোকালয়ে। কোথাও আবার রাস্তা দিয়ে হাতি পারাপার করলেই ছবি তোলার হিড়িক দেখা যাচ্ছে। দুটি বিষয়েই ব্যবস্থা নিতে চলেছে বন দপ্তর।

‘ফোটোশুট’ করলেই হাতকড়া

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : কখনও রাস্তায়, কখনও ধানখেতে, কখনও একলা আবার কখনও দলবেঁধে গোটা উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল লাগোয়া লোকালয়ে বেরিয়ে পড়ছে হাতি। এতে বনকর্মীরা এমনিতেই মাথা ঠিক রাখতে পারছেন না। তার ওপর স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকদের পড়িমরি করে ছবি তোলার প্রবণতা দিনকে দিন বেড়ে চলায় বিপদ আরও বাড়ছে। বারবার সাধারণকে সচেতন করেও মিলছে না সুফল। বাধ্য হয়ে এবার কঠোর ব্যবস্থা নিতে চলেছে বন দপ্তর। হাতিদের সামনে গিয়ে ছবি তুললে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির মন্তব্য, ‘পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন রিসর্টে বনকর্মীরা যাচ্ছেন। হাতিরা লোকালয়ে বেরিয়ে পড়লে যেন তাদের কাছে হুট করে পর্যটকরা চলে না যান, সেজন্য সচেতন করা হচ্ছে। তবে পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে গেলে প্রয়োজনে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হতে পারে।’

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল লাগোয়া লোকালয়ে বছরের এই সময় বেড়েছে হাতির আগমন। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার লাটাগুড়ি ও গরুমারা, চাপড়ামারি, কাঠামবাড়ি সহ বিভিন্ন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তায় উঠে পড়ছে হাতির পাল। আর খবর পেয়েই তাদের দিকে ছুটে যাচ্ছেন কিছু মানুষ, ফোটো তোলার নেশায়। কেউ কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। বিষয়টি যে কতটা বিপজ্জনক, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ সূত্রে খবর, এমন কোনওদিন নেই, জঙ্গল থেকে হাতি বের হওয়ার খবর আসছে না। আর শীত পড়তেই ডুয়ার্সজুড়ে বেড়েছে পর্যটকদের আগমন। সেটা আরও বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে।

> পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে গেলে প্রয়োজনে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হতে পারে।
>
> **ভাস্কর জেভি** *মুখ্য বনপাল, উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগ*

লাটাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, ‘কোনওকিছু না বুঝেই পর্যটকরা হাতির কাছে চলে যাচ্ছেন। ফোটো তুলছেন। হাতি আক্রমণ করে বসলে প্রাণ বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।’ আপালচাঁদ বনবস্তির কৃষক সঞ্জিত সরকার জানাচ্ছেন, শুক্রবার গ্রামে হাতি প্রবেশ করেছিল। সাতসকালে হাতির খবর জানাজানি হতে বহু মানুষ ক্যামেরা, মোবাইল ফোন হাতে ভিড় জমান। একসময় হাতিটি মানুষের দিকে তেড়ে যায়।

সমস্যা সমাধানে সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে বন দপ্তর। কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, বারবার সতর্ক করার পরও যদি কেউ সতর্ক না হন তাহলে তাঁদের আটক করা হতে পারে।

বিনামূল্যে অটো পুলিশের সৌজন্যে

ফালাকাটা, ২৯ নভেম্বর : পেশায় তিনি পুলিশ, তবে নেশায় সমাজকর্মী। রাতে কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কিংবা কারও ওষুধ প্রয়োজন হলে ফালাকাটা থানার এএসআই দিলীপ সরকার এগিয়ে আসেন। এবার তিনি রোগীদের রাত্রিকালীন পরিষেবা দিতে তিনটি অটো ও একটি টোটো চালু করলেন। একেবারে বিনামূল্যে এই অটো ও টোটো রোগীদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। পুলিশকর্মীর এমন মানবিক উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় বলেন, ‘পুলিশের চাকরির ব্যস্ততার মধ্যেও দিলীপ যেভাবে সামাজিক কাজ করছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।’

শনিবার ফালাকাটার সাইনবোর্ড এলাকায় রোগীদের জন্য বিনামূল্যে অটো ও টোটো পরিষেবা চালু হয়। তিনটি অটো ফালাকাটার গ্রামীণ এলাকায় ও একটি টোটো ফালাকাটা শহরে পরিষেবা দেবে। এর মধ্যে একটি ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, একটি জটেশ্বর ও অপর একটি অটো শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে রোগী নিয়ে হাসপাতালে যাবে। টোটোটি ফালাকাটা পুরসভা এলাকায় পরিষেবা দেবে। রাত ১০টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই পরিষেবা চলবে। অটো ও টোটোতো চালকের নাম, মোবাইল নম্বর এবং কোন এলাকায় পরিষেবা দেবে তার উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি ওই সব এলাকায়

নির্দিষ্ট অটোচালকের নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া হবে। রাতে কোনও রোগীর হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অটোচালককে ফোন করলেই তিনি পৌঁছে যাবেন। দিলীপের কথায়, ‘রাতে ডিউটির সময় দেখি অনেক রোগী হাসপাতালে যেতে সমস্যায় পড়েন। তাঁদের সুবিধার জন্যই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অটো ও টোটো পরিষেবা শুরু করেছি।’

ঐক্যের ছবি

মালবাজার, ২৯ নভেম্বর : বাগ্রাকোট চা বাগানে বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবিতে দেখা গেল অভূতপূর্ব ঐক্যের ছবি। শনিবার পুলিশের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ মাত্র একপাক্ষিক মজুরি দিতে এলে শ্রমিকরা তা নিতে অস্বীকার করেন। ছয় পক্ষের মজুরি বকেয়া। তা সত্ত্বেও একপাক্ষিক মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রামের মানুষও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে মালিকের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। বাগানে চলা রিলে অনশন ছয়দিনে পড়ল এদিন।

ডুকপা ফেস্টিভাল যেন মিলন উৎসব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ নভেম্বর : জিরো পয়েন্ট থেকে বক্সা ফোর্টে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। আবার ফোর্ট থেকে লেপচাখা গ্রামে যেতেও একই সময় লাগে। ওছলুং থেকেও বক্সা ফোর্ট যেতে কমবেশি এতটাই সময় লাগে। অন্যদিকে, তাসিগাঁও থেকে বক্সা ফোর্ট আসতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। আদমা থেকে সময় লাগে দু’ঘণ্টা। ফলে সবসময় এতটা পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় মিলিত হওয়া হয় না বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের। তবে তাঁদের একসঙ্গে হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল।

গত বছর থেকে বক্সা ফোর্ট মাঠে এই উৎসব শুরু হয়েছে। শুক্রবার থেকে দ্বিতীয় বর্ষের উৎসব শুরু হয়। শনিবারও বেশকিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল উৎসবে। সূচি ধরে এক এক করে সেই অনুষ্ঠান হয়। দুর্গম পথ পেরিয়ে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ সেখানে হাজির হন। সবমিলিয়ে এই উৎসব যেন হয়ে উঠেছে মিলন উৎসব।

এদিন বক্সা ফোর্ট মাঠে এনিয়ে কথা হচ্ছিল আচারি খেলায় অংশ নেওয়া লোপজাং ডুকপা, ছি দোরজি ডুকপাদের সঙ্গে। লোপজাং লেপচাখা গ্রামের বাসিন্দা। ছি

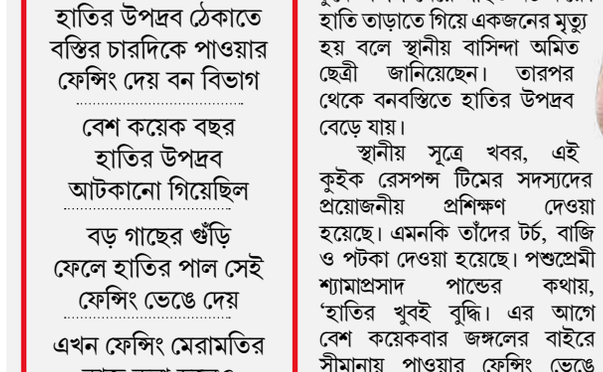

তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত তরুণরা। শনিবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

দোরজি আদমা গ্রামে বসবাস করেন। বক্সা পাহাড়ের ১৪টি গ্রামের মধ্যে পাঁচটি দল করে আচারি প্রতিযোগিতা চলছে। যেটা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। একইভাবে চলছে ডার্ট প্রতিযোগিতা। লোপজাং বললেন, ‘সবসময় সবার একসঙ্গে দেখা হয় না। কোনও বড় অনুষ্ঠান হলে সবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।’

একদিকে যখন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছিল ঠিক তখনই বিভিন্ন স্টলে বেচাকেনা চলছে জোরকদমে। একটি স্টল থেকে হাতে তৈরি ব্যাগ কিনছিলেন তাসিগাঁও গ্রামের সিরা ডুকপা। তিনি বললেন, ‘আমাদের গ্রামের অনেকেই উৎসবে এসেছে। গতবছর আসতে পারিনি। অনেকের সঙ্গেই দেখা হচ্ছে। ভালো লাগছে।’

এই উৎসব নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে, গ্রামের মানুষদের তুলনায় বাইরের অতিথি, পর্যটন ব্যবসায়ীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উৎসবে। যদিও সেই বিতর্ককে দূরে সরিয়ে বক্সা পাহাড়ের অনেকের কাছে দুর্গম এলাকায় এই উৎসব মিলন উৎসবের রূপও নিয়েছে।

উৎসব সমিতির সহ সভাপতি সোহম চক্রবর্তী বললেন, ‘উৎসবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা আসছেন। অনেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এমনকি বিভিন্ন রাজ্য থেকেও অনেকে আসছেন।’ একই কথা জানান উৎসব কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ টেন্দু ডুকপাও।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির ₹ বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা তুলারাম গোপ - কে 30.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88A 40627 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনের এই পর্যায়ে আমি কখনও কোটিপতি হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও ডিয়ার লটারি আমার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। আমি সত্যি খুবই খুশি। মনে হচ্ছে আমার জীবনের বড় স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে। আমাকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রতিটি শ্বাসই মূল্যবান, তাই প্রয়োজন নিখুঁত যত্ন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের গুরুতর সমস্যা হলে প্রতিটি শ্বাসই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পালমোনোলজি বিভাগ জটিল ফুসফুসের রোগ ও শ্বাসনালীর সমস্যা দ্রুত নির্ণয় করে এবং কম কষ্টের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা দিয়ে আপনার শ্বাসতন্ত্রকে সুস্থ করে তোলে।

সঠিক পরীক্ষার জন্য দ্বিধা কিসের? বেছে নিন গেটওয়েল।

সেবা সমূহ:

- ব্রঙ্কোস্কপি ও থোরাকোস্কপি
- শিশুদের ব্রঙ্কোস্কপি ও থোরাকোস্কপি
- এন্ডোব্রঙ্কিয়াল হট ও কোল্ড থেরাপি (ক্রায়োথেরাপি)
- ইন্টারকোস্টাল টিউব ড্রেনেজ ও প্লিউরোডেসিস

Emergency 0353 660 3030

Neotia Getwel Multispeciality Hospital

Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

এমজেএনে এমডি কোর্স চালুর পথে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ নভেম্বর : মাসখানেক আগেই এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার এমডি কোর্সের পঠনপাঠনের জন্য সরকারি ছাড়পত্র মিলল। এই হাসপাতালে মেডিসিন, প্যাথলজি ও পেডিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগে স্নাকোত্তরে পঠনপাঠন চালুর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এমডির পঠনপাঠনের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার ও সর্বোপরি ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। প্রথমটি পাওয়া গিয়েছে। চূড়ান্ত ছাড়পত্রের জন্য শীঘ্রই আবেদন করা হবে।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'এমডির পঠনপাঠনের জন্য কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে হয়। আশা করছি শীঘ্রই সেই অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন হবে।'

বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে এমবিবিএসে ৬৫০ সহ প্যারামেডিকেল ও ডিএনবি কোর্সে বেশকিছু পড়ুয়া রয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত এমবিবিএস কোর্সে প্রতিবছর ১০০ জন পড়ুয়া পড়ার সুযোগ পেতেন। তবে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে এখানে এমবিবিএস কোর্সে অতিরিক্ত ৫০ জন পড়ুয়া ভর্তি হতে পারছেন।

ফলে এখন থেকে প্রতিবছর ১৫০ জন করে পড়ুয়া এমবিবিএস-এ পড়াশোনা করবেন। তবে এমবিবিএসের পড়াশোনা সম্পন্ন হলে এখানকার পড়ুয়াদের স্নাতকোত্তর স্তরের জন্য অন্যত্র নির্ভর করতে হচ্ছে। স্নাতকোত্তরের পঠনপাঠন শুরু হয়ে গেলে এখানেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি হবে বলে দাবি মেডিকেল কর্তৃপক্ষের। মেডিসিন, প্যাথলজি ও পেডিয়াট্রিক মেডিসিন – এই তিনটি বিষয়কে জোর দিয়েই স্নাতকোত্তর চালুর দিকে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এই তিনটি বিষয়ে মোট ৮২টি আসন থাকতে পারে বলে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর মিলেছে।

> এমডির পঠনপাঠনের জন্য কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে হয়। আশা করছি শীঘ্রই সেই অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন হবে।
>
> **নির্মলকুমার মণ্ডল** অধ্যক্ষ

স্নাতকোত্তর পঠনপাঠন শুরু হলে পড়ুয়া সংখ্যা আরও বাড়বে। ফলে হস্টেলগুলিতেও বেশি আসন প্রয়োজন। সেজন্য হস্টেলে ঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বহুদিন আগে থেকেই প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আটতলা ভবন তৈরির কাজ চলছে। তবে উচ্চশিক্ষা চালুর ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর পাশাপাশি লোকবলের সমস্যাও রয়েছে। বর্তমানে মেডিকেলে প্রায় ২০০ জন অধ্যাপক-চিকিৎসক রয়েছেন। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে জানিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, স্নাতকোত্তর স্তরে ডাক্তারি পড়াশোনা শুরু হলে চিকিৎসকের সংকট অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী চিকিৎসক মহল।

'প্রেমিকে'র দোকানে এসে বিষপান

শীতলকুচি, ২৯ নভেম্বর : প্রেমের সম্পর্ক মানছিল না প্রেমিকের পরিবার। এমন পরিস্থিতিতে প্রেমিকের দোকানে এসে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক তরুণী। শনিবার সন্ধ্যায় শীতলকুচি ব্লকের নগর লালবাজার গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তরুণীকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করান। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রেমিক তরুণের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। ওসি অ্যান্থনি হোড়ো জানান, অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হবে। এলাকায় এমন ঘটনায় স্থানীয়রা বিস্মিত। আগে এ ধরনের ঘটনা সেখানে ঘটেনি বলেই তাঁরা জানান।

The Tender bearing Tender ID 2025_MAD_962420_3 is hereby CANCELLED due to technical reason.
For details please visit: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invites e-Tender vide e-NIQ No.: WBMAD/JM/APAS/E/eNIT-2/25-26 Memo No.: 3940/JM dt. 28.11.2025 Tender ID 2025_MAD_963011_1. Last date of bidding (online): 29.12.2025 up to 18.55 Hrs (6.55 P.M.) For details please visit: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No: WB/045/APAS-25/BDOKNT/25-26, Dated: 28-11-25 Work Sl 01 to 45 & WB/046/JZRMC/BDOKNT/25-26 Dated: 28-11-2025 work Sl 01 to 01.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**. from 28-11-2025 from 17:00hrs. respectively.
Sd/-
EO & BDO,
Kranti Developmet Block
Kranti :: Jalpaiguri

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (নভেম্বর ফিনালে এবং বর্ষপূর্তি উদযাপন) সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ জোর, দুপুর ১.০০ রাবণ, বিকেল ৪.০০ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.১৫ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.৩০ বিধাতার লেখা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শুভ দৃষ্টি, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ সাথী, সন্ধে ৭.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সাথীহারা, দুপুর ১২.০০ সুলতান দ্য স্যাভিয়র, ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.৩০ গেম

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৩৪ সালার : সিজফায়ার, দুপুর ১.০৯ চেন্নাই এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৮ ওয়েলকাম, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল, রাত ১০.১৬ তকদির

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১২.৪৩ ম্যায় হুঁ না, বিকেল ৪.১৬ এক ভিলেন, সন্ধে ৬.৫৫ হঙ্গামা, রাত ৯.৩১ শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা

জি অ্যাকশন : দুপুর ১২.১৫ সর্দার গব্বর সিং, ২.৪১ ভোলা, বিকেল ৫.২৭ হাতকড়ি, সন্ধে ৭.৫৮ বিম্বিসার, রাত ১০.৪৮ দ্য রিটার্ন অফ কালিয়া

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ দুলহন হম লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ কেয়া ক্যাহনা, সন্ধে ৬.৫০ বিশ্বাত্মা, রাত ১০.০০ জুড়ওয়া

রাবণ দুপুর ১.০০ জলসা মুভিজ

প্রিডেটর্স সন্ধে ৭.২২ স্টার মুভিজ

জি সিনেমা : বেলা ১১.১১ গীতা গোবিন্দম, বিকেল ৪.৫৩ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, সন্ধে ৭.৫৫ সিকন্দর, রাত ১০.২৩ দবং

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৫৫ হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ ব্লাড প্রিন্স, বিকেল ৪.৪৩ ব্ল্যাক প্যান্থার, সন্ধে ৭.২২ প্রিডেটর্স, রাত ৯.০৫ গডজিলা ভার্সেস কং, ১১.০৩ এক্সোডাস-গডস অ্যান্ড কিংস

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

বন্ধ বাগান নিয়ে শুভেন্দুর তোপ রাজ্য সরকারকে

৩১৩ কোটি কই, শুরু তর্জা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনা প্রকল্পে ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ চা বাগানগুলির জন্য ৩১৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। অথচ এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার তা থেকে এক টাকাও শ্রমিক কল্যাণে খরচ করেনি। শনিবার বীরপাড়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'নির্মলা সীতারামনের উদ্যোগে অসমে ৬৮৫.৭০ কোটি ও পশ্চিমবঙ্গে ৩১৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। ইতিমধ্যে অসম সরকার ২৯৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। ওই টাকা খরচের জন্য স্টেট লেভেল কমিটি গঠন করতে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই কমিটি গঠন করেনি। তাই ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড এক টাকাও খরচ করতে পারেনি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৩টি চা বাগান রয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে রয়েছে ১৯টি চা বাগান। মাদারিহাট বিধানসভা এলাকায় ২৪টি। মাদারিহাট বিধানসভার বুথ সংখ্যা ২২৩। এর মধ্যে ২৪টি চা বাগানে ১০০টি বুথ রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলাও চা বাগান অধ্যুষিত। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার লোকসভা এলাকার চা বলয়ে বুথসংখ্যা ৪৮৩। তাই ভোট এগিয়ে এলে দুই জেলায় চা বলয়কে কেন্দ্র করে রাজনীতি আবর্তিত হয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তাই চা বলয়ের ভোট নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপিতে টানাটানি শুরু হয়েছে। এদিন দুই জেলার চা শ্রমিকদের সমস্যার কথা টেনে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগেন। কালচিনির মধু, চিনচুলা, দলসিংপাড়া, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা ও নাগরাকাটার দেবপাড়া চা বাগানগুলি বন্ধ। দুই জেলার ১৩টি চা বাগানে চার-পাঁচ মাস ধরে শ্রমিক ও কর্মচারীরা মজুরি, বেতন পাননি। শুভেন্দুর কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক চা বাগান বন্ধ করেছেন। চা বাগানে হোমস্টে, বার ও রেস্তোরাঁ তৈরির জন্য ২৫ শতাংশ জমি বেসরকারি মালিকানায় দিতে আইন পাশ করেছেন। চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। অথচ শ্রমিকরা চা বাগানের প্রকৃত মালিক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চা শ্রমিকদের জমির মালিকানা দেওয়া হবে।'

বন্ধ লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ফ্যাক্টরি। -সংবাদচিত্র

একসময় মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ডানকানসের বাগানগুলি বন্ধ ছিল। ২০১৬ সালে বীরপাড়ায় ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই বাগানগুলি অধিগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য অধিগ্রহণ হয়নি। পরে ২০২১ সালে চা শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করে।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের পালটা মন্তব্য, 'শুভেন্দু অধিকারী ভুলভাল বকছেন। ওই খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এক টাকাও পায়নি।'

PUBLICATION OF ADVERTISEMENT NOTICE PROPOSALS FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOP AT BENGDUBI MILITARY STATION

1. Sealed applications/ proposals are invited from ex-servicemen/ war widows/ widows of ex-servicemen for allotment of various shops at Bengdubi Mil Stn as per details under on lease for a period of 3 Years extendable for 02 more years based on performance. Shops will be allotted to highest bidders. Only war widows/ widows of defence personnel killed while on duty/ disabled soldier/ Ex-servicemen and spouses/ widows of ex-servicemen are eligible for allotment of the shops.
2. Last date of submission of completed docu and submission of bids is **16 Dec 2025 at 1200 hrs.**
3. Details of the shops are as under:-

Ser No	Name of the shops	RGP (Min Rebate of Shop Per Month)	Remarks
3.1	Sweet Shop	10,000/-	Person desirous must have minimum experience of 5 yrs in the Field
3.2	Fast Food Corner	25,000/-	- do -
3.3	Milk Booth	8,000/-	- do -
3.4	Restaurant	26,000/-	- do -
3.5	Vegetable Shop	20,000/-	- do -
3.6	Army Gen Store	15,000/-	
3.7	Tour & Travels	5,700/-	
3.8	Two-Wheeler Repair Cum Cycle Shop	6,200/-	
3.9	Wet Canteen (MES More) (21.90 Sqm)	16,200/-	
3.10	Grocery Shop (32.92 Sqm) (No-25)	4,400/-	
3.11	Grocery Shop (32.92 Sqm) (No-24)	6,200/-	

4. Application and eligibility conditions and supporting documents, earnest money and other details of rent & allied charges etc. can be obtained from Stn Cell Bengdubi on any working day between **0830 to 1400 hrs till 13 Dec 2025.** For clarifications contact (Head Clk) Mob No. **7501185810.**
5. Any discrepancy in filling, lapses of documents etc will not be considered as bidders and will be disqualified and intimation will be given to interested bidder/ participant.

Sd/- Stn Cdr, Bengdubi Military Station

লেপার্ড ক্যাটকে চিতাবাঘ ভেবে আতঙ্ক

চালসা, ২৯ নভেম্বর : ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে এক বন্যপ্রাণী। । মুহূর্তের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ে- বাড়িতে নাকি চিতাবাঘ ঢুকেছে! এ নিয়ে শুক্রবার রাতে তুমুল চাঞ্চল্য মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা হাকিমুদ্দিনপাড়ায়।

বাড়ির মালিক বুলবুল ইসলামের পরিবার তখন ভয়ে কাঁপছে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পরিবেশপ্রেমী সাবুল হককে। তিনি এসে নিশ্চিত হতে ডাকেন খুনিয়া স্কোয়াডকে। আসেন বনকর্মীরা। শুরু হয় 'রেসকিউ অপারেশন'। টর্চ, জাল, লাঠি- সব নিয়ে বনকর্মীরা ঘর চষে বেড়ান। আর এক কোণে নির্ভয়ে বসে থাকে সেই প্রাণীটি।

উদ্ধার হওয়ার পর পরিষ্কার হয়, এ চিতাবাঘ নয়, লেপার্ড ক্যাট! খুনিয়া স্কোয়াডের বিট অফিসার জয়দেব রায় জানান, লেপার্ড ক্যাটটিকে লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the public at large that [1] Sri Barun Kumar Prasad, Son of Patiram Prasad, [2] Sri Pankaj Kumar Kothari, Son of Ranjit Kumar Kothari, [3] Sri Bipul Kumar Kothari, Son of Ranjit Kumar Kothari & [4] Sri Arihant Bhansali, Son of Sri Rajiv Bhansali, S.L. No. 1 residing at Prasad Bhavan, Jogijhora Barabak, Ethelbari More, Pin No. 735204, District- Jalpaiguri (W.B.), S.L. No. 2 & 3 residing at 154 Nagar, Changrabandha, Coochbehar, Pin No. 735301, Dist- Coochbehar, S.L. No. 4 residing at Flat No. 4B, Blue Valley Residency, I.T.I. Road, Jyoti Nagar, Bhaktinagar, P.S. Bhaktinagar, Pin No. 734001, Dist- Jalpaiguri, has agreed to purchase a parcel of land measuring 30 Katha or 49.5 Decimals, in appertaining to R.S. Plot No. 492, Corresponding to L.R. Plot No. 567, recorded in R.S. Khatian No. 537/1, 537/3, 537/8 & 537/13, Corresponding to L.R. Khatian No. 963, Situated at Mouza Binnaguri, J.L. No. 03, R.S. Sheet no. 6, Corresponding to L.R. Sheet No. 6, Pargana Baikunthapur, Within Binnaguri Gram Panchayat area, Within the jurisdiction of P.S. New Jalpaiguri, District Jalpaiguri is proposed to be purchased from SRI AMIT AGARWAL, Son of Krishna Kumar Agarwal, resident of Raja Bazar, Ward No. 15 of Kurseong, P.O. & P.S. Kurseong, Pin No. 734203, District- Darjeeling, who claims to be the absolute owner and in possession of the said land.
If Any person(s), Legal Heirs, Immediate Neighbor, Bank or Financial Institutions having any claim, right, title, interest, lien, mortgage, charge, or objection whatsoever in respect of the above property is hereby requested to inform/notify the undersigned in writing with documentary evidence within 7 (Seven) days from the date of publication of this notice. If no objection is received within the stipulated time, the transaction will be completed, and no claim will be entertained thereafter.
Mr. Chinmay Sarkar, Advocate/Siliguri
Siliguri, Pin Code: 734001
Contact Nos. M: 9832063484.
M: 7063307012.

DHUPGURI MUNICIPALITY
EXPRESSION OF INTEREST
DHUPGURI/RECT/01/2025
2025_MAD_962545_1
DHUPGURI/RECT/02/2025
2025_MAD_963265_1
Sd/-
Executive Officer

NOTICE INVITING TENDER
Tender is hereby invited by undersigned vide-NIT No:-02/KMG/GP/25-26, (SL No-01 to 17) Date : 26/11/2025 Last date of Tender Paper dropping : 08.12.2025 upto 15.00 Hrs. Other details are available at Gram Panchayat office notic board.
Sd/- Pradhan
Kumargram Gram Panchayat

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No-. 28(2025-26) Memo No- 697/PS, Last date of submission is 23.12.2025. eNIT No-. 29(2025-26) Memo No 699/PS & eNIT No- 30(2025-26) Memo No- 703 Last date of submission is 26.12.2025, eNIT No-. 31(2025-26) Memo No- 705/PS, Last date of submission is 30.12.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg. P.S

আলিপুরদুয়ারে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং -এর কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি১০_২০২৫/কে/১১০৪; তারিখ: ২৪-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং. : আরটি১০_২০২৫; কাজের নাম : নিউ জলপাইগুড়িতে - ফেজ-I -এ "স্টাফ কোয়ার্টারে কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার উন্নতি" -এর আওতায় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সুবিধার্থে রেলওয়ে কলোনিগুলিতে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার অবনমনের উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিক শক্তিবৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্য: ১,২২,৬৯,৪৯১/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,১১,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৭-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৫৯; তারিখ : ২৫-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে অটো সেকশনে (আলুয়াবাড়ি রোড-আমবাড়ি ফালাকাটা) জি.জি. ট্রনিকস মেক এমএসডিএসি সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৪,৭৬,২৪,৩৯৫/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৮৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৩২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা
NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (A)
TERE ISHK MEIN SHOW TIME 1.15 PM 4.15 PM 7.15 PM HINDI (U/A)

ভর্তি

■ আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৬) পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং- মাধ্যমের ভর্তির ফর্ম ৩রা ডিসেঃ থেকে ১২ই ডিসেঃ ২০২৫ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষক। (C/119170)

মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনের ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্তি চলছে

■ অল্প খরচে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রদের স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শ্রীমৎ স্বামী অনুব্রতানন্দজি মহারাজের স্নেহে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ বর্ধন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। যোগাযোগ : ৯৬৪১৩৩৭৭৭৭, ৯৯৩২৫৫৫৭৫১, ৯৭৭৫১৪৬৮৪৬. (C/119173)

ADMISSION
MARGARET (S.N.) ENGLISH SCHOOL
CONDUCTED BY
RAMAKRISHNA VEDANTA ASHRAMA
PRADHAN NAGAR, SILIGURI
ADMISSION IN CLASS V TO CLASS IX ENGLISH MEDIUM IS GOING ON FOR THE SESSION 2026.
CONTACT THE SCHOOL OFFICE FROM 26/11/2025 TO 15/12/2025.
PH- 0353-3500984 SECRETARY

ভর্তি

■ ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ (উঃ মা)- এ পঞ্চম শ্রেণিতে সীমিত সংখ্যক আসনে লটারির মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র প্রদান ও গ্রহণ করা হবে ৪/১২/২০২৫ থেকে ১০/১২/২০২৫ পর্যন্ত। হেডমাস্টার (C/119393)

অভিনয় শিখুন

■ Abhinoy, Modelling, Photography, Film-Making shikun o kaj korun. 6292338478/ 6292338479. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ শুধু নিজ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার সহজ গাইডেন্স। সাক্ষাতে বা ডাকযোগে ৬ মাসের অভিনব কোর্স। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119166)

Calendar/Diary

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস', পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M- 9832083404. (C/119149)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া স্বামীজী মোড়ে 1150 SQFT (বেড রুম - 3+ হল রুম + টয়লেট-২) নীচতলায় বাড়ি ভাড়া দেব সরকারি চাকুরীজীবি অগ্রগণ্য। M : 7908676164. (C/119165)

ভাড়া

■ Rent for 1200 sq.ft & 900 sq.ft at Bidhan Road, Siliguri. M : 9593449707. (C/119167)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-. (C/119160)

বিক্রয়

■ 2.5 কাঠা জমি রাস্তার ধারে বুড়ির পাট। খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার বিক্রয় হইবে। Mob -9641503821. (C119407)

■ জলপাইগুড়ি নিউটাউন পাড়ায় ৩ কাঠা জমি বিক্রয় কালচারাল ক্লাবের নিকটে 12' রাস্তা। যোগাযোগ 9531667142. (C/118584)

■ শিলিগুড়ি নিউমিলনপল্লি জলপাইমোড়ের নিকটে P.N.T. কোয়ার্টারের বিপরীতে দুই কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। মো ঃ নং- 7001724109, 9563552414. (C/118908)

■ কোচবিহারে মিনিবাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে এস.এন. রোডে 40 ফুট রাস্তার পাশে তিনকাঠা জমিতে আড়াই তলা বাড়ি বিক্রি হবে। শীঘ্র ক্রেতা যোগাযোগ করুন, দালাল নয়। M : 9433285847/ 6295478289. (C/118910)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়িতে গোমস্ত পাড়ায় ২.৫ কাঠা জমির উপর একতলা নতুন বাড়ি ৩৮ লাখে বিক্রয়। দালাল নহে। M : 7718779945. (C/119206)

■ জলপাইগুড়ির নয়াবস্তি মোড়ে বাড়ি বিক্রি/ভাড়া দেব। Ph. - 9932892979. (C/119434)

■ Flat for sale in Medical More, Alphonso School Road, 3 BHK and 1 BHK, Garage also available. Contact : 9064090513. (C/119440)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119164)

■ কোচবিহার টাকাগাছে ২ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে, মূল্য 28 লাখ। M : 9614249824 দাদাল নিষ্প্রয়োজন। (C/118918)

■ ধূপগুড়ি মধ্যপাড়া (ওয়ার্ড-৫) কালি মন্দিরের গলিতে দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। ক্রেতারা সরাসরি যোগাযোগ কাম্য - 8918781102. (C/119450)

■ শিলিগুড়ি আশিঘর বাইপাশের কাছে খালি জমি বিক্রয় হবে। দাম 35 লাখ। 2 কাঠা 6 ছটাক। M : 9832359655. (C/119169)

■ আলিপুরদুয়ার অরবিন্দনগর ভুবনেশ্বরী কালীমন্দিরের বিপরীতে ৯ ডেসিমেল বাস্তুজমি বিক্রি হবে - 8637887959. (C/119170)

■ ডিবিসি রোড, জলপাইগুড়ির প্রাইম লোকেশনে 4 BHK/2 BHK নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ - 7318794323. (C/119213)

কর্মখালি

■ সেলস মারকেটিং এর প্রার্থী অথবা বাইকসার্ভিসিং কাজ জানা লোক নেওয়া হচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে। (ম) ৮০১৬৩২১২০৬. (C/119439)

■ Sarada VidyaMandir, Naxalbari. Recruitment- Math, Chem, Phy, B.P.Ed, Edu. Last Date : 08.12.25. Cont : 9593463699. (C/113008)

■ Usha Diagnostics, Coochbehar - এর জন্য, অভিজ্ঞ Marketing Person চাই। কর্মঠ, স্থানীয়, কম্পিউটার জানা গ্র্যাজুয়েট ছেলে চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। (M) 8918795517. (C/118919)

■ জলপাইগুড়িতে জনপ্রিয় রেস্টুরেন্টের জন্য অভিজ্ঞ ম্যানেজার চাই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। Ph 9382900850. (C/119210)

■ BTech/MCA Internship. Freshers/Student. M : 8010189196. (C/119451)

■ শিলিগুড়ির বিধান রোডে কাপড়ের দোকানে অভিজ্ঞ সেলস ম্যান চাই। যোগাযোগ করুন - (M) - 7063122775. (C/119168)

■ Pvt Ltd কোম্পানিতে Accountant চাই। Salary- (25000-28000) ESI, PF, ও অন্যান্য সুবিধে। Con- Sevoke Road, Siliguri, Ph- 9564017111. (C/119169)

■ Wanted Manager, Staff, driver, R.B. for Hotel, Siliguri. M 8250661108. (C/119169)

কর্মখালি

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/119166)

■ শিলিগুড়িতে জাদুকরের পার্ট টাইম স্থানীয় সহকারী চাই। M- 9477270222. (C/119170)

■ Female Chinese Cook required for Momo Shop near Noida. Salary with Accomodation food. Contact - 9910989585. (C/119436)

■ Urgently required office Manager in Siliguri, Cont - 9733076132. (C/119171)

■ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে বৈধ সার্টিফিকেট সহ অভিজ্ঞ ল্যাব টেকনিশিয়ান আবশ্যক। বিস্তারিত বায়োডাটা সহ 7 দিনের মধ্যে আবেদন করুন,-নিউ জলপাইগুড়ি যুবভারতী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এনজেপি গেটবাজার। (C/119165)

Medical Representative

■ প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরির জন্য under 26, Graduate যোগাযোগ করুন Limbibe Skills 8389893897. (C/119163)

Assay Indian Model School

■ Required Principal, Science teacher (Residential), Gate man, Tungidighi, Uttar Dinajpur, 9733055032, 7363007227. (C/119425)

কর্মখালি

■ Applications are invited for the post of Laboratory Manager/Chemist for a reputed manufacturing firm at Jalpaiguri. Qualification required - Science graduate (BSc) with Chemistry/M.Sc. in Chemistry/B.Tech. in Chemical Engg. Local candidates will be preferred. Apply with your detailed CV/Biodata within 15 days of the publication at : akm@integratedfire.net, karmakar@integratedfire.net. (C/119211)

APPOINTMENT
A well-established firm in Siliguri is inviting applications from qualified and dedicated candidates for the following positions :
1. **Senior Accountant** - Salary : ₹25,000-₹30,000. Requirements: Strong accounting knowledge, Tally proficiency, GST & IT return handling, maximum experience preferred.
2. **Junior Accountant** - Salary : ₹15,000-₹20,000 Requirements : Basic accounting knowledge, Tally skills, ability to maintain records and assist Senior accounts team.
3. **Cashier** - Salary : ₹10,000-₹15,000 Requirements : Good numerical ability, handling cash transactions, maintaining daily accounts. Location : Siliguri
Contact : +91-94340-24100, +91-94345-46476

কর্মখালি

আচার্য/আচার্যা চাই

■ সরস্বতী বিদ্যামন্দির, নেতাজীপল্লি, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর, পিন - ৭৩৩২০২ সংস্কৃত বিষয়ের স্নাতক/তদূর্দ্ধ (অনার্স ডিএলএড/বিএড আবশ্যক) আগ্রহীদের ১০/১২/২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন চাওয়া হচ্ছে। M - 9733229099. (C/119399)

Appointment
Applications are invited for the posts of **Librarian & Asst. Prof. in Commerce, English, Life Science, Physical Science, Pol. Sc., Physical Education, Sociology, Education, Maths, & Foundation** for B.Ed. Course & **Science, Maths, & English, Librarian** for D.El.Ed Course in Pragati College of Education, Siliguri, (WB)
Qualification & pay scale as per NCTE Norms. Send your resume in the email Id.:- **pcoesiligurirecruitment@gmail.com**

APPOINTMENT
Applications invited within 7 days for the post of Accountant of Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, having appropriate knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years of working experience including return filing of GST, PF, ESIC, PT, TDS, IT etc. Eligible short listed candidates to be called for interview.
Send your resume at iilsappointment@gmail.com) or
WhatsApp – 62969 03460

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পদ্মের কমিটি

এসআইআর-এর কাজ খতিয়ে দেখতে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করল কেন্দ্রীয় বিজেপি। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্য বিজেপি নেতা অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিএলওদের সুবিধা-অসুবিধাও যাচাই করা হবে।

শ্লীলতাহানি

ফের কলকাতায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ। প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে গাড়ির মধ্যে শ্লীলতাহানি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত।

ভুয়ো ভোটার

প্রতিবেশী মহিলাকে মা সাজিয়ে ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগ উঠল ভাই-বোনের বিরুদ্ধে। বনগাঁর অভিযুক্ত পরিবার বাংলাদেশি বলে দাবি প্রতিবেশীদের। তাঁদের ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম ছিল না।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ডাক্তার দেখাতে গিয়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল তৃণমূল নেত্রীর। তারকেশ্বরের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষা বন্দনা মাইতির মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী। গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর স্বামীও। আটক করা হয়েছে চালককে।

রাজভবনের নয়া নাম লোকভবন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে বদল, ক্ষুব্ধ তৃণমূল

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : কলকাতার রাজভবনের নাম বদল করে দেওয়া হল। এবার থেকে নতুন নাম হচ্ছে 'লোকভবন'। তবে শুধু কলকাতা নয়, দার্জিলিঙের রাজভবনের নামও 'লোকভবন' করা হয়েছে। রাজভবনের নাম পরিবর্তন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চা চলছিল। এই নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে অনুরোধও করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার এই অনুমতি মিলতেই রাজ্যপাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে নতুন নামকরণের কথা ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজভবনের নাম বদল করার কথা। কিন্তু বিজেপিশাসিত রাজ্যেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু এই রাজ্যে রাজ্যপালের উদ্যোগেই দেশের মধ্যে প্রথম রাজভবনের নাম বদল করে লোকভবন করে দেওয়া হল। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ বিরোধীরা।

এদিন রাজ্যপালের দপ্তর থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাজের জায়গায় (আর এ জে)-এর বদলে রাজ্যপাল 'লোক' (এল ও কে) শব্দগুলি বসাচ্ছেন। রাজ্যপাল এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, '২০২৩ সালের ২৭ মার্চ দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নিজের হাতে ফলক বদল করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রাজ্যপালের অনুরোধে তৎকালীন রাজভবনের প্রতীকী চাবি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল জনরাজভবনের নতুন যুগের সূচনা। একইসঙ্গে উদ্দেশ্য ছিল, এই ভবনকে সকল স্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। গত তিন বছরে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ এখান থেকে হয়েছে। জনরাজভবন উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য জনগণের সেবায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।' রাজভবনের ভিতরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বড় ছবি রয়েছে। রাজ্যপালের দপ্তর থেকে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এদিন রাজ্যপাল ওই ছবিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন ও হাতজোড় করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। তারপর প্রণাম করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে।

রাজভবন সূত্রের খবর, নাম পরিবর্তন নিয়ে গত ২৫ নভেম্বর প্রতিটি রাজ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ এসেছিল। তারপরই রাজ্যপাল চিঠি দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমতি চান। সেই অনুমতি পাওয়ার পরেই দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতা রাজভবনের নাম বদলে ফেলা হল। যদিও এই নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ তৃণমূল। প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই রাজভবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এখান থেকেই দেশ শাসন হত। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনের পর এটির নামকরণ হয়েছিল রাজভবন। এই ঐতিহাসিক ভবনের নাম পরিবর্তন ইতিহাসের গরিমাকে নষ্ট করবে।' যদিও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজভবনের নাম দিয়েছিল ব্রিটিশরা। দেশ এখন স্বাধীন। রাজতন্ত্র চলে গিয়েছে। তাই রাজভবন কেন থাকবে?'

১৭৯৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সময়ে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই 'লাট প্রাসাদের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। শুধুমাত্র জমি কিনতেই খরচ হয়েছিল ৮০ হাজার টাকা। ১৮০৩ সালে গভর্নমেন্ট হাউস নামে এটি দেশের রাজধানীর প্রধান সদরদপ্তর হয়ে ওঠে। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এটি ভাইসরয়ের বাসভবন হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর হওয়ার পর এটি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাসভবন হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালে এটি রাজভবন তকমা পায়। ব্রিটিশমুক্ত শাসনকালে এই রাজভবনের গভর্নর জেনারেল হিসেবে ছিলেন চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

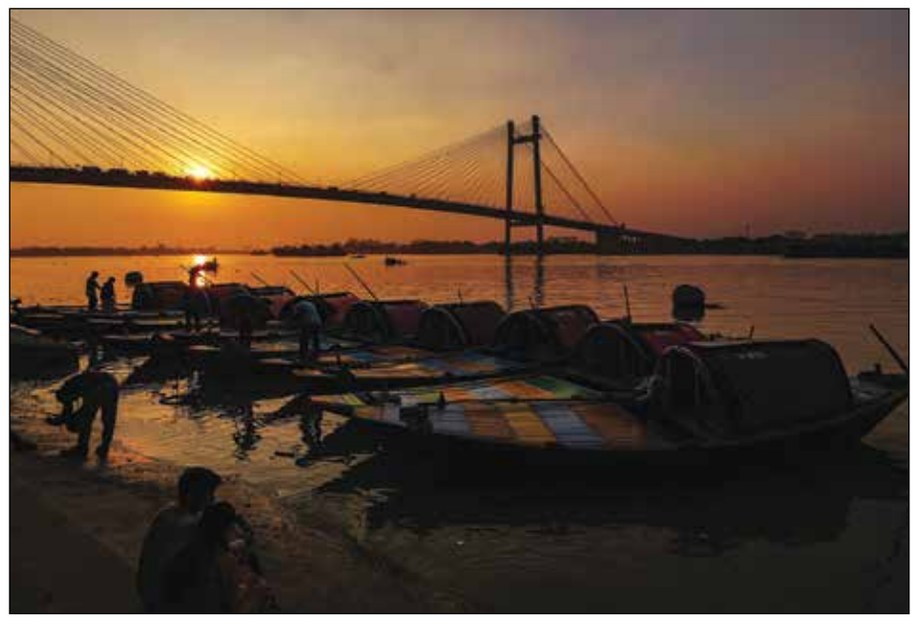

বুড়ো মাঝির নৌকা... কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে।

ফের বিএলওদের বিক্ষোভের মুখে সিইও

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : কয়েকদিন আগেই রাতভর বিএলওদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে। তারপরই সিইও অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে চিঠিও দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। কিন্তু শনিবার ফের বিএলওদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ও বিশেষ রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্তকে। যদিও কিছুক্ষণ বৈঠকের পর পুলিশি ঘেরাটোপেই তাঁরা নির্বাচন কমিশনের অফিসে চলে যান।

বিক্ষোভকারী তৃণমূলপন্থী বিএলওদের অভিযোগ, সকাল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না। যে বিএলওরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন। আমরা স্মারকলিপি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের ঢুকতে দেয়নি।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য শুক্রবারই ১২ জন ইলেক্টোরাল পর্যবেক্ষক ও একজন বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার এই ১৩ জনকে নিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের উলটোদিকে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অফিসে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সোমবারের মধ্যেই জেলার দায়িত্বে থাকা ইলেক্টোরাল পর্যবেক্ষকদের সংশ্লিষ্ট জেলায় পৌঁছে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যের ভোটার তালিকায় সংশোধনের ওপর নজর রেখে নিয়মিত কমিশনকে রিপোর্ট দেবেন বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার সুব্রত গুপ্ত। এদিন ঘণ্টাদুয়েক বৈঠক চলার পর মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ও সুব্রত গুপ্ত বেরিয়ে সিইও দপ্তরে যাচ্ছিলেন।

তখনই তাঁদের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিএলও এবং মৃত বিএলও-দের পরিবারের সদস্যরা। অনেকে তাঁদের গাড়ির সামনে শুয়েও পড়েন। এই নিয়ে সিইও অফিসের সামনে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রচুর পুলিশ সেখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। এরপর পুলিশি ঘেরাটোপে তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের অফিসে পৌঁছে যান।

শুক্রবারই মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের বিএলও জাকির হোসেনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ছেলে ইমদাদুল হোসেনের দাবি, এসআইআর-এর কাজের অতিরিক্ত চাপের জন্যই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ভাই জোসেফ হোসেন। তিনি বলেন, 'অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করা হচ্ছে। বিএলওদের ওপর কমিশনের তরফে অমানবিক চাপ দেওয়া হচ্ছে। তার জন্যই আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে। আমরা চাই, কমিশন মৃতের পরিবারদের পাশে দাঁড়াক।'

কমিশনের অফিসের সামনে বিএলওদের বিক্ষোভ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

তথ্য আপলোডের সময় বৃদ্ধির আর্জি

ওয়াকফ আইনে ক্ষোভ সিদ্দিকুল্লার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা জামায়েত-ই-উলেমায়ে হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। কিন্তু রাজ্য সরকার এই আইন অবশেষে কার্যকর করতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সিদ্দিকুল্লা। রাজ্য সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেন নিল, তা নিয়েই প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই আইনের প্রতিবাদ ও নথিভুক্ত করার সময়সীমা কেন বৃদ্ধি করা হল না, সেই প্রশ্নও তিনি রেখেছেন।

তিনি বলেন, 'যত সহজ ভাবা হচ্ছে, কাজটা ততটা সহজ নয়। পোর্টালে বিবরণ নথিভুক্ত করতে গেলে ৪৬টি জায়গায় খতিয়ান দিতে হবে। এছাড়াও আরও অনেক তথ্য জমা করতে হবে। এত কম সময়ের মধ্যে এই তথ্য জমা করা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আপলোডের সময়সীমা বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।'

ওয়াকফ সংশোধিত আইন নিয়ে সংসদে তীব্র বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল। এমনকি যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এই আইন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে কাচের বোতল আছড়ে ভেঙে হাত কেটে ফেলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও

> যত সহজ ভাবা হচ্ছে, কাজটা ততটা সহজ নয়। পোর্টালে বিবরণ নথিভুক্ত করতে গেলে ৪৬টি জায়গায় খতিয়ান দিতে হবে। এছাড়াও আরও অনেক তথ্য জমা করতে হবে। এত কম সময়ের মধ্যে এই তথ্য জমা করা কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আপলোডের সময়সীমা বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।
>
> **সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী**

পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, কোনওভাবে এই রাজ্যে ওয়াকফ সংশোধিত আইন কার্যকর করা হবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেন্দ্রের নির্দেশই মানতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।

শুক্রবারই সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম চিঠি দিয়ে প্রতিটি জেলা শাসককে জানিয়ে দিয়েছেন, ৬ ডিসেম্বরের আগে সেন্ট্রাল পোর্টাল 'উমিদ'-এ প্রতিটি জেলার ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করতে হবে। নবান্নের এক কর্তার বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ মাস সময়সীমা দিয়েছিল। তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৫ ডিসেম্বর। তাই নবান্নের এই আইন মানা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। যদিও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শরিক নেতা তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে ৮০৬৩টি ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে ৮২,৬০০টি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই আইনে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দেয়নি। মূলত দু'টি ধারায় স্থগিতাদেশ দেওয়া আছে। কিন্তু বিবরণ নথিভুক্তিকরণের বিষয়ে কোনও স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নেই। ফলে বিচারাধীন বিষয়ে কোনও একটি নির্দিষ্ট ধারা না মানলে আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠতে পারে। সেই কারণে তড়িঘড়ি নবান্ন এই নথিভুক্ত করতে চাইছে।

যদিও নবান্নের কর্তারা বলেছেন, 'এই মুহূর্তে প্রশাসনিক কর্তারা এসআইআর নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। ফলে তাঁদের পক্ষে এই কম সময়ের মধ্যে এই নথিভুক্তিকরণ কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।' তবে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে ছিলাম ও আছি। কিন্তু সম্পত্তির পরিমাণ পোর্টালে আপলোড করতে অসুবিধা কোথায়? আমরা স্বচ্ছতার পক্ষে। কিন্তু বিজেপি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা রাখছে না।'

আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'এই রাজ্যে ওয়াকফ আইন চালু হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপরও রাজ্য সরকার সেই আইন কার্যকর করছে। এবার সংখ্যালঘুদের বোঝার সময় এসেছে।'

শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন কম

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : হাতে বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। ৩ ডিসেম্বর শেষ হবে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদন প্রক্রিয়া। এসএসসি সূত্রে খবর, এই শিক্ষাকর্মী পদে আবেদনের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট কম। ২০১৬ সালে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল প্রায় ১৮ লক্ষ। শনিবার পর্যন্ত নয়া নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৮ লক্ষের কাছাকাছি। শিক্ষাকর্মী পদে নয়া আবেদনের জন্য এত অনীহা কেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, নতুন পরীক্ষা হলেও নিয়োগের ভবিষ্যৎ ফের আইনি জটে পড়তে পারে। তাই নিয়োগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন অনীহা বাড়ছে তাঁদের।

২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর নিয়োগ হওয়া শিক্ষাকর্মীদের মধ্যেই সবথেকে বেশি 'অযোগ্য' মিশে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তবে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি মিলিয়ে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা ৩ হাজারের কাছাকাছি। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বেতনহীন অবস্থা থেকে সুরাহা মিলতে বিকল্প জীবিকা বেছে নিয়েছেন। কেউ বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি বেছে নিয়েছেন, কেউ আবার নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছেন। অধিকাংশই পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান। তাঁদের বক্তব্য, নিয়োগ হলেও ফের যদি তা আইনি জটে পড়ে তাহলে তাঁদের জীবন-জীবিকা আবারও প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই আবেদন নিয়ে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের কথায়, 'দীর্ঘ সময় আমরা বেতনহারা। তার ওপর ফর্ম ফিলাপের খরচ ৪০০ টাকা। অনেকেই সেই টাকা খরচ করতে ভরসা পাচ্ছেন না। নতুনদের মধ্যে অনেকেই অসম প্রতিযোগিতায় এত টাকা খরচ করে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তবে যোগ্য চাকরিহারাদের মধ্যে বেশিরভাগই নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে নতুন নিয়োগে অংশগ্রহণ করবেন।'

গ্রুপ সি-তে শূন্যপদ রয়েছে ২৯৮৯টি। গ্রুপ ডি-তে ৫৪৮৮টি। ইচ্ছুক প্রার্থীরা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হলেই আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে আবেদনকারীদের মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে এখনও আশঙ্কা কাটছে না। তাঁদের মত, আবেদনে অসুবিধা না হলেও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

আগ্রহে খামতি

- ২০১৬ সালে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল প্রায় ১৮ লক্ষ
- শনিবার পর্যন্ত নয়া নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৮ লক্ষের কাছাকাছি
- আবেদনকারীদের মধ্যে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে এখনও আশঙ্কা কাটছে না

কয়লা বাজেয়াপ্ত

কুলটি, ২৯ নভেম্বর : ইসিএলের সিআইএসএফের শীতলপুরের সিনিয়র কমান্ড্যান্টের নির্দেশে এবং গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে, সিআইএসএফের মোহনপুর, ভানোড়া , শীতলপুর কিউআরটি টিম, শ্রীপুর টিম, ইসিএলের নিরাপত্তারক্ষী বা সিকিউরিটি টিম এবং কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে আসানসোল-চিত্তরঞ্জন রোডের পূজা হোটেলের কাছে শুক্রবার রাত সাড়ে বারোটা অভিযান চালায়।

সেই অভিযানে প্রায় ৫১১.৯৫০ মেট্রিক টন অবৈধ কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা কয়লা বনজেমারি রেল সাইডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিআইএসএফের পক্ষ থেকে কুলটি থানার পুলিশকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

একটি হোটেলের পেছনে এত পরিমাণ কয়লা কেন মজুত রাখা হয়েছিল, কোথা থেকেই বা এই কয়লা এল, তার খোঁজ চালাচ্ছে সিআইএসএফ। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি এখান থেকেই পাচার করার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছিল এত পরিমাণ কয়লা? প্রচুর পরিমাণে মজুত কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হলেও, ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি।

অভিযোগ

সিউড়ি, ২৯ নভেম্বর : সাংসদ শতাব্দী রায়ের সামনে বিক্ষোভ ও মারধরের ঘটনার দায় ডিএসপি ডিএনটি ট্রাফিকের। তিনি সব জানতেন। তৃণমূলের ব্লক সভাপতির সঙ্গে যোগসাজশ করে এসব করিয়েছেন। নিজের ফেসবুক পেজে লাইভ করে জেলা পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সিউড়ি থানা থেকে বদলি হওয়া এক এএসআই রাজকুমার দাস।

রাজকুমার দাসের এই বিস্ফোরক মন্তব্যে অস্বস্তিতে ফেলেছে জেলা পুলিশকে। সেই সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে পুলিশের আঁতাত প্রকাশ্যে এসেছে। বিজেপির দাবি, এটা বার বার বলা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। এবার সেই কথা এক পুলিশ অফিসার বলে ফেললেন।

রাজকুমার দাস ফেসবুক বার্তায় বলেন, 'নুরুল ইসলামের কথায় যে লোক মারল, ডিএসপি ডিএনটি গেল, তাদের কথায় গ্রেপ্তার করাল, তাদেরই কথাই সব হল। সুতরাং শাস্তি হওয়া দরকার ডিএসপি ডিএনটির।' প্রসঙ্গত, বীরভূমের ডিএসপি ট্রাফিক কুণাল মুখোপাধ্যায় দায়িত্বে রয়েছেন ডিএসপি ডিএনটির।

রাজকুমার দাসের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, 'তাঁর যা অভিযোগ রয়েছে তদন্ত করে দেখা হবে।'

তালিকা থেকে বাদ ৩৫ লক্ষ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর: ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৮০০ নাম। বৃহস্পতিবার সিইও দপ্তর জানিয়েছিল, ডিজিটাইজড করা ফর্মের নিরিখে দেখা যাচ্ছে, ২৬ লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে। তবে, একই সঙ্গে সিইও জানিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে যে ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৮ হাজারের কিছু বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই নাম বাদ পড়ছে। ফলে, আগামীদিনে বাদ পড়া নামের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। কমিশনের এই ঘোষণার পর তা নিয়ে রীতিমতো হইচই জুড়ে দেয় বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাদ পড়া নামের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। মৃত ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যসচিব সরাসরি ফোন করে ডিইও, ইআরওদের বলছেন, কোনও নাম কাটতে হবে না। সব নাম তুলে দিন। এর প্রেক্ষিতে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই দিল্লিতে নালিশ জানাতে সময় চেয়েছে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এরপরেই শনিবার অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস জানিয়েছেন, বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৫ লক্ষ ৩৮ হাজারের কিছু বেশি নাম বাদ যাচ্ছে। এর মধ্যে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার মৃত। একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে ৭৭ হাজার। স্থায়ী স্থানান্তরিতের সংখ্যা ১১ লক্ষের কিছু বেশি। ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটারের হদিশ মেলেনি।'

তবে, সিইও দপ্তরের এই সংখ্যাও বিজেপির দাবির থেকে বহু কম। বিজেপি দাবি করেছিল, এস আই আর হলে রাজ্যে সব মিলিয়ে অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম কাটা যাবে।

বারাসত আদালতে রাজগঞ্জের বিডিও

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর হত্যাকাণ্ডে মুখে কুলুপ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : সংবাদমাধ্যমকে বিচারকের ভূমিকা পালন না করার পরামর্শ দিলেন সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। গত বুধবার তিনি বারাসতের জেলা ও দায়রা বিচারক শান্তনু ঝা-র আদালত থেকে আগাম জামিন পান। শর্ত অনুযায়ী বিধাননগর আদালতে তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিয়ে জামিন নিশ্চিত করতে হত। সেইমতো এদিন মেরুন রঙের টি শার্ট, জিন্স ও জ্যাকেট পরে বিধাননগর আদালতে আসেন অভিযুক্ত বিডিও। বিচারকের কাছে তিনি হাজিরা দিয়ে জামিন নেন। আদালত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না। সংবাদমাধ্যমকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন না।'

এরপর তাঁকে যা প্রশ্নই করা হয়েছে, তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা তাঁর আইনজীবীর গাড়িতে উঠে কাচ বন্ধ করে দেন।

তাঁর আইনজীবী রাহুল রায়বর্মন বলেন, 'আগেই প্রশান্ত বর্মন বারাসত জেলা আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। শর্ত অনুযায়ী তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বিধাননগর আদালত থেকে জামিন নিতে হয়েছে। এটা আইনি পদ্ধতি। এদিন সরকারপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় এখনও একজন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছেন। কিন্তু তিনি কে তা তাঁরা আদালতে তদন্তের স্বার্থে জানাননি।' রাহুলবাবু বলেন, এই ঘটনায় গোবিন্দ সরকার নামে আরও একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এদিন আদালতে তুলেছিল। বিচারক তাঁকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখানে প্রশান্ত বর্মনকে কেন বারবার জড়ানো হচ্ছে, তার কোনও সন্তোষজনক জবাব আমরা পাইনি।'

আত্মঘাতী মহিলা

বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের এক মহিলা। মৃতের নাম মাস্তুরা খাতুন (৪০)। পরিবারের দাবি, এসআইআরের ফর্ম ফিলাপ করা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন তিনি। দিদি আস্তুরা খাতুন জানান, তাঁরা সকলে ফর্ম জমা দিলেও বোন জমা দিতে চাননি।

ভাতারের ভূমশোরে একাই থাকতেন মাস্তুরা। শুক্রবার গভীর রাতে তিনি এই ঘটনা ঘটান। তাঁকে উদ্ধার করে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী।

পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে খবর। তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষের মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা।

জল মধ্যে বক যথা... শনিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

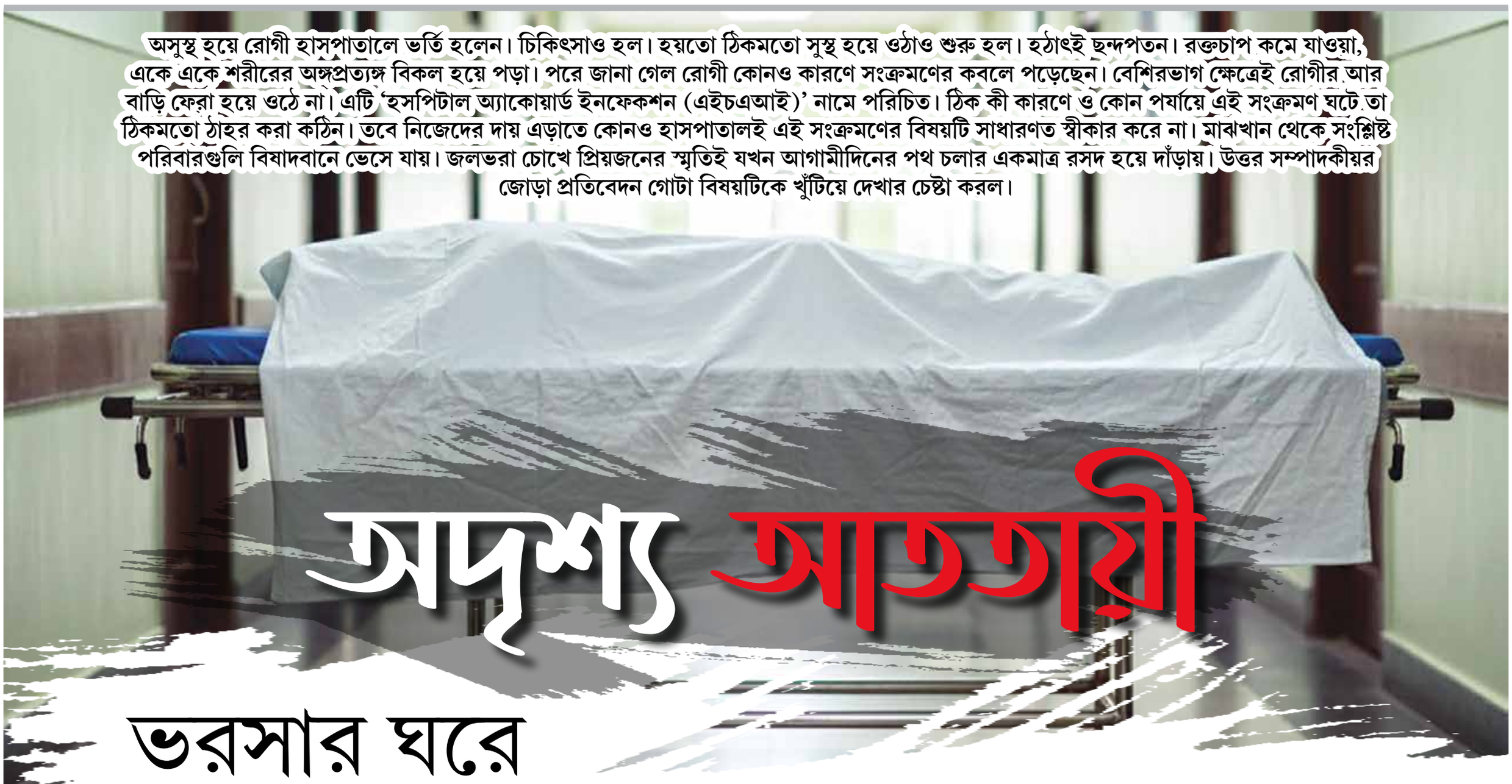

অসুস্থ হয়ে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলেন। চিকিৎসাও হল। হয়তো ঠিকমতো সুস্থ হয়ে ওঠাও শুরু হল। হঠাৎই ছন্দপতন। রক্তচাপ কমে যাওয়া, একে একে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়া। পরে জানা গেল রোগী কোনও কারণে সংক্রমণের কবলে পড়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর আর বাড়ি ফেরা হয়ে ওঠে না। এটি 'হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন (এইচএআই)' নামে পরিচিত। ঠিক কী কারণে ও কোন পর্যায়ে এই সংক্রমণ ঘটে তা ঠিকমতো ঠাহর করা কঠিন। তবে নিজেদের দায় এড়াতে কোনও হাসপাতালই এই সংক্রমণের বিষয়টি সাধারণত স্বীকার করে না। মাঝখান থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি বিষাদবানে ভেসে যায়। জলভরা চোখে প্রিয়জনের স্মৃতিই যখন আগামীদিনের পথ চলার একমাত্র রসদ হয়ে দাঁড়ায়। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন গোটা বিষয়টিকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

অদৃশ্য আততায়ী

ভরসার ঘরে নিঃশব্দ ঘাতক

ডাঃ জ্ঞান তিলক ভট্টাচার্য

এ সমস্যা আজকের নয়, বহুদিনের। চিকিৎসাকেন্দ্রে অসুস্থদের ক্ষতি করা সংক্রমণ সম্পর্কে সচেতনতা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ–পঞ্চম শতক থেকেই ছিল। চিকিৎসকরা লক্ষ করতেন যে কিছু রোগ চিকিৎসার স্থানগুলিতেই যেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তবে এর কারণ ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সে সময় এটিকে প্রায়ই 'খারাপ বাতাস' বা 'ঈশ্বরের অভিশাপ' বলে মনে করা হত। মধ্যযুগে যখন বড় বড় দাতব্য হাসপাতাল তৈরি হতে শুরু করল, তখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত ভিড় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগীদের মধ্যে রোগ ছড়ানোর জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পরে অধিকাংশ রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠত সংক্রমণ, প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নয়।

১৭২৭ সালে প্রকাশিত আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের একটি লেখার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। সেই লেখা জানাচ্ছে, কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা 'ভালো' হাসপাতাল ছিল। চিকিৎসার জন্য অনেকেই সেখানে যেতেন। তবে সুস্থ হয়ে খুব কম মানুষেরই সেখান থেকে বের হওয়ার সৌভাগ্য হত। অর্থাৎ, বেশিরভাগেরই আর বেঁচে ফেরা হয়ে উঠত না। সৌজন্যে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন (এইচএআই) বা হাসপাতাল অর্জিত সংক্রমণ। এটি বিগত শতাব্দী থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বড় চ্যালেঞ্জ। ছোট, বড় বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানই এতে প্রভাবিত।

হাসপাতাল থেকে যে যে সংক্রমণ ঘটে তার মধ্যে রয়েছে ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়াজনিত সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন প্রভৃতি। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, শুধুমাত্র আমেরিকাতেই হাসপাতালে অর্জিত সংক্রমণ ঘটে বছরে ১৭ লক্ষ মানুষের দেহে। আর তা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা বছরে ৯৯ হাজার। অর্থাৎ যে রোগ সারাতে হাসপাতালে যাওয়া, তা যদি সেরেও যায়, তার পরেও স্রেফ হাসপাতালে অর্জিত রোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার মতো উন্নত দেশে মারা যায় বছরে প্রায় এক লাখ মানুষ। শিল্পবিপ্লবের সময় ইংল্যান্ডে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ইতিহাসবিদদের একাংশের কথায়, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগী পরে অন্য রোগে মারা পড়তেন। হাসপাতালেই সেই রোগের সৃষ্টি হত। তার মানে এই সমস্যা বহুদিন ধরেই মানবজাতিকে ভুগিয়ে চলেছে।

কী কারণে এইচএআই ছড়ায়?

ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, প্রোটোজোয়ার মাধ্যমে এই সংক্রমণ ছড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে অস্ত্রোপচারের ধরন এবং সময়কাল, অপর্যাপ্ত হ্যান্ড হাইজিন, অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার, আক্রমণাত্মক পদ্ধতি, বিশ্বব্যাপী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ প্রোটোকলের সঙ্গে অসংগতি, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, বিছানা, জামাকাপড় থেকে এই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। হাঁচি, কাশি, এমনকি কথা বলার মাধ্যমেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে। সার্জিক্যাল সাইট সংক্রমণ, মূত্রনালির সংক্রমণ, নিউমোনিয়ার মতো নানা কারণে রোগী শেষপর্যন্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। ক্যাথেটার, ভেন্টিলেটার বা অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ জীবাণুমুক্তকরণ না হলে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বেশকিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীর গাফিলতি প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিবার রোগী দেখার আগে বা পরে হাত ধোয়ার মতো মৌলিক নিয়মগুলিতে সামান্য ঢিলেমি দিলেই সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ক্যানসার রোগী বা বয়স্ক মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনিতেই দুর্বল থাকে। সামান্য সংক্রমণও তাদের জন্য চরম বিপদ নিয়ে আসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ)-তে এই সংক্রমণের ঝুঁকি

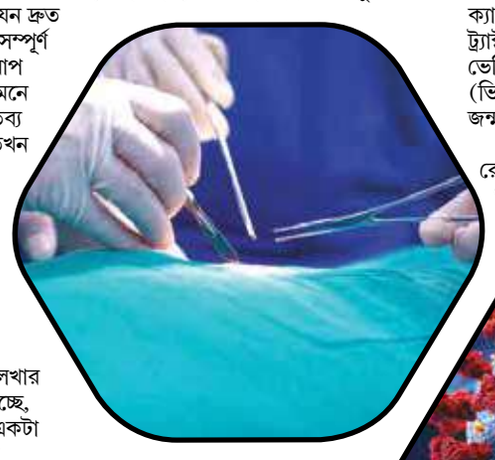

সবচেয়ে বেশি। ভেন্টিলেটার থেকে নিউমোনিয়া, ক্যাথেটার থেকে মূত্রনালির সংক্রমণ- এগুলোই জীবন কেড়ে নেওয়ার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি হিসেবে দেখা গিয়েছে রোগী হাসপাতালে ভর্তির দু'দিনের মধ্যে এই সংক্রমণ ঘটে বা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে এই সংক্রমণের কবলে পড়েন।

দক্ষিণ এশিয়ার ৭-১২ শতাংশ হাসপাতালে ভর্তি রোগী এইচএআইয়ে আক্রান্ত হয়। কিন্তু ভারতে এই ছবিটা আরও বেশি ভয়ংকর। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের দেশের হাসপাতালগুলিতে এই সংক্রমণের হার অনেক অনেক বেশি হতে পারে। অথচ দুঃখের বিষয় হল, আমাদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই সংক্রমণের কোনও তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে না। হাসপাতালগুলিকে রিপোর্ট দিতেও বাধ্য করা হয় না। এই ঢিলেঢালা মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলি তাদের গাফিলতি সহজেই আড়াল করে বলে অনেকের অভিযোগ রয়েছে।

এই সংক্রমণ কমাতে অনেকেই বহুদিন ধরে নানা চেষ্টা করেছেন। ভিয়েনার এক প্রসূতি হাসপাতালে কাজ করার সময় (১৮৪৭) ইগনাজ সেমেলউইস লক্ষ করেন দুটি প্রসূতি ওয়ার্ডের মধ্যে মৃত্যুর হারে ভয়াবহ পার্থক্য। তিনি দেখলেন যে চিকিৎসকরা ময়নাতদন্ত করার পরই হাত না ধুয়ে সরাসরি প্রসব করাতে যাচ্ছেন। তিনি কর্মীদের ক্লোরিনযুক্ত চুনের জল দিয়ে হাত ধোয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপরই মাতৃমৃত্যুর হার ১৮ শতাংশ থেকে তিন শতাংশে কমে যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-'৫৬) সময় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল সামরিক হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যবিধি মানা, বায়ু চলাচল এবং পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেন। লুই পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে জোসেফ লিস্টার কার্বলিক অ্যাসিড (ফেনল) ব্যবহার করে ক্ষত ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে শুরু করেন। গবেষণায় এইচএআই–এর পিছনে নানা কারণ উঠে এসেছে। অ্যান্টিবায়োটিকের অত্যধিক এবং ভুল ব্যবহারের ফলে জীবাণুগুলো বিবর্তিত হতে শুরু করে এবং 'সুপারবাগ' বা ওষুধ-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া জন্ম নেয়। মেথিসিলিন-রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস (এমআরএসএ)-এর মতো ব্যাকটিরিয়া হাসপাতালগুলিতে ব্যাপক আকার ধারণ করে। মূত্রনালির ক্যাথেটার, সেন্ট্রাল লাইন এবং ভেন্টিলেটারের মতো জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায়, যা একইসঙ্গে নতুন সংক্রমণের প্রবেশপথ তৈরি করে। এর ফলেই ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (সিএইউটিআই) বা ভেন্টিলেটার অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া (ভিএপি)-এর মতো নির্দিষ্ট এইচএআই-এর জন্ম হয়।

চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী ঠিকমতো রোগীর চিকিৎসা করেননি বলে হামেশাই অভিযোগ ওঠে। জনমানসে বিভ্রান্তির

সৃষ্টি হয়। কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। চিকিৎসকরা যে বিভাগেরই হোন না কেন চিকিৎসাশাস্ত্র বহির্ভূত কোনও সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন না। সাধারণ মানুষের কাছে যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয় সেটা হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ঠিক'। কিন্তু তাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অঘটন ঘটইে যায়। হাওয়াবাতাস চলাচল করে এমনভাবে হাসপাতালগুলিতে ব্যবস্থা রাখতে হবে। 'কায়াকল্প' প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা, হাসপাতালের বর্জ্য ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সতর্ক থাকলেই এই অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

(লেখক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক–মেডিসিন)

স্বজনহারার চোখে জল, হাসপাতালের তাতে কী!

গার্গী দত্ত গুপ্ত

সুজাতা ঘাটগে, ৪৬ বছর বয়সি, এক সন্তানের মা এবছর মে মাসের ১৩ তারিখে পুনের এক নামজাদা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন জরায়ুর টিউমার অপারেশনের জন্য। অপারেশন হয়, বায়োপসিতে নিশ্চিত করা হয় যে টিউমারটি নন-ক্যানসারাস। অথচ পরের দিন থেকে সুজাতার অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শ্রীলোভ ঘাটগে, সুজাতার স্বামী বেসরকারি ফার্মে ২৫ হাজার টাকা বেতনের চাকুরে, ধারদেনা করে হাসপাতালের সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বিল মেটান যাতে স্ত্রীর চিকিৎসায় কার্পণ্য না হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৬ জুন সুজাতা মারা যান। হাসপাতাল মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানায় সেপটিক শক থেকে মাল্টি অর্গান ফেলিওর।

কয়েক বছর সময় পিছিয়ে যাই। নাগাল্যান্ডের আড্রিয়ানা। ২০২০-তে জন্মের পরে তাকে নিওনেটাল আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। সেখানে নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিসের মতো একের পর এক মারাত্মক সংক্রমণে আক্রান্ত হতে থাকে শিশুটি। গ্লোবাল কর্টিকল অ্যাট্রফি নামে মস্তিষ্কের জটিল রোগে এখন সে শয্যাশায়ী। সুস্থ হওয়ার আশা ক্ষীণ। ৬৪ বছরের সদরুদ্দিন হাসিমালি জাভেরি, বাইপাস সার্জারির জন্য হায়দরাবাদের একটি প্রাইভেট কর্পোরেট হাসপাতালে ভর্তি হন। অপারেশনের পর একাধিক সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে সেপ্টিসিমিয়ায় মারা যান।

প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে ঘাতক হিসেবে বারবার রোগীর পরিজনরা আঙুল তুলেছেন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন (HAI)–এর দিকে। অথচ HAI নিয়ে জনমানসে সচেতনতা প্রায় শূন্য। রোগীর পরিজনরা প্রিয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করান সুস্থ করে তোলার আশায়। WHO-র (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) রিপোর্ট অনুযায়ী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর এই ধরনের সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত ক্যাথিটার থেকে মূত্রনালি ও কিডনির সংক্রমণ, রক্তের সংক্রমণ, ভেন্টিলেটার থেকে নিউমোনিয়া সংক্রমণ, তাছাড়া যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত না করা, রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

একথা সত্যি যে সব ক্ষেত্রে HAI এড়ানো সম্ভব নয়, বিশেষত উচ্চঝুঁকির রোগীদের ক্ষেত্রে- যেমন অত্যন্ত দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যানসার রোগী, প্রবীণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাধিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকলে, অথবা দীর্ঘ সময় ধরে ভেন্টিলেটার সাপোর্টে থাকা রোগীরা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলো- যেমন হাত ধোয়া, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যন্ত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা- এই ধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে, সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর তথ্য অনুযায়ী ৩.২% রোগী HAI-এ আক্রান্ত হন। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯টি হাসপাতালকে নিয়ে করা ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে সেখানে ৯.৯% রোগীর মধ্যে HAI পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপে ইউরোপীয় সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের তথ্য অনুযায়ী ৭.১% রোগী HAI-এ আক্রান্ত হন।

অন্যদিকে, আমাদের দেশের ছবিটা কী? ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ বেসিক অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড মেডিকেল রিসার্চ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ভারতের হাসপাতালগুলোতে HAI-র হার— ১১% থেকে ৮৩% পর্যন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই সংক্রমণের কোনও রেকর্ড সংরক্ষণ করে না এবং এমনকি হাসপাতালগুলিকে এ ধরনের সংক্রমণ রিপোর্ট করতেও বাধ্য করে না। এই ঢিলেঢালা মনোভাবের ফাঁক গলে হাসপাতালগুলি তাদের

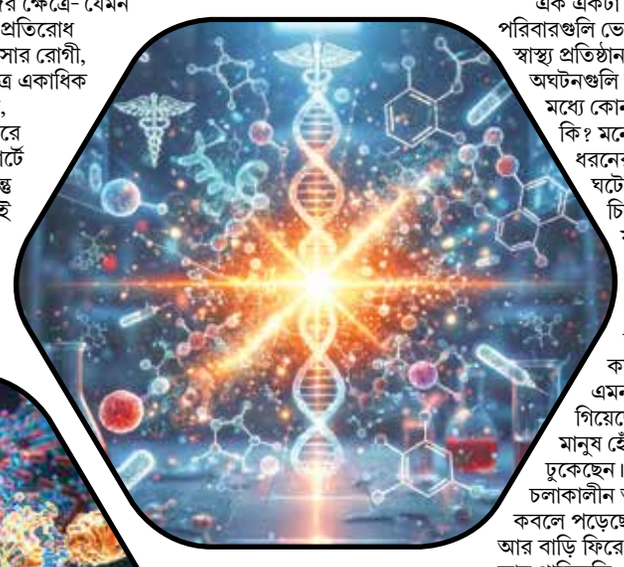

গাফিলতি সহজেই আড়াল করতে পারছে।

বেশির ভাগ ভারতীয় হাসপাতাল HAI সম্পর্কে রোগীর পরিবারের কাছে কোনও তথ্য দেয় না। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ত্রুটি হলে তার আর্থিক দায়ও তারা স্বীকার করে না। ভোপালের এইমস (AIIMS)-এর একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এ ধরনের সংক্রমণের কারণে আইসিইউতে থাকার সময়সীমা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ১৩.৮ দিন, যেখানে সংক্রমণ না হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে এই সময় ৮.২ দিন। বেসরকারি হাসপাতালে এই থাকার সময়কাল তো আরও বেশি। খরচও বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। তথ্য না থাকার কারণে রোগীর পরিজনদের পক্ষে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরাও এ বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। সব মিলিয়ে রোগীর পরিবার আর্থিক, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে হাল ছেড়ে এই ক্ষতিকে ভবিতব্য হিসেবে মেনে নেয়।

সদরুদ্দিন জাভেরির মৃত্যুর সময় তাঁর সন্তান আলিম জাভেরির বয়স ছিল ১০ বছর। উনিশ বছর ধরে তিনি লড়েছেন তাঁর পিতার মৃত্যুতে হাসপাতালের গাফিলতি প্রমাণ করতে। সম্প্রতি ন্যাশনাল কনজিউমার্স ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন বানজারা হিলসের কেয়ার হাসপাতালের গাফিলতির কারণে মৃত্যুর জন্য সদরুদ্দিন জাভেরির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে কর্পোরেট হাসপাতালগুলির মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এদেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একমাত্র কড়া প্রশাসনিক নজরদারি এবং হাসপাতালগুলিকে সঠিক তথ্য দিতে বাধ্য করা, এই দুটি পদক্ষেপ আশু নেওয়া না হলে এই মরণফাঁদ থেকে মানুষের মুক্তির রাস্তা নেই।

এক একটা অঘটন ঘটে যায়। পরিবারগুলি ভেসে যায়। কিন্তু যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির 'সুবাদে' এই অঘটনগুলি ঘটে যায় তাদের মধ্যে কোনও বিকার দেখা যায় কি? মনে হয় না! হলে এ ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর ঘটে চলত না। আসলে চিকিৎসা পরিষেবা যতদিন না 'ব্যবসা'–র তকমামুক্ত হবে ততদিন এমন ঘটনা ঘটে চলতেই থাকবে। করোনাকালে ভূরিভূরি এমন ধরনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কিছুটা অসুস্থ মানুষ হেঁটে হাসপাতালে ঢুকেছেন। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন আরেক সংক্রমণের কবলে পড়েছেন। সেই মানুষটির আর বাড়ি ফিরে আসা হয়নি। কার গাফিলতি? রোগী একবার হাসপাতালে ঢোকার পর তাঁর দায়িত্ব তো পুরোটাই কর্তৃপক্ষের। সেখানে খারাপ কিছু হয়ে গেলে 'আমাদের কীই বা করার ছিল' বলে দায় এড়ানো কথাবার্তা অত্যন্ত অসংবেদনশীল ও অপেশাদারি মনোভাব। মানুষ হাসপাতালকে 'মন্দির' বলে মনে করে। সেই মন্দিরের ওপর চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই 'মন্দির'ই দায় ঝেড়ে ফেললে মানুষ কোথায় যাবে! আসলে এই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যদি রোগীদের নিজেদের ঘরের লোক ধরে নিয়ে পরিষেবা দেওয়া শুরু করে তবে সমস্যা অনেকটাই মিটবে। এমনটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় সেজন্য সামান্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন তো এমন কিছু হাতিঘোড়া বিষয় নয়!

(লেখক সুভাষিণী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

মেয়েদের স্বনির্ভরকেন্দ্রে মদের ঠেকের অভিযোগ

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : একসময় স্থানীয় মহিলাদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিকনিকাটা তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্র। মেয়েদের হাতেকলমে তাঁত বুনন শিখিয়েছিল এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র। শুধু তাঁত নয়, পাশাপাশি আরও নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল এই কেন্দ্রে। এখন এই কেন্দ্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আবছা হয়ে যাওয়া রং, খসে যাওয়া প্লাস্টার, তালাবন্ধ গেট, ভাঙা দরজা, জানলা এবং চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনাই এখন কেন্দ্রটির পরিচয় বহন করছে।

ভাবনা চলছে

- সমাজে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল
- এখানে এলাকার মহিলাদের তাঁত সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত
- কেন্দ্রটি এখন নেশা করার আখড়ায় পরিণত হয়েছে
- দ্রুত ভবনটির সংস্কার করে তা অন্য কাজে ব্যবহারের ভাবনা চলছে

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ভবনটির দেখভাল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় জায়গাটি এখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ওই এলাকার বাসিন্দা ব্রজেন রায় বলেন, 'বাম আমলে সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল। এখানে মূলত তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।' তিনি বলেন, 'এখন রাতের বেলায় এখানে মাতালদের আসর বসে ভেতরে।'

ওই এলাকার অপর এক বাসিন্দা বলেন, 'সরকারের উচিত ভবনটি সংস্কার করে অন্য কাজে লাগানো। যদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাড়াও দেওয়া যায় তাহলে সরকারের আয়ের একটা দিক হবে।'

মাটিগাড়া-১-এর প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'বিষয়টা আমার নজরে রয়েছে, আসলে জমিটা পঞ্চায়েত সমিতির। আমরা এই বিষয়ে তাদের চিঠিও করেছি। বিডিও বিষয়টি জানেন। আশা রাখছি খুব তাড়াতাড়ি ভবনটির সংস্কার করে তা অন্য কাজে লাগাতে পারব।'

বন্ধ ডিয়ার পার্ক।। আদিনা ডিয়ার পার্কের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হতে চলেছে। তাই ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে এই পার্ক। জেলা বনাধিকারিকের তরফে ইতিমধ্যেই একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে পর্যটকরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন আদিনা ডিয়ার পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিৎ দাস। তথ্য : গৌতম দাস এবং ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

হোমিওপ্যাথি ইনস্টিটিউটে গবেষণা

অমিত রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বয়স মাত্র দু'বছর ছুঁইছুঁই। এরই মধ্যে একাধিক উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ করেছে শিলিগুড়ির আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। মাটিগাড়া ও নকশালবাড়ির দেড় হাজারেরও বেশি শিশুর ওপর কৃমি নিয়ে গবেষণা করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা। আবার শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কিডনিতে পাথর, হাই কোলেস্টেরলের মতো অসুখের প্রকোপ নিয়েও গবেষণা করেছেন তাঁরা।

তবে কেবল গবেষণা নয়, সেইসঙ্গে ছোট পাথুরামের এই হোমিওপ্যাথি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি তো বটেই, সেইসঙ্গে অসম, বিহার সহ অন্য রাজ্য থেকেও শিলিগুড়ি শহরতলির এই হোমিওপ্যাথি গবেষণাকেন্দ্রে রোগীরা চিকিৎসা করাতে আসছেন।

গত বছরের ৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এই হোমিওপ্যাথি গবেষণাকেন্দ্র পথ চলা শুরু করেছে। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া নয়, উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করাও এই গবেষণাকেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের সমস্ত তথ্য নিয়ে এলাকাভিত্তিক ডেটা ব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে। কোন এলাকায় কোন রোগের প্রকোপ বেশি, সেটা নথিভুক্ত করা হচ্ছে। তার ভিত্তিতেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ এবং গবেষণার কাজ চলছে। গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ রণজিৎ সোনি বলেন, 'এখানে প্রতিদিন গড়ে ২০০ রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। গত বছরে সবমিলিয়ে প্রায় ৫৬ হাজার রোগী চিকিৎসা করিয়েছেন। এবছরে নভেম্বর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা প্রায় ৩৭ হাজার ৫৭০ জন। এখান থেকে আমরা নতুন নতুন ওষুধের সফল প্রয়োগ করছি।'

কৃমি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চা বলয়ে শিশুদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপের কথা তুলে ধরেছেন এই কেন্দ্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। সেখানকার শিশুরা খালি পায়ে চা বাগানের নিকাশিনালা এবং আশপাশে খেলাধুলো করে। সেজন্য কৃমি সহজে তাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে। এখানকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, চা বলয়ে কৃমির সমস্যা বাড়ছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলে প্রচুর মানুষের কিডনিতে স্টোন, হাই কোলেস্টেরল, মধুমেহ সহ হৃদযন্ত্রের সমস্যা রয়েছে।

এই কেন্দ্রের চিকিৎসক বৈদূর্য ভট্টাচার্য বলেন, 'ভারতবর্ষে আমরাই প্রথম কৃমি নিয়ে গবেষণা করেছি। চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার বাচ্চাদের এই সমস্যা বেশি হচ্ছে। এর মূল কারণ, চা বাগানের যেসব এলাকার বড় নিকাশিনালা রয়েছে সেখানে বাচ্চারা খালি পায়ে জলকাদায় ঘোরাফেরা করে।'

এখানে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন শিবমন্দিরের বাসিন্দা বিলাস বর্মন। তিনি বলেন, '১০-১২ বছর ধরে হাঁপানির সমস্যায় ভুগছি। বহু চিকিৎসা করিয়েও লাভ না হওয়ায় তিন মাস আগে এখানে এসেছি। এখন কিছুটা সুস্থ রয়েছি। ওষুধপত্রও বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।' খড়িবাড়ির শেফালি বর্মন যেমন দীর্ঘদিন ধরে স্পন্ডিলোইসিসের সমস্যায় ভুগছিলেন। এখানে তিন মাস ধরে চিকিৎসা করিয়েছেন। বললেন, 'এখন আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো আছি।' গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রণজিৎ জানিয়েছেন, অনেক জায়গায় চিকিৎসা শিবির করেও রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

কাজ চলছে

- গত বছর ৭ জানুয়ারি এই হোমিওপ্যাথি গবেষণাকেন্দ্র পথ চলা শুরু করেছে
- চিকিৎসার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করাও উদ্দেশ্য
- চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের সমস্ত তথ্য নিয়ে এলাকাভিত্তিক ডেটা ব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে
- কোন এলাকায় কোন রোগের প্রকোপ বেশি, সেটা নথিভুক্ত করা হচ্ছে

বিতর্কে মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা স্কুল

যত কাণ্ড মিড-ডে মিলে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলে দুই শিক্ষকের হাতাহাতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই স্কুলকে ঘিরে বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জের (টিআইসি) উসকানিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ শিক্ষক সন্তোষকুমার ত্রিপাঠীর। তাঁর বক্তব্য, 'স্কুলের মিড-ডে মিলের সামগ্রী কেনায় অনিয়মের প্রতিবাদ করার পর থেকেই আমাকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে।' যদিও স্কুলের টিচার ইনচার্জ কল্যাণ দাস তাঁর অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। শুক্রবারের ঘটনা নিয়ে দুই শিক্ষককে আলোচনার জন্য ডাকা হলেও একজনও উপস্থিত ছিলেন না বলে টিআইসি জানিয়েছেন।

শুক্রবার বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলের কমনরুমে দুই শিক্ষক, সন্তোষকুমার ত্রিপাঠী ও সরিৎ মজুমদারের মধ্যে হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই হইচই শুরু হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ করেছে শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলও। শনিবার দুই শিক্ষকই স্কুলে এসেছিলেন। তাঁরা বার্ষিক পরীক্ষাও নিয়েছেন। তবে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। অভিযোগকারী শিক্ষক সন্তোষ বলেন, 'আমাদের স্কুলের মিড-ডে মিলের সমস্ত সামগ্রী বহুদিন ধরেই স্কুল সংলগ্ন একটি মুদি দোকান থেকে নেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে, বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ওই দোকান থেকে স্কুলের সামগ্রী আসছে। সেই দোকান আবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতার দোকান। কিছুদিন আগে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপর থেকেই আমি টিআইসির রোষের মুখে পড়েছি। সেই ক্ষোভ থেকেই টিআইসি সরিৎকে উসকে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েছেন।'

অন্যদিকে টিচার ইনচার্জ কল্যাণ দাবি করেছেন, 'মিড-ডে মিলের সামগ্রী কেনার ব্যাপারে আমার কোনও হাত নেই। তাছাড়া একজন শিক্ষকের ব্যাপারে আরেকজন শিক্ষকের কাছে কান ভাঙানোর মতো মানসিকতাও আমার নেই।' তাঁর বক্তব্য, 'সমস্যা মেটাতে এদিন দুই শিক্ষককে নিয়ে আলোচনায় বসব ভেবেছিলাম। দুজনকেই টিআইসি কক্ষে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা স্কুলে এলেও আমার ঘরে আসেননি।' সন্তোষ অবশ্য টিআইসির তরফে আলোচনায় বসা নিয়ে কোনও ডাক পাননি বলে দাবি করেছেন।

অন্যদিকে, এদিন স্কুলে গিয়েও অভিযুক্ত শিক্ষক সরিতের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। পরে তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দুই শিক্ষকের মারামারি নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা এদিন স্কুলে এসে টিআইসির সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলছেন, শিক্ষকরাই যদি এভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেন তাহলে স্কুল পড়ুয়াদের তাঁরা কী শিক্ষা দেবেন? এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেটা স্কুলকে নিশ্চিত করতে হবে, এই দাবি তোলেন তাঁরা।

কোথায় প্রশ্ন

স্কুলের মিড-ডে মিলের সমস্ত সামগ্রী সংলগ্ন একটি মুদি দোকান থেকে নেওয়া হয়

অভিযোগ, বাজারদর থেকে অনেক বেশি দামে ওই দোকান থেকে সামগ্রী আসছে

সেই দোকান আবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার দোকান

এই নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রোষের মুখে পড়েছেন, অভিযোগ নিগৃহীত শিক্ষকের

অন্যদিকে, দুই শিক্ষকের মারামারি নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও

হাতির কবলে টোটোচালক

নকশালবাড়ি, ২৯ নভেম্বর : নকশালবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা কিরেন করুয়া শনিবার বিশ্বাস পন্থ নামক এক টোটোচালকের টোটোয় চেপে নকশালবাড়ি বাজার থেকে বুড়াগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। রথখোলা পেরিয়ে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল লাগোয়া বুড়াগঞ্জের দ্বারাবোকাসে হাতির করিডর এলাকায় পৌঁছাতেই ওই টোটোর সামনে হঠাৎ একটা হাতি চলে আসে। হাতি দেখে চালক এবং যাত্রী টোটো ছেড়ে পালান। পালাতে গিয়ে কিরেন রাস্তার পাশের গর্তে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। আহত হন টোটোচালক বিশ্বাসও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া। কিরেনকে প্রথমে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। সুরজ আহত কিরেনের সঙ্গে মেডিকেল কলেজে যান। সুরজ বলেন, 'হাতির তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।' কিরেনকে চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে রেঞ্জ অফিসার আশ্বাস দেন।

মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে ঘুগনি মোড়ের একটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয়দের অভিযোগ, শনিবার সকালে পুজো দিতে এসে তাঁরা দেখেন, মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে থাকা পুজোর সামগ্রী চুরি করে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে চোপড়া থানার নির্ভয়চণ্ডী এলাকায় কালী, কৃষ্ণ ও শনি মন্দিরের দরজার তালা ভেঙে কে বা কারা বিগ্রহের গয়না খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ট্রেনে কাটা

বাগডোগরা, ২৯ নভেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ মাটিগাড়া উত্তরায়ণের সামনে ১৩২৪৫ ডাউন ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় সুজিত দে নামে ৬১ বছরের এক বৃদ্ধের। রেল পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

৫ দিন পর খুলছে সৈয়েদাবাদ বাগান

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ নভেম্বর : অবশেষে জটিলতা কাটল। পাঁচদিন বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে ফের খুলতে চলেছে সৈয়েদাবাদ চা বাগান। শনিবার সন্ধ্যায় তরাই ইন্ডিয়া প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) মাটিগাড়া অফিসে শ্রমিক ইউনিয়ন, বাগান কর্তৃপক্ষ এবং টিপার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানেই শ্রমিকদের দাবি মতো বড়দিনের আগে বকেয়া বর্ধিত বেতন এবং ঘর সংস্কারের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানায় বাগান কর্তৃপক্ষ। এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে রবিবার থেকেই কাজে যোগ দেওয়ার কথা জানান শ্রমিকরা।

ফের বাগান খোলায় খুশি বাগানের শ্রমিকরা। বাগানের স্থায়ী শ্রমিক মহম্মদ ইসমাইল বলেন, 'রবিবার থেকে আমরা সবাই কাজে যেতে পারব। শ্রমিকরা সকলেই খুশি। বাগান কর্তৃপক্ষ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।'

মনোরমা কেরকাট্টা নামে আর এক শ্রমিক বললেন, 'আমাদের সংসার কীভাবে চলবে, তানিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। ফের স্বাভাবিক হবে বাগান। এটা ভেবেই ভালো লাগছে।'

গত ২৪ নভেম্বর ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন সৈয়েদাবাদ চা বাগানের প্রায় ৭০০ শ্রমিক বকেয়া বর্ধিত বেতন এবং ঘর সংস্কারের টাকার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ওই দিন রাতেই বাগানে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছাড়ে কর্তৃপক্ষ। ফলত ২৫ তারিখ থেকে শনিবার পর্যন্ত পাঁচদিন বাগানে সবরকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। রুজিরোজগার হারিয়ে অনিশ্চয়তা নিয়ে দিন কাটাতে থাকেন শ্রমিকরা। এরইমধ্যে শনিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয় বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানের গ্রুপ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভিডি দুয়া, বাগান ম্যানেজার সব্যসাচী ঘোষ, টিপার সম্পাদক মলয় মিত্র, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাদল দাশগুপ্ত, দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম ঘোষ সহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে বৈঠকে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তৃণমূলের চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জানান, ভুল বোঝাবুঝি থেকেই বাগান বন্ধের সিদ্ধান্তে হেঁটেছিল বাগান কর্তৃপক্ষ। তাঁর কথায়, 'কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ঘরের টাকা এবং বর্ধিত বেতনের বকেয়া ২৫ ডিসেম্বরের আগে মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বস্ত করেছে।' বাগানের ম্যানেজার সব্যসাচী বলেন, 'রবিবার থেকে বাগানে কাজ শুরু হবে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

> রবিবার থেকে বাগানে কাজ শুরু হবে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।
>
> **সব্যসাচী ঘোষ** *ম্যানেজার সৈয়েদাবাদ চা বাগান*

ফ্যালো কড়ি, নাও জল

বিদ্যুতের অর্ধেক বিল দিয়ে 'জলপান' চামটা ফরেস্ট বস্তিতে

অমিত রায়

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : যে বাড়িতে গভীর নলকূপ আছে সেই বাড়ি থেকে পানীয় জল আনতে হয় সুকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা ফরেস্ট বস্তির অনেককেই। তবে ফ্রিতে এই জল মেলে না। এর জন্য বিদ্যুতের বিলের অর্ধেক টাকা গুনতে হয়। এ নিয়ে আক্ষেপ করছিলেন ওই গ্রামের গৌরী প্রধান। তিনি বলেন, 'বাড়িতে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ভীষণ সমস্যার মধ্যে আছি। প্রতিদিন মানুষের বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসি। যে বাড়ি থেকে জল আনি সেই বাড়ির ইলেক্ট্রিক বিলের অর্ধেক টাকা আমাকেই দিতে হয়।' গৌরীর আরও আক্ষেপ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আর পঞ্চায়েত সদস্যকে এই সমস্যার কথা জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

ওই এলাকায় যাঁদের একটু সামর্থ্য আছে তাঁরা বাড়িতে গভীর নলকূপ বসালেও বেশিরভাগ বাড়িতেই সেই ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রবল জলকষ্টের মধ্যে রয়েছেন ওই এলাকার মানুষ।

শুধু পানীয় জল নয়, শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া এই এলাকার বাসিন্দারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। প্রায় দুশোর উপরে বাড়ি রয়েছে ওই বস্তি এলাকায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এলাকার রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। রয়েছে পানীয় জলের কষ্ট। একইসঙ্গে পথবাতির সমস্যা। ওই রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন গ্রামবাসীরা। নানা জায়গায় রয়েছে খানাখন্দ। ফলে মাঝেমধ্যেই ঘটছে ছোটখাটো দুর্ঘটনা। একইসঙ্গে রয়েছে ধুলোবালির সমস্যাও। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। বর্ষাকালে কাদার জন্য মোটরবাইক, স্কুটি নিয়ে চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে। এলাকার বাসিন্দা সূর্যি মালপাকিয়ার অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। সৌরবাতির ব্যবস্থা না থাকায় রাতে অন্ধকারে পথ চলতে অসুবিধা হয়।' ফরেস্ট এলাকা হওয়ায় যখন-তখন বন্যজন্তুরা আনাগোনা করে ওই এলাকা দিয়ে। পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর এলাকা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়। ফলে প্রতিদিন প্রাণ হাতে নিয়ে পথ চলতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

সুকনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মঞ্জু ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের রিজার্ভার রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প চালু না হওয়ায় মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছেন না। একটি সোলার বাতির ব্যবস্থা আছে। আর রাস্তা খারাপের অবস্থা সম্পর্কে আমি নিজেই অবগত। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনও ফান্ড নেই। ফান্ড এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেব।'

অন্ধকারে ভয়

বনবস্তি হওয়ায় যখন-তখন বন্যপ্রাণীর আনাগোনা চলে ওই এলাকা দিয়ে

পথবাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর ওই এলাকা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যায়

প্রয়োজনে রাতবিরেতে ভয়ে ভয়ে পথ চলতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের

বেহাল পথ আর পানীয় জল নিয়েও দুর্ভোগ ভুগছেন বনবস্তির মানুষ

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়

নতুন ইনিংস

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী

ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।

ইমেল: ubs.weddings@gmail.com

সাকুল্যে ঘর একটি, গাছতলাতেই পড়াশোনা

আঁধার পাঠশালা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ নভেম্বর : ছাতিমতলায় পড়াশোনা করছে একদল কচিকাঁচা। ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক। আচমকা দেখলে মনে হতেই পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন! একটা সময় ছিল যখন ক্লাসঘর, পরিকাঠামোর অভাবে গাছের তলায়, মাটির ভাঙা ঘরে প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষাদান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু পাকা ঘর, স্মার্ট ক্লাসরুম বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের চেনা ছবি। এই আধুনিকতার যুগে প্রকৃতির মাঝে পঠনপাঠনের এমন চিত্র সুখকর হলেও বালুরঘাট শহরের কয়েক কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা মোটেই সুখকর নয়। এই বিদ্যালয়ে সাকুল্যে রয়েছে একটিমাত্র ঘর, স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসে গাছতলায় ক্লাস করাতে। আশপাশের আরও কয়েকটি স্কুলের অবস্থাও তথৈবচ হলেও ডাঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোহীনতার ছবি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দিকটিই তুলে ধরছে।

ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত ঘেঁষা ডাঙ্গি এলাকাটি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষই পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের ছেলেমেয়েদের পঠনপাঠনের জন্যই এই ডাঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে এই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো না থাকায় দিন-দিন পড়ুয়া কমছে। বাম আমলে শেষের দিকে এই বিদ্যালয়ের একমাত্র ঘরটি তৈরি হয়েছিল। ওই ঘরটিকে ক্লাসরুম বলার চেয়ে গোডাউন বলাই ভালো। ওই একটি ঘরের মধ্যেই মিড-ডে মিলের চাল-ডালের বস্তা, সবজি বাজার, অফিস, প্রধান শিক্ষকের বসবার জায়গা। পড়ুয়াদের বসার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। যে কারণে পড়ুয়াদের একরকম পায়রার খোপের মতো করে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ বছর সংস্কারের অভাবে ওই ঘরের ছাদ দিয়েও বর্ষায় জল চুইয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে বাইরে ছাতিম গাছের তলায় পঠনপাঠন চালানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। বিদ্যালয়ে মোট চারজন শিক্ষক। একসময় পঞ্চাশেরও বেশি পড়ুয়া ছিল। সেই সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে ৩০-এর কাছে নেমে এসেছে। ঘর সংস্কার ও নতুন ভবনের দাবিতে প্রশাসনের দরজায় জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক উৎপল বসাক। তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীর জন্য ওই একটাই ঘর। ওই একই ঘরের ভেতরে মিড-ডে মিলের রান্না, খাবারের ব্যবস্থা, সেখানেই ক্লাস, সেখানেই অফিস। যার ফলে বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা ক্লাস নেন খোলা আকাশের নীচে, গাছতলায়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'সমগ্র শিক্ষা মিশনের কোনও টাকা জেলায় আসে না। যার ফলে দৈনন্দিন খরচ চালানো সমস্যা হয়ে উঠেছে।'

ক্লাসরুম বেহাল। মাঠেই চলছে লেখাপড়া। -সংবাদচিত্র

ডিভাইডার ভাঙা, ফাঁক দিয়ে ঝুঁকির পারাপার

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : তিনবাত্তি এলাকায় শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার সড়কের ওপর ভাঙা ডিভাইডারের ফাঁক দিয়ে চলছে রাস্তা পারাপার। বিপজ্জনক এই অভ্যাসের ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সড়কের মাঝখানে থাকা ডিভাইডার বেশকিছু জায়গায় ভাঙাচোরা। সেই ভাঙা জায়গার সুযোগই নিচ্ছেন পথচারীরা।

সেই ব্যস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে সবসময় বাস, ট্রাক, ছোট-বড় মালবাহী গাড়ি, বাইক সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দ্রুতগতিতে চলাচল করে। নির্দিষ্ট জায়গার বদলে এভাবে ডিভাইডারের ভাঙা অংশ দিয়ে রাস্তা পার করার ফলে সময় হয়তো খানিক বাঁচে, কিন্তু যে কোনও সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হতে পারে। তিনবাত্তি মোড়ের তিস্তা প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে নৌকাঘাট মোড়ের আগ পর্যন্ত রাস্তার ডিভাইডারের বেশ কয়েক জায়গা দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপারের এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। বয়স্ক মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, মহিলা থেকে বাচ্চারাও ওই ভাঙা ডিভাইডারের ফাঁক দিয়েই রাস্তা পার হচ্ছেন।

ওই এলাকার বাসিন্দা জয় দাস বলেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরে রাস্তার বেশ কিছু জায়গায় ডিভাইডার ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। সেজন্য এই প্রবণতা বাড়ছে। এগুলি খুব দ্রুত ঠিক করা উচিত। না হলে প্রাণহানির মতো ঘটনাও কোনওদিন ঘটে যাবে।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা তো প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'ডিভাইডারগুলো কেন এখনও মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হল না? প্রতিদিন কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। প্রশাসনের উদাসীনতায় যে কোনওদিন দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।'

এই বিষয়ে কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ওই এলাকাটি ৩২ নম্বর এবং ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

বন্ধ বাগানে চা গাছে কোপ

চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : চন্দন চা বাগানের ১ নম্বর ডিভিশনের কিছু চা গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। শ্রমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত ওই বাগানে অচলাবস্থা চলছে। শুক্রবার রাতে কে বা কারা রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি বড় চা গাছ কেটে ফেলেছে। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

খেলনা গাড়ি নিয়ে বেজায় ব্যস্ত।। কোচবিহার বাঁধ সংলগ্ন তোর্সা নদীর পাড়ে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ভর্তির 'চাপ', কার্যত স্বীকার সৈকতের

সন্দীপ-কাঁটা থেকেও মুক্ত নন চেয়ারম্যান

অনসূয়া চৌধুরী ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ছাত্র ভর্তির জন্য যে 'চাপ' দিতেন তা কার্যত ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান তথা সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়। শনিবার পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে শিক্ষকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সৈকতকে বলতে শোনা যায়, 'অভিভাবকদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমাকেও শিক্ষকদের কাছে ছাত্রী ভর্তির জন্য 'জ্বালাতন' করতে হয়।'

এর আগে প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও স্কুল কমিশনে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ছাত্র ভর্তির জন্য তাঁকে সৈকত চাপ দিয়েছিলেন। তিনি না মানায় তাঁকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ উঠেছিল সৈকতের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়। যদিও সে সময় অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন সৈকত। চাপ দেওয়ার বিষয়টি নেহাত তাঁকে অপদস্ত করার জন্য বলা হচ্ছে বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন শিক্ষকদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে নিজেই সেকথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে সৈকতের পাশাপাশি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতোও আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন সন্দীপ। আর এতেই সন্দীপ ও সৈকতের বিরোধ যে এখনও অব্যাহত রয়েছে তা আরও একবার প্রমাণ হল। যদিও বিবাদের বিষয়টি দুজনেই এদিন এড়িয়ে গিয়েছেন।

অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য

যা নিয়ে চর্চা

- প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও স্কুল কমিশনে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ছাত্র ভর্তির জন্য তাঁকে সৈকত চাপ দিয়েছিলেন
- তিনি না মানায় তাঁকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ উঠেছিল
- যদিও সে সময় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সৈকত
- কিন্তু এদিন নিজেই সেকথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন

চাপের অভিযোগ প্রসঙ্গে সৈকতের সাফাই, 'ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে কারণে আমি তাদের ভর্তির জন্য শিক্ষিকাদের জ্বালাতন করতাম।' সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসকে কান ধরে ওঠবস করানোর ভাইরাল ভিডিওর ঘটনায় নাম জড়িয়েছে সৈকতের। যা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর জলঘোলা হওয়ার পাশাপাশি মামলা গড়িয়েছে হাইকোর্টে। ঘটনাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকলেও আদালত পুরো বিষয়টি নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে (মাধ্যমিক) একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। জানুয়ারি মাসে কান ধরে ওঠবসের ঘটনা ঘটার পরেই তৎকালীন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলেকে লেখা একটি চিঠিতে প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস উল্লেখ করেছিলেন, সৈকত চট্টোপাধ্যায় স্কুলে অতিরিক্ত ছাত্রী ভর্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন। যেটা কান ধরে ওঠবসের ঘটনার নেপথ্যে একটি কারণ বলে সুতপা দাবি করেছিলেন। সুতপার সেই অভিযোগ এদিন কার্যত নিজের মুখে স্বীকার করে নেন সৈকত।

এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। প্রাইমারি বিদ্যালয় বর্ধিত, কারণ প্রায় ১২০০ ছাত্রী রয়েছে। বহু ছাত্রী আমার হাত ধরে ভর্তি হয়েছে। আমি শিক্ষিকাদের জ্বালাতন করি। তা আমি নিজেও জানি। কারণ এত ছাত্রী ভর্তি হয়। কিন্তু আমি মনে করি রাইট টু এডুকেশন দরকার। সুনীতিবালার মতো ভালো কে পড়াবে, তাই তার কাছে পাঠাতে বাধ্য হই।'

কয়েকদিন ধরে শহরে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সৈকত ও সন্দীপের বিবাদ। এদিনও সন্দীপ পুরসভামুখী হননি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও আসেননি। যদিও সন্দীপের দাবি, 'আমন্ত্রণ পেয়েছি। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে শহরের বাইরে রয়েছি।'

বিজেপির বৈঠক শেষে উত্তেজনা

চোপড়া, ২৯ নভেম্বর : শনিবার চোপড়ার কালাগছে বিজেপির বৈঠক শেষে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মনকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। ঝামেলার সময় জেলা নেতৃত্বের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই এনিয়ে জোর তর্জা শুরু হয়েছে। অনেকেই এই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলকে দায়ী করতে চাইছেন। চোপড়াকে দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় অন্তর্ভুক্তির পর থেকে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল সামনে আসতে শুরু করেছে বলে তাঁদের দাবি। যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। তাদের মতে, ব্যক্তিগত কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে অসীমকে ঘিরে আক্রোশ থাকতে পারে। তবে এখানে দলীয় কোন্দলের কোনও প্রসঙ্গ নেই।

এদিন কালাগছে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সাংগঠনিক আলোচনা হয়। স্থানীয় নেতৃত্বের প্রায় প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এনিয়ে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দাবি, এদিন বৈঠকে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে বৈঠক শেষ হয়েছে। পরে কোনওরকম গণ্ডগোলের কথা তিনি শোনেননি।

এবিষয়ে প্রাক্তন জেলা সম্পাদক ভবেশ কর বলেন, 'ঝামেলার সময় সহ সভাপতি সামনে ছিলেন না। বৈঠকের পরে তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তেমন কোনও বড় ব্যাপার নয়। সম্পূর্ণভাবে দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

অসীম বলেন, 'বৈঠক শেষ করে বেরিয়ে সদ্য গাড়িতে উঠেছিলাম। এমন সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই দলীয় এক কর্মী ও অপরিচিত একজন গাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করে। তারাই আমাকে গাড়ি থেকে টানাহ্যাঁচড়া করে বের করার চেষ্টা করে। কয়েকজন ধস্তাধস্তিও শুরু করে। পাশে থাকা অন্য কর্মীরা তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ওদের সরিয়ে দেয়।' ধাক্কা দেওয়া ও হেনস্তার বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলার দলীয় স্তরে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি। অপরিচিত ওই ব্যক্তির ব্যাপারে খোঁজ করা হচ্ছে।

যদিও এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনওরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই এলাকায় খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

চোরাই সামগ্রী উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ভক্তিনগর থানা এলাকায় কেটারিং সংস্থার গোডাউন থেকে বাসনপত্র চুরির অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে সেই বাসনপত্র উদ্ধার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ১৯ নভেম্বর ভক্তিনগর থানায় গোডাউন থেকে কেটারিংয়ের বাসনপত্র চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই এলাকারই বাসিন্দা রাজীব সরকার সহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরবর্তীতে ওই তিনজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। রাজীবকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রাজীবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বাড়ি থেকেই বাসনপত্র উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে এদিন ফের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বইমেলা

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শনিবার থেকে শুরু হল কালিম্পং জেলা বইমেলা। ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিম্পংয়ের রামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে এই মেলা চলবে। সপ্তম বর্ষের এই মেলায় নেপালি, ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি ও বাংলা বইও রয়েছে বলে জেলা গ্রন্থাগার বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে।

শিক্ষকদের শত চেষ্টাতেও হাল ফেরেনি

পড়ুয়া কমছে ফাঁপড়ির স্কুলে

আঁধারে পাঠশালা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাইরে থেকে দেখলে এই সাজানো গোছানো সরকারি স্কুলটাকে ইংরেজিমাধ্যমের বেসরকারি স্কুল বলে ভুল হয়। ২০১২ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার, ২০১৩ সালে শিশুমিত্র পুরস্কার সহ নানা পুরস্কার রয়েছে স্কুলের ঝুলিতে। ২০১৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলও স্কুলটি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাতে আর লাভ হল কই। ২০০৬ সালেও যে স্কুলে প্রায় ১৫০ পড়ুয়া ছিল, সেই সংখ্যা ২০২৫ সালে ৩৬-এ ঠেকেছে। সরকারি স্কুল নয়, অভিভাবকদের পছন্দ ঝাঁ চকচকে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। স্মার্ট ক্লাসরুম, উন্নতমানের চেয়ার-টেবিল, সাজানো গোছানো মাঠ, ডাইনিং শেডও পড়ুয়াদের এই স্কুলমুখী করতে পারছে না।

বর্তমানে এই স্কুলের মোট শিক্ষক সংখ্যা ৪। পড়ুয়াদের ধরে রাখতে শিক্ষকরা এক অসম লড়াই লড়ছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৈলাস সুব্বা বলেন, '২০১৬ সালে স্কুলে ইংরেজিমাধ্যম চালু করানোর জন্য আমি আবেদন করেছিলাম। তবে কিছু মানদণ্ড না মেলায় সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। স্কুলে পড়ুয়া ধরে রাখার জন্য দু'বছর আগে গ্রামবাসীদের নিয়ে আমি আলোচনায় বসি। প্রস্তাব রাখি, সামান্য কিছু খরচের বিনিময়ে আমরা একজন শিক্ষক রেখে পড়ুয়াদের মাঝেমধ্যেই ইংরেজিমাধ্যমে কিছু ক্লাস নেব। এতে পড়ুয়াদের ইংরেজি শেখাটাও হবে, কিছু নতুন ইংরেজি বইও পড়ুয়াদের দেওয়া হবে। ওঁরা রাজি হননি।' তিনি যোগ করেন, 'এরপর আমরা শিক্ষকরা নিজেরাই মাঝেমধ্যে কিছু ক্লাস ইংরেজিমাধ্যমে নিতে শুরু করি যাতে অভিভাবকরা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু এত চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছি না।'

কিন্তু শিক্ষকরা এত চেষ্টা করার পরও কেন অভিভাবকরা এই স্কুলে নিজের সন্তানকে ভর্তি করতে চাইছেন না। উত্তর পাওয়া গেল স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় রাইয়ের কথায়। তাঁর ছেলে পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়ে। তিনি বলেন, 'হাতি ৪ বার এই স্কুলের দেওয়াল ভেঙেছে, সেই ভয় তো আছেই। পাশাপাশি বাংলামাধ্যমের সঙ্গে ইংরেজিমাধ্যমের তফাত পাঠ্যবইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সরকারি স্কুলের বইতে ছবি চিনিয়ে ফলের নাম যদি লেখা থাকে সেই ফলটা আমাদের নিজেদেরই চিনতে অসুবিধা হয় অথচ বেসরকারি স্কুলের পাঠ্যবই ঝকঝকে। আমাদের সময় এত সুযোগ ছিল না। কিন্তু এখন যখন সুযোগসুবিধা আছে তখন সন্তানকে কেন সেই সুযোগ দেব না?'

বর্তমানে যখন স্কুল শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেওয়া খবরের শিরোনাম হয়, তখন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লড়াইকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। কিন্তু তাঁদের এত চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে, সেটাও বেদনাদায়ক। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'ওঁরা যদি আবার নতুন করে ইংরেজিমাধ্যমের জন্য আবেদন জানান তাহলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি প্রাথমিক স্কুল।

ছবিটা যেমন

- ২০০৬ সালেও স্কুলে প্রায় ১৫০ পড়ুয়া ছিল
- সেই সংখ্যা ২০২৫ সালে ৩৬-এ ঠেকেছে
- সরকারি স্কুল নয়, অভিভাবকদের পছন্দ ঝাঁ চকচকে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল
- স্মার্ট ক্লাসরুম, উন্নতমানের চেয়ার-টেবিল, সাজানো গোছানো মাঠ, ডাইনিং শেডও পড়ুয়াদের এই স্কুলমুখী করতে পারছে না

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পাহাড়ি বিকেলে।। দার্জিলিংয়ের বাতাসিয়া লুপে ছবিটি তুলেছেন মহাদেব ঘোষ।

অনিশ্চিত 'সবুজের হাতছানি'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে 'সবুজের হাতছানি' শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। অক্টোবর মাসের ঘোষণা মোতাবেক 'সবুজের হাতছানি' শুরু করার পরিকল্পনা হলেও, পুরো পরিকল্পনাই এখন বিশবাঁও জলে। জানা গিয়েছে, এই প্যাকেজের জন্য এখনও কোনও রুটই ঠিক করে উঠতে পারেননি নিগমের কর্তারা। নিগম সূত্রে দাবি, এই পরিস্থিতির জন্য দায়িত্বে থাকা, নিগমের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী দায়ী।

সম্প্রতি ওই অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মেয়ের বিয়ে ছিল। মেয়ের বিয়েতে ব্যস্ত থাকার কারণে সময়মতো কোনওকিছু প্রস্তুত করা যায়নি বলে জানা গিয়েছে। যদিও স্বাভাবিকভাবেই এখন নিগমের কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন, পর্যাপ্ত কর্মী থাকলে কি আদৌ এই সমস্যা তৈরি হত? তবে নিগম কর্তাদের দাবি, 'এসআইআর'-এর কারণে

এনবিএসটিসি

এই প্যাকেজ সময়মতো শুরু করা যাচ্ছে না। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, 'এসআইআর চলার কারণে এখন সেরকম পর্যটক হবে না। তাই আমরা এই বিশেষ পরিষেবা কিছুদিন পর শুরু করব।' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বিশেষ পরিষেবাগুলোর মধ্যে 'সবুজের হাতছানি' অন্যতম আকর্ষণীয়। এই প্যাকেজে পর্যটকদের মূলত স্বল্পদিনের মধ্যে পাহাড়-ডুয়ার্সের একাধিক রুটে ঘোরার সুযোগ করে দেয় নিগম। বিশেষ করে সব ট্যুরিস্ট স্পটকেই রুটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অক্টোবরের শেষে এই পরিষেবা পুনরায় শুরু করার বিষয়েই, নিগমের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

তবে এখন এই প্রশ্নও উঠছে যে, তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা যখন জানাই ছিল, তখন তাঁকেই কেন এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল? শুধু তাই নয়, তখনই নিগমের চেয়ারম্যান নভেম্বর মাসেই তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে ক্যাফেটেরিয়া ও ডর্মিটরি চালু করার কথাও ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই কাজেরও কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। তাই এখন প্রশ্ন উঠছে, ঘোষণার আগে কি তবে যথাযথ পরিকল্পনা ছিল না?

এনিয়ে নিগমের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকারের বক্তব্য, 'আসলে এসআইআর-এর কারণে পরিকাঠামো সংক্রান্ত কাজগুলো শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকের অভাব দেখা দিয়েছে। তাই সবটা বাস্তবায়িত করতে খানিক বেশি সময় লাগছে।' নিগমের বাম প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্য বলেন, 'সবুজের হাতছানি শুরুর ব্যাপারে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রশাসনিক স্তর থেকে আমার কাছে কোনওরকম খবর আসেনি।'

বাঁশ পুঁতে ফের জমি দখল

ডিআই ফান্ডের জমিতে দখলদারি। নকশালবাড়িতে।

নকশালবাড়ি, ২৯ নভেম্বর : বাঁশ পুঁতে ফের ডিআই ফান্ড (ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড)-এর জমি দখলের অভিযোগ উঠল। নকশালবাড়ির ভৈষাহাটি এলাকার ঘটনা। ভৈষাহাটিতে কর্মতীর্থ ভবনের সামনে ডিআই ফান্ডের জমি দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে আছে। গত রবিবার রাতে সাফাইকর্মীদের আবাসনের পাশে ফান্ডের জমিতে চলছিল নির্মাণ। পরে সহকারী তহশিলদার নোটিশ জারি করে সেই নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দেন। তার রেশ কাটতে না কাটতে শুক্রবার ফের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে এলাকায়। সেটাও আবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বাড়ির কাছেই। সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে ডিআই ফান্ডের জমিতে কোনও অবৈধ নির্মাণ, দখল হলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কর্মতীর্থ ভবনের সামনে প্রতি শনিবার হাট বসে। কৃষকরা ধান থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু হাটে বিক্রি করতে আসেন। কৃষকরা যাতে ফসল রোদ-বৃষ্টির থেকে রক্ষা করতে পারেন সেজন্য মহকুমা পরিষদ থেকে ২০০৮ সালে একটি হাটশেড তৈরি করে দেওয়া হয়। সেটিও দখলের পথে। শুক্রবার স্থানীয়দের একাংশ বাঁশ পুঁতে ফান্ডের জমি দখল করেন বলে অভিযোগ। শনিবার সেখানে গিয়ে দখলের ছবি চোখে পড়েছে। পাশেই বাড়ি উত্তর বাজারপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য সিপিএমের কঙ্কিলা রায়ের। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছু জানেন না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'ভৈষাহাটিতে যে জায়গা দখলের অভিযোগ উঠেছে তা নিয়ে আমরা সহকারী তহশিলদারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।' অন্যদিকে, সহকারী তহশিলদার মনোজ রায়ের বক্তব্য, 'যাঁরা জমি দখল করেছেন, তাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সমস্ত নথি অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে। অসংগতি পেলেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেহ টেনে নিয়ে গেল লরি

ধূপগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : গভীর রাতে বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণের। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোনাখালি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দেব কুমার (২৭)। মৃতের বাড়ি জয়গাঁয়। ধাক্কা মারার পর লরিটি সেই তরুণের দেহ প্রায় ৩০০ মিটার ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতদেহ রাতেই পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। লরি ও সেটির চালক পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

দেবের সঙ্গে সেই স্কুটারে থাকা আরেকজন তরুণ গুরুতর জখম হয়েছেন। জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুটি স্কুটারে চারজন বন্ধু গয়েরকাটার দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সোনাখালি এলাকায় একটি স্কুটারের পেছনে লরি ধাক্কা মারে। তখনই এক তরুণ ছিটকে পড়েন এবং আহত হন। অপর তরুণ, দেবের দেহ লরিতে আটকে যায়।

দেহ উদ্ধার

চালসা, ২৯ নভেম্বর : এক মহিলা চা শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার শোয়ার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ত্রিগান তেলিতামারিয়া (৪৭)। ঘটনাটি মাটিয়ালি ব্লকের টিলাবাড়ি ডিভিশন ওজন লাইন এলাকার।

এদিন সকালে বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে মহিলা গলায় ফাঁস দেন। পরিবারের লোকেরা ফিরে এসে মেটেলি থানায় খবর দেন।

অভিভাবক থাকলেও 'অনাথ' বক্সা দুর্গ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ নভেম্বর : 'এটা কেউ পরিষ্কার করে না নাকি! এত ঝোপঝাড়!' বক্সা দুর্গে ঢোকার মুখেই এমন কথা কানে আসছিল। দুর্গের ভিতরে তখন ৪-৬ জন পর্যটক ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁরাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন এইসব নিয়ে। আর বলবেন না-ই বা কেন? ভেতরে-বাইরে ঝোপজঙ্গল, সৌন্দর্যায়নের একাধিক উপকরণ ভাঙাচোরা, দেখলে কে বলবে মাত্র বছর দেড়েক আগেই সংস্কার হয়েছে দুর্গের!

সেই পর্যটকদের বাড়ি মালবাজার। এদিন ঘুরতে এসে বক্সা দুর্গের ওই অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছেন তাঁরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন, বিরাজ সান্যাল বলছিলেন, 'এই ফোর্ট মনে হয় কেউ দেখভাল করেই না। এত ঝোপঝাড় হল কীভাবে! এইরকম ঐতিহাসিক জায়গার এইরকম অবস্থা হতাশাজনক।'

শুধু বিরাজই নয়। দুর্গ দেখতে আসা বেশ কয়েকজন পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলে একইরকম প্রতিক্রিয়াই মিলল। বক্সা ফোর্টের ইতিহাস কমবেশি অনেকেরই জানা। ভারত-ভুটান যুদ্ধ থেকে শুরু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতি মিলিয়ে কয়েকশো বছরের ইতিহাসজড়িত এই দুর্গ বহু বছর বেহাল অবস্থাতেই পড়ে ছিল। ভগ্নপ্রায় দশায় ছিল। তারপর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়ার পর পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়। সেই কাজ চলে প্রায় তিন বছর। দুর্গের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করে বছর দেড়েক আগে তা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে। এখন দুর্গ রয়েছে বন দপ্তরের হাতেই। তারপরেও অভিযোগ উঠছে, দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এমনকি নিয়মিত সাফাইও করা হয় না। ঐতিহাসিক দিক থেকে এবং পর্যটনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওই দুর্গ বেহাল হওয়ায় অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ জমেছে। এই নিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা অবশ্য দাবি করেছেন, 'দুর্গের জঙ্গল মাঝেমধ্যেই সাফ করা হয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের অভিযোগ এবং ক্ষোভের কারণ এদিন দুর্গ ঘুরে স্পষ্ট বোঝা গেল। সামনের মাঠ থেকেই দেখা গেল চারিদিকে ঝোপঝাড়। ভিতরের ছবিটাও একই। ঘরগুলোর সামনে এবং দুর্গের ভিতরের অংশেও বিভিন্ন জায়গায় ঝোপ ও জঙ্গল। এক সময় সৌন্দর্যায়নের জন্য রাস্তার দু'দিকে আলোকস্তম্ভ লাগানো হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটা গোটা রয়েছে। অধিকাংশ ভাঙা। কয়েকটির লাইট আবার চুরিও হয়ে গিয়েছে। ভিতরে যে দোলনা ও বসার জায়গা বানানো হয়েছিল, সেগুলোও ভেঙে গিয়েছে। বক্সা দুর্গের এই অবস্থা নিয়ে কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা ফুবা ডুকপার সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'এত টাকা খরচ করে সংস্কার করে তো কোনও লাভই হল না। সেই আবার সবকিছু বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।' পর্যটকদের এই ঝোপঝাড়ে ঢাকা দুর্গই ঘুরিয়ে দেখান জেমস ভুটিয়ার মতো গাইডরা। দুর্গের এই দশা দেখে তাঁরা হতাশ তো বটেই, পর্যটকদের এমন দুর্গ ঘুরিয়ে দেখাতে লজ্জাও পান। জানালেন, তাঁরা নিজেরাই মাঝেমধ্যে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেন। তবে তা তো কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) বলেন, 'টিকিট কাউন্টার চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা আর এখন করা হচ্ছে না।'

সংস্কারের পর রক্ষণাবেক্ষণ নেই। আগাছায় ছেয়েছে বক্সা দুর্গ। শনিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পদে থেকেই বিয়ে অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রীর

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের বান্ধবী জোডি হেডন (৪৬)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ (৬২)। গত ১২৪ বছরের ইতিহাসে আলবানিজই প্রথম ক্ষমতাসীন অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি পদে থাকা অবস্থায় বিবাহ করলেন! সারা বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিয়ে করার প্রথম নজির অবশ্য ব্রিটেনের বরিস জনসনের।

পাঁচ বছর আগে মেলবোর্নে এক নৈশভোজে যুগলের আলাপ। গত বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বাগদান সারেন তাঁরা। শনিবার রাজধানী ক্যানবেরায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'দ্য লজ'-এর বাগানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন শুধু পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। প্রথা অনুযায়ী নিজেদের হাতে লেখা শপথবাক্য বিনিময় করে যৌথ জীবনে প্রবেশ করেন হেডন ও আলবানিজ।

বিয়ের পর অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী এক্সে শুধু একটি শব্দ লেখেন, 'বিবাহিত', সঙ্গে একটি ছোট্ট ভিডিও। ভিডিওতে দেখা যায়, আলবানিজ হাসিমুখে তাঁর নববধূ হেডনকে নিয়ে হেঁটে আসছেন, আর চারদিকে পুষ্পবৃষ্টি (আসলে কনফেটি বা রঙিন কাগজের টুকরো) করছেন অতিথি-অভ্যাগতরা।

নতুন ইনিংস... চার হাত এক হওয়ার পর অ্যান্থনি আলবানিজ ও তাঁর স্ত্রী জোডি হেডন। শনিবার ক্যানবেরায়।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থায় উদ্বেগে বিএনপি

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে 'সংকটজনক হলেও স্থিতিশীল' রয়েছে। মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার নতুন করে অবনতি ঘটেনি। তবে তিনি এখনও সংকটমুক্ত নন। ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের সংক্রমণ গুরুতর হওয়ায় ৮১ বছর বয়সি নেত্রীকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।

শনিবার সকালে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একাধিক নেতা ও অন্তর্বর্তী সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল হাসপাতালে খালেদাকে দেখতে যান। তারপর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। মেডিকেল বোর্ড উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত বিদেশে স্থানান্তরের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন। এবার খালেদা জিয়াও দেশের বাইরে চলে গেলে বাংলাদেশে দলকে কে নেতৃত্ব দেবেন বিএনপির অন্দরে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাইকচালকের অ্যাকাউন্টে ৩৩১ কোটি

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : বেআইনি অনলাইন বেটিং ও মানি লন্ডারিং তদন্তে চমকে দেওয়া তথ্য পেয়েছে ইডি। দিল্লির এক বাইক-ট্যাক্সি চালকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আট মাসে জমা পড়েছে ৩৩১.৩৬ কোটি টাকা। তদন্তকারীরা জানান, 'ওয়ানএক্সবেট' নামের একটি বেটিং চক্রের লেনদেন খতিয়ে দেখতে গিয়েই সামনে আসে এই সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট।

অগাস্ট ২০২৪ থেকে এপ্রিল ২০২৫—এই সময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা জমা পড়লেও ওই র‍্যাপিডো চালক থাকেন দু'কামরার একটি কুঁড়েঘরে। দিনভর পরিশ্রম করে সামান্য রোজগারে সংসার চলে তাঁর। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, এসব লেনদেন সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা নেই। ইডি'র সন্দেহ, অ্যাকাউন্টটি 'মিউল' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে উদয়পুরের এক বিলাসবহুল বিবাহে, যার সঙ্গে যুক্ত গুজরাটের এক তরুণ রাজনীতিক।

সৌর বিকিরণে ভারতে ৩৫০ উড়ানে প্রভাব

৬৫০০ বিমানের ত্রুটি সংশোধনে এয়ারবাস

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : এয়ারবাস এ-৩২০ মডেলের বিমানে গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটির কারণে ভারতে ৩৫০টিরও বেশি বিমানকে বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষা ও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে অসামরিক বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। এই ত্রুটির ফলে ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়ান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ইউরোপীয় বিমান নির্মাতা সংস্থা এয়ারবাস সম্প্রতি জানিয়েছে, তীব্র সৌর বিকিরণ (ইনটেন্স সোলার রেডিয়েশন) এ-৩২০, এ-৩১৯ এবং এ-৩২১ মডেলগুলির ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ডেটা নষ্ট করে দিতে পারে, যার ফলে উড়ানের সময় বিমানগুলির নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি জেট ব্লু এ-৩২০বিমানের আকস্মিক উচ্চতা হারানোর ঘটনার পর এই সতর্কতা জারি করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে সংশ্লিষ্ট মডেলগুলির সাড়ে ৬ হাজারের বেশি বিমান বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি উড়ান সংস্থার হাতে রয়েছে। এছাড়া এই ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিমানের সংখ্যাও কম নয়। বিমানগুলির বেশিরভাগ এ-৩২০ মডেলের। সেইসব বিমানের সফটওয়্যার আপডেট করার কথা জানিয়েছে এয়ারবাস।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যাভিয়েশন সেফটি এজেন্সির জরুরি নির্দেশনার ভিত্তিতে ডিজিসিএ ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশ অনুসারে, উল্লিখিত বিমানগুলিকে আকাশে ওড়ার আগে অবিলম্বে সফটওয়্যার আপডেট বা প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার পরিবর্তন করতে হবে।

ভারতে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০টি এ-৩২০ মডেলের বিমান এই নির্দেশের আওতায় এসেছে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিমানগুলিকে অস্থায়ীভাবে গ্রাউন্ডেড রাখতে হচ্ছে, যার ফলে ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের উড়ান বিলম্ব এবং সময়সূচি পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক করেছে। বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, তারা দ্রুততার সঙ্গে আপডেটের কাজ চালাচ্ছে, তবে উৎসবের মরশুমে এই পরিস্থিতির কারণে বিমানযাত্রায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডিজিসিএ জানিয়ে দিয়েছে যেসব বিমানে এই ত্রুটি সংশোধন করা হবে না, সেগুলি উড়ানের অনুমতি পাবে না। যাত্রী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সময়ে বদল

- ভারতে ৩৫০ থেকে ৪০০টি এ-৩২০ মডেলের বিমান এই নির্দেশের আওতায় এসেছে
- এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিমানগুলিকে অস্থায়ীভাবে গ্রাউন্ডেড রাখতে হচ্ছে, যার ফলে ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের উড়ানে বিলম্ব এবং সময়সূচি পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক করেছে
- বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, তারা দ্রুততার সঙ্গে আপডেটের কাজ চালাচ্ছে

ভারত-পাকিস্তান বিতর্কসভা বাতিল

লন্ডন, ২৯ নভেম্বর : বেসরকারি সংস্থা অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বহুল আলোচিত ভারত-পাক বিতর্কসভা শেষ মুহূর্তে বাতিল হওয়ায় আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

সভার প্রস্তাব ছিল, 'ভারতের পাকিস্তান নীতি কি কেবলই নিরাপত্তার নামে বিক্রি হওয়া একটি জনপ্রিয় কৌশল?'

এই বিতর্কে যোগ দিতে লন্ডনে উড়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী জে সাই দীপক। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষে প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রব্বানি খার এবং প্রাক্তন জেনারেল জুবায়ের মাহমুদ হায়াতের অংশ নেওয়ার কথা ছিল।

বিতর্কসভা শুরুর ঠিক আগে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ দীপককে ফোন করে জানান, পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা এসে না পৌঁছোনোয় সভা বাতিল করা হচ্ছে।

কিন্তু নাটক শুরু হয় যখন ব্রিটেনে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশন সমাজমাধ্যমে দাবি করে, ভারতীয় দল শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পাকিস্তান 'ওয়াকওভার' জয় পেয়েছে। তাদের দাবি, এই সিদ্ধান্ত ভারতের আস্থার অভাবকে প্রমাণ করে।

সাই দীপক সঙ্গে সঙ্গে এই দাবিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। তিনি তথ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখান, তিনি বিতর্কের জন্য শুধু হাজির ছিলেন তা-ই নয়, রীতিমতো প্রস্তুতও ছিলেন।

তিনি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের অব্যবস্থাপনাকে 'শ্যাম্বোলিক' (বিশৃঙ্খলাপূর্ণ) বলে কটাক্ষ করে অভিযোগ করেন, আয়োজক সংস্থা মিথ্যা দম্ভ প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তানকে। দীপকের দাবি, পাকিস্তানি দল অক্সফোর্ডে থাকা সত্ত্বেও বিতর্কে অংশ নিতে সাহস দেখায়নি।

অক্সফোর্ড

ঘটনাচক্রে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের তরফে ভারত-পাক সভার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সংস্থার সভাপতি মুসা হার্রাজ।

তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী মুহাম্মদ রাজা হায়াত হার্রাজ-এর ছেলে হওয়ায় বিতর্ক সভাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে!

দেশছাড়া করতে চাপ ইমরানকে!

ইসলামাবাদ, ২৯ নভেম্বর : জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে নিয়ে জল্পনা কিছুতেই থামছে না। তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে মেরে ফেলা হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক এখনও থামেনি। এবার ইমরানের দল পিটিআইয়ের সেনেটর খুররাম জিশান দাবি করেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তান ছাড়ার জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে।

একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ইমরান খানের জনপ্রিয়তা নিয়ে ভয় পাচ্ছে পাকিস্তানের সরকার। সেই কারণেই তাঁর কোনও ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে না।'

খুররামের দাবি, 'ইমরান খান জীবিত রয়েছেন। আদিয়ালা জেলেই রয়েছেন। ইমরান খানের সঙ্গে পাকিস্তান সরকার দরকষাকষি করছে। তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'ইমরান খানকে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তিনি যদি বিদেশে চলে যান এবং নিজের পছন্দের জায়গায় নীরবে থাকতে চান তাহলে তাঁকে ছাড় দেওয়া হবে। তবে উনি যে ধরনের নেতা তাতে ওই শর্তে তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না।'

দিতওয়া সতর্ক তামিলনাড়ু

শ্রীলঙ্কায় মৃত বেড়ে ১৫৩ ■ উদ্ধারকারী দল পাঠাল ভারত

চেন্নাই, ২৯ নভেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'র তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে শ্রীলঙ্কা। শনিবার পর্যন্ত দ্বীপদেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৩। এখনও নিখোঁজ ১৯১ জন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাবে লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই ভয়াবহ মানবিক সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত সরকার। 'অপারেশন সাগর বন্ধু'র মাধ্যমে শ্রীলঙ্কাকে জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রদান শুরু করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ এবং বিমানবাহিনীর সি-১৩০ ও আইএল-৭৬ বিমান ব্যবহার করে ত্রাণসামগ্রী ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় উদ্ধারকাজে নেমেছেন ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। কলম্বোর বিমানবন্দরে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি জরুরি হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড়টি এখন ভারতের উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় হয়ে স্থলভাগে আঘাত হানার সম্ভাবনা কম। তবে দিতওয়া রবিবার ভোরের মধ্যে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে। এরপর এটি উপকূল বরাবর চলতে চলতে রবিবার সন্ধ্যার দিকে চেন্নাই উপকূলে একটি গভীর নিম্নচাপ হিসেবে প্রবেশ করতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির কাড্ডালোর, মায়িলাদুথুরাই, ভিল্লুপুরম সহ বেশ কয়েকটি উপকূলীয় জেলায় অতি ভারী থেকে চরম ভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। চেন্নাই এবং সংলগ্ন জেলাগুলির জন্য জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।

এই পরিস্থিতির জেরে তামিলনাড়ুতে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়েছে। চেন্নাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় এবং খারাপ আবহাওয়ার আশঙ্কায় রাজ্যজুড়ে মোট ৫৪টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চেন্নাই থেকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুটের উড়ান। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় মাদুরাই, ত্রিচি এবং পুদুচেরি সহ বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর থেকে ছোট বিমানের উড়ান রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম, ত্রিচি, তাঞ্জাভুর এবং মায়িলাদুথুরাই সহ একাধিক জেলায় স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন সাধারণ মানুষকে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিচ্ছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক দলকে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেশীকে সাহায্য

- শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৪০ জনের দল
- পাঠানো হয়েছে প্রশিক্ষিত কুকুর
- খাবার, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গিয়েছে ভারত থেকে
- ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে নৌবাহিনীর জাহাজ এবং বিমানবাহিনীর সি-১৩০ ও আইএল-৭৬ বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে

ঘূর্ণিঝড়ের দাপট থেকে বাঁচাতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৎস্যজীবীদের নৌকা। শনিবার চেন্নাইয়ে।

মাদানির জেহাদ মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : জেহাদের পক্ষে সওয়াল করে বিতর্কে জড়ালেন জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দের সভাপতি মৌলানা মেহমুদ মাদানি। তাঁর সাফ কথা, 'জুলুম, অত্যাচার হলে জেহাদ হবে।' তিনি বলেন, 'ইসলামে জেহাদ একটি পবিত্র ধারণা। এখন তা একটি নেতিবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ-এই সমস্ত শব্দে মুসলিমদের ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্য হল, সরকার ও সংবাদমাধ্যমও এই শব্দগুলি অবলীলায় ব্যবহার করছে।' এসআইআর নিয়েও সরব হন মাদানি।

সুপ্রিম কোর্টকেও কার্যত অযোগ্য বলে তোপ দেগেছেন মাদানি। সুপ্রিম কোর্ট ও সরকারের বিরুদ্ধে দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মাদানি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টকে আর সুপ্রিম বলা যায় না। বাবরি মসজিদ মামলা, তিন তালাক মামলার রায় দেখে মনে হচ্ছে, আদালত সরকারের চাপে কাজ করছে। ১৯৯১ সালে তৈরি প্লেসেস অফ ওয়ারশিপ আইন থাকা সত্ত্বেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জ্ঞানবাপী, মথুরা মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে শুধুমাত্র ততক্ষণই সুপ্রিম বলা যাবে যতক্ষণ সেখানে সংবিধানকে রক্ষা করা হচ্ছে। যদি সেটা না হয় তাহলে সর্বোচ্চ আদালতকে আর সুপ্রিম বলা যাবে না।'

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার। বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'এই বক্তব্যে শুধু উসকানি নেই, বিভাজনের ভরপুর চেষ্টাও রয়েছে। জেহাদের ভুল ব্যাখ্যা করা বিপজ্জনক। কীভাবে জেহাদের নামে গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে, আমরা দেখছি। এই জিনিস চলতে দেওয়া যায় না।' বিজেপির বিধায়ক রামেশ্বর শর্মা বলেন, 'নতুন জিন্নারা ভারতে মুসলিমদের উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সুপ্রিম কোর্টের উচিত, অবিলম্বে মাদানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা।'

শীতকালীন অধিবেশনের আগে আজ সর্বদল

'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে থাকবে না তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে রবিবার সর্বদল বৈঠক ডাকল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার বলেন, 'রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক হবে এবং আমরা সেখানে সবার কথা শুনব। সংসদীয় শিষ্টাচার নিয়ে যে বুলেটিন জারি করা হয়েছে, তার বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যেরই ধারণা আছে।' ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিরোধীরা সংসদে আলোচনার দাবি নিয়েছে। যদিও সূত্রের দাবি, মোদি সরকার এই ইস্যুতে কোনও আলোচনা চায় না। বরং বাংলার বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদের আবেগে 'বন্দে মাতরম' বিতর্ককেই এগিয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্র। শীতকালীন অধিবেশন ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

এদিকে সর্বদল বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল শামিল হবে না বলে সূত্রের খবর। অধিবেশনের আগে প্রথা মতো ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু তাতে তৃণমূল তো বটেই, সপার মতো বেশ কিছু বিরোধী দল ওই বৈঠক এড়িয়ে যেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে ইন্ডিয়া জোটের রণকৌশল ঠিক করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। কোন কোন ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীরা সুর চড়াবে তা ঠিক করতেই বৈঠক ডেকেছেন খাড়গে।

সর্বদল বৈঠকে আমরা সবার কথা শুনব। সংসদীয় শিষ্টাচার নিয়ে যে বুলেটিন জারি করা হয়েছে, তার বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যেরই ধারণা আছে।

কিরেন রিজিজু

তৃণমূলের তরফে জানা গিয়েছে, তারা ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে না হলেও জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আপত্তি রয়েছে তাদের। সেই কারণেই তারা খাড়গের ডাকা বৈঠকে থাকবে না। মনে করা হচ্ছে, বিহার সহ একের পর এক রাজ্যে বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি হয়েছে কংগ্রেসের। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়েই বিরোধী শিবিরে প্রশ্ন উঠেছে। তবে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। এবারও সংসদের উভয় কক্ষে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার বঞ্চনা ও এসআইআর ইস্যুতে আক্রমণ শানানোর কৌশল নিচ্ছে তৃণমূল। জানা গিয়েছে, বাংলার ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া টাকার পাশাপাশি ভোট চুরি, এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে চাপে ফেলতে চাইছে জোড়াফুল শিবির। আসন্ন অধিবেশনে সরকার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করারও পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে পারমাণবিক শক্তি, উচ্চশিক্ষা, কর্পোরেট আইন এবং সিকিউরিটিজ মার্কেট সম্পর্কিত বিল রয়েছে।

'কাজটা চাপের, বিনোদন দরকার বিচারকদেরও'

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : বিচারকদের কাজটা খুব চাপের। একে তো কাজের বিপুল আয়তন, তার ওপর দীর্ঘক্ষণ ঠায় বসে থেকে গুরুতর সমস্ত বিষয়ে গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ মুখের কথা নয়। এই কারণে বিচারকদেরও নিয়মিত বিনোদনমূলক বিষয়ে অংশ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তাঁর মতে, মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং কর্মক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এটি অপরিহার্য।

শনিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া জাজেস ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বিচারকদের কাজের সময় দীর্ঘ এবং তাঁদের কাজের প্রকৃতি অত্যন্ত চাপযুক্ত ও মানসিক পরিশ্রমের। বসার সময়ও অনেক বেশি। সব বিচারকের উচিত কোনও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা এবং এটিকে অভ্যাসে পরিণত করা।'

সূর্য কান্ত আরও বলেন, বিচারকদের নিজেদেরকে 'রিচার্জ' বা নতুন করে সতেজ করার জন্য বিনোদনের প্রয়োজন। উচ্চ আদালতের বিচারকরা এই ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বিপুল সংখ্যায় অংশ নেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, 'বিচারকদের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে, যা একটি ইতিবাচক দিক।'

এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতির এই বার্তা বিচারবিভাগের কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে বৃহত্তর আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

নজরে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : লালকেল্লা বিস্ফোরণের পর থেকে দিল্লিজুড়ে বাড়ছে সতর্কতা। বিদেশে চিকিৎসা কোর্স করে আসা দিল্লির বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠাল পুলিশ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এই চার দেশের মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করা চিকিৎসকদের পূর্ণ নথিপত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে হাসপাতালগুলিকে। পুলিশের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট ও ভিসার তথ্য থেকে শুরু করে মেডিকেল কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর জমা দিতে হবে দিল্লি পুলিশের কাছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ বলে সূত্রের খবর। দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় কিছু চিকিৎসকের নাম উঠে আসার পর তদন্তকারীরা চিকিৎসা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে সক্রিয় হোয়াইট কলার নেটওয়ার্ক নিয়ে সতর্ক হয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে সমস্ত তথ্য সংগ্রহে তৎপরতা বাড়িয়েছে দিল্লি পুলিশ। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার চার অভিযুক্ত, মুজাম্মিল, মুফতি ইরফান, শাহিনা সইদ ও আদিলকে পাতিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

উপমা, ইডলিতে ঐক্যের বার্তা সিদ্দা-ডিকের

বেঙ্গালুরু, ২৯ নভেম্বর : প্রাতরাশের টেবিলেই শেষপর্যন্ত কর্ণাটকের কুর্সি নিয়ে দড়ি টানাটানি বন্ধের ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশে শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে উপমা, ইডলি, সাম্বার খেতে খেতে যুযুধান দুই নেতা সন্ধির বার্তা দিয়েছেন। দু'জনেই সাফ জানিয়েছেন, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, ২০২৮ সালে রাজ্যের মসনদে ফের কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা। ঐক্যের বার্তা দিয়েই হাইকমান্ডের সঙ্গে দেখা করার কথা শিবকুমারের।

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সিদ্দা-ডিকেএস শিবিরের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। শীঘ্রই কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর দেখা করার কথা রয়েছে। এদিন সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আমাদের অ্যাজেন্ডা হল ২০২৮-এর নির্বাচন। স্থানীয় নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেইসব নিয়ে আলোচনা করেছি। ২০২৮-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেই আমরা আলোচনা করেছি। আমরা একসঙ্গে চলব। আমাদের মধ্যে কোনও মতানৈক্য নেই। ভবিষ্যতেও কোনও মতবিরোধ হবে না।' তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে শিবকুমার বলেন, 'নেতৃত্বের বিষয়ে আমরা আমাদের দলের হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে চলব। ওঁরা যা বলবেন সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আমরা দু'জনেই কংগ্রেসের অনুগত সৈনিক। আমরা জানি দেশে আমাদের দল কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তবে কর্ণাটক যে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, সে ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী। মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে আমরা ২০২৮ সালে সরকারে আসব, ২০২৯ সালেও এগোব।'

হাইকমান্ডের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'হাইকমান্ড যা বলবে, আমরা সেটাই মেনে চলব। আগামীকাল থেকে আর কোনও বিভ্রান্তি থাকবে না। এখনও কোনও বিভ্রান্তি নেই। কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল।' বিজেপির অনাস্থা প্রস্তাব আনার ভাবনাকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'মিথ্যা অভিযোগ তোলা বিজেপি আর জেডিএসের অভ্যাস। ওরা বলেছিল, অনাস্থা প্রস্তাব আনবে। ওরা তো ৬০ আর ৮। আমরা ১৪০।' প্রাতরাশের টেবিলে দুই নেতার একসঙ্গে বসে আলোচনার ছবি সিদ্দা, ডিকেএস দু'জনেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর আইনি উপদেষ্টা এএস পোন্নান্নাও হাজির ছিলেন।

সন্ধির খোঁজে... শনিবার প্রাতরাশের টেবিলে সিদ্দারামাইয়া ও ডিকে শিবকুমার।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার দরজায় উত্তরের অর্থনীতি

চিকিৎসা পরিষেবা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রকৌশলী পরিষেবার মতো ক্ষেত্রে আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট বাণিজ্যিক এবং কর্মসংস্থানজনিত সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজন চক্রবর্তী

পরিবর্তন জীবনের এক চরম সত্য। সমাজ, জীবন থেকে অর্থনীতি- কোনও কিছুই এর ঘেরাটোপের বাইরে নয়। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই বিষয়টিকে আলাদা করে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। টি (Tea), টিম্বার (Timber) আর পর্যটন (Tourism)- এই ত্রয়ীর বাইরে আজ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি বিগত কয়েক দশকে অনেকখানি বিস্তার লাভ করতে পেরেছে বলেই একজন অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার মনে হয়।

কালের স্বাভাবিক নিয়মেই চা শিল্পের অনেক ওঠানামা আমাদের দেখতে হয়েছে। উৎপাদনশীলতা, মুনাফা ও শ্রমিক কল্যাণ- এই তিনটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিল্পে প্রতিযোগিতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন। পাশাপাশি এ কথাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে উত্তরবঙ্গের একমাত্র শ্রমনিবিড় কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে এখনও পর্যন্ত চা শিল্পকেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এর পরে আসবে পর্যটনের মতো শিল্প। পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতার কারণে টিম্বার নামক ক্ষেত্রটি আজ অনেকখানি পেছনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯৯১ সালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করা হয়। গোটা দেশজুড়েই পরিষেবা বা সার্ভিসেস নামক একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হতে শুরু করে। ব্যাংকিং, তথ্য প্রযুক্তি, চিকিৎসা ব্যবস্থা-পরিষেবা ক্ষেত্রের এই নতুন দিকগুলি কর্মসংস্থান, জিডিপি-র মতো বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে ছাপ ফেলতে শুরু করে ঠিক এই সময়কাল থেকেই। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। পরবর্তী দুই দশকের ব্যবধানে প্রকৃত ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পের তুলনায় পরিষেবা ক্ষেত্রটি

উত্তরবঙ্গের স্বকীয় মোট গার্হস্থ্য উৎপাদনে (জিডিপি/এসডিপি) বিশেষ ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য, জেলার যে অগ্রণী ব্যাংক (ডিস্ট্রিক্ট লিড ব্যাংক) রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখলে এর সত্যতা উঠে আসবে। পাশাপাশি সিআইআই (কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ) ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি নিয়ে বিগত কয়েক বছর এই তথ্যই প্রকাশ করে এসেছে।

উত্তরবঙ্গের বর্তমান অর্থনীতির বিশ্লেষণ অনুযায়ী যে চিত্রটি আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণা রিপোর্টে উঠে এসেছে, সেটি হল পরিষেবা, বিশেষ করে আর্থিক পরিষেবা (ব্যাংকিং, ইনসুরেন্স, মিউচুয়াল ফান্ড, ব্রোকিং, গোল্ড লোন) ক্ষেত্রটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এবার ক্ষেত্রটি ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান (Diminishing Return) পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন থেকে আলাদা স্তরের কোনও বৃদ্ধি সম্ভবত আশা করা যাবে না। পাশাপাশি, আমাদের মাথায় রাখতে হবে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি বহুলাংশে বাণিজ্যনির্ভর কিন্তু শিল্পনির্ভর নয়। উৎপাদন নির্ভর বৃহৎ বা মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে বেশ কম। চা একসময়ে ছিল ঠিকই কিন্তু বর্তমান বাস্তবের নিরিখে চা শিল্পকে আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় শিল্পের পর্যায়ে রাখা যাবে না।

এমতাবস্থায় উত্তরবঙ্গের শিল্প ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কী হতে পারে সে বিষয়ে দু'-চার কথা আলোচনা করা যাক। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে কোনও কাজ যার থেকে কর্মসংস্থান, জীবন, জীবিকা নির্বাহ হয়, সেটিরই সংগঠিত রূপ হচ্ছে শিল্প। মানে সেই কর্মকাণ্ড এক সময়ে শিল্পের রূপ নেয়। খালি উত্তরবঙ্গ নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পশিক্ষিত, কুশলী বা অকুশলী তরুণ প্রজন্মের জীবন জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক রিকশা (টোটো) একটি বিরাট পরিবর্তন এনেছে। স্থান, রাস্তা, ট্রাফিক এমন বিষয়গুলিকে বাদ দিলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সম্ভব করেছে ক্ষেত্রটি। চিকিৎসা পরিষেবা, শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রকৌশলী পরিষেবার মতো ক্ষেত্রে আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট বাণিজ্যিক এবং কর্মসংস্থানজনিত সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে মাথায় রাখতে হবে ক্ষেত্রগুলির যাবতীয় উন্নতি আগামীদিনে আসবে ব্যক্তিপুঁজির হাত ধরে। সরকারের ভূমিকা হবে উদ্যোগগুলি যাতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি জোর দিতে হবে দক্ষ শ্রমিক ও কর্মী তৈরি করার মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। এমনটা করা হলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অনেকটাই উত্তরণ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(লেখক অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক ও নর্থবেঙ্গল ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব)

ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় সঞ্চয় তো সবাই করি। কিন্তু বর্তমান সময়ে শুধু সঞ্চয়ে ভরসা করা যায় না। সঞ্চয়ের পাশাপাশি চাই সঠিক ও পরিকল্পিত বিনিয়োগও। বিশেষত, যাঁরা সদ্য উপার্জন শুরু করেছেন, তাঁদের এখন থেকেই বিনিয়োগ নিয়ে ভাবতে হবে। দিন-দিন খরচ বাড়ছে। দীর্ঘমেয়াদে ধারাবাহিক লগ্নিই ভবিষ্যতে বড় সম্পদ নির্মাণের একমাত্র পথ। লিখলেন বিশিষ্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টা।

কৌশিক রায়

ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় এখনই বিনিয়োগ শুরু জরুরি

বিনিয়োগের ভিত্তি

শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির জন্য চাই ডিম্যাট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। বাজারে একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা রয়েছে। প্রতিটি সংস্থার সুনাম, খরচ ইত্যাদি বিবেচনা করে তারপর বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। লগ্নি সাধারণত দুইভাবে করা যায় : এককালীন বা এসআইপি (SIP)-র মাধ্যমে। সঞ্চয়ের কিছু অংশ আপৎকালীন ফান্ড হিসেবে রেখে প্রাথমিক বিনিয়োগ সম্পূর্ণ করতে হবে। এরপর ধাপে ধাপে সেই বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়াতে হবে। বিনিয়োগে সাফল্য পাওয়ার মূল চাবিকাঠি হল বৈচিত্র্য। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য থাকলে তা লগ্নির নিরাপত্তা এবং বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

পোর্টফোলিও বিন্যাস *(একটি মডেল)*

যাঁরা বিনিয়োগ শুরু করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য পোর্টফোলিও এইভাবে তৈরি করা যেতে পারে : **১. ফিক্সড ডিপোজিট বা স্থায়ী আমানত (৩০ শতাংশ) :** মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীদের কাছে স্থায়ী আমানত (FD) সব থেকে জনপ্রিয় বিনিয়োগ মাধ্যম। এই বিনিয়োগে কোনও ঝুঁকি নেই এবং নিশ্চিত রিটার্ন পাওয়া যায়। তবে এখানে রিটার্নের হার কম। পাশাপাশি সুদের হারও ওঠা-নামা করে। এই মুহূর্তে সুদের হার প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। তাই এখন স্থায়ী আমানত করা লাভজনক হতে পারে।

২. মিউচুয়াল ফান্ড (৩০ শতাংশ) : সাম্প্রতিক সময়ে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এখানে ভালো প্রতিদান পাওয়া যায়। তবে ফান্ডে লগ্নির আগে ফান্ডের বিভিন্ন শ্রেণি, ঝুঁকি, লগ্নির খরচ ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। আর্থিক লক্ষ্য, ভবিষ্যতের প্রয়োজন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে লগ্নিযোগ্য ফান্ড বাছাই করতে হবে। ইকুইটি, ইন্ডেক্স, হাইব্রিড এবং ফ্লেক্সিক্যাপ ফান্ডে মোট তহবিল সমানভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

৩. সরকারি প্রকল্প (২০ শতাংশ) : পোস্ট অফিস এবং ব্যাংকে একাধিক সরকারি প্রকল্পে টাকা জমা করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল— পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), ন্যাশনাল সার্টিফিকেট (এনএসসি), পত্র (কেভিপি), ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (এনপিএস) ইত্যাদি। কয়েকটি প্রকল্প পেনশনের সুবিধা দেয়। এর পাশাপাশি কর ছাড়ও পাওয়া যায়। তাই নিজেদের প্রয়োজন পর্যালোচনা করে সরকারি প্রকল্প বাছাই করতে হবে।

৪. শেয়ার বাজার (১০ শতাংশ) : এখন সহজেই শেয়ার বাজারে লগ্নি করা যায়। এই কারণে বিগত কয়েক বছরে দেশে শেয়ার বাজারে লগ্নিকারীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তবে শেয়ারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নির আগে সঠিক শেয়ার বাছাই এবং দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে শেয়ার বাজার থেকে বড় প্রতিদান পাওয়া যায়। নতুন লগ্নিকারীদের জন্য প্রথম সারির সংস্থা অর্থাৎ ব্লু-চিপ সংস্থা যেমন রিলায়েন্স, ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাংক, টিসিএস, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এলঅ্যান্ডটি ইত্যাদিতে লগ্নি আকর্ষণীয় হতে পারে।

৫. অন্যান্য (১০ শতাংশ) : সোনা বা স্বর্ণ বন্ড, কর্পোরেট বন্ড ইত্যাদিতে তহবিলের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

সফল হওয়ার মন্ত্র

যে কোনও বিনিয়োগের সুফল পেতে হলে লগ্নির মেয়াদ দীর্ঘ করতে হবে। এই বিষয়টি নয়া লগ্নিকারীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এছাড়াও সফল হওয়ার কয়েকটি মন্ত্র হল :

১. প্রথমে ছোট দিয়ে শুরু করুন। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লগ্নির অঙ্ক বৃদ্ধি করতে হবে। ২. নিরাপত্তার সঙ্গে ঝুঁকির সঠিক ভারসাম্য নির্ধারণ করতে হবে। ৩. ফান্ডে লগ্নি করতে 'এসআইপি' (SIP) সুবিধা নিতে পারেন। ৪. এককালীন বড় অর্থ লগ্নি করলে 'এসটিপি' (STP - Systematic Transfer Plan) ব্যবহার করা যেতে পারে। ৫. যে কোনও লগ্নিতে আবেগ নয়, যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে। ৬. নিজেকে সময়ের সঙ্গে শিক্ষিত করে নিতে হবে। এর জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণাই একমাত্র পথ।

বাণিজ্যে পরবর্তী কলকাতা হতে পারবে উত্তরবঙ্গ?

উত্তরটা হয়তো হ্যাঁ। উত্তরবঙ্গে পাহাড়কে কেন্দ্র করে অ্যাডভেঞ্চারকেন্দ্রিক পর্যটন, মহামূল্যবান অর্কিড রপ্তানি, ফুল, ফল এবং মশলা শিল্পকে উন্নত করার প্রকৃত সুযোগ রয়েছে।

বোধিসত্ত্ব খান

দার্জিলিং, মালদা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জেলা নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'সিংহ দরজা' বলা যেতে পারে। এখানকার অর্থনীতি কৃষি ও পর্যটনভিত্তিক। ফলত এ যাবৎ চা, কাঠ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পই মূলত প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের সঙ্গে পাইকারি ব্যবসার জন্য পরিচিত হলেও উত্তরবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উচ্চতর কক্ষপথ পাড়ি দেবার সম্ভাবনা বিপুল। এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক জমির প্রতুলতা এবং স্বল্প জনসংখ্যা, যা শিল্পনগরী তৈরির ক্ষেত্রে উপযুক্ত।

এমনিতে প্রক্রিয়াজাত ফলের রস, মশলা, সিমেন্ট, কাগজ কারখানা থাকলেও তা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের অংশ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। যাঁরা পর্যটনে উৎসাহ রাখেন, তাঁরা জানেন যে, সম্প্রতি উত্তর থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই মডেল অনুসরণ করে কৃষিপণ্য এবং হস্তশিল্প বাণিজ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। উত্তরবঙ্গে পাহাড়কে কেন্দ্র করে অ্যাডভেঞ্চারকেন্দ্রিক পর্যটন, মহামূল্যবান অর্কিড রপ্তানি, ফুল, ফল এবং মশলা শিল্পকে উন্নত করার প্রকৃত সুযোগ রয়েছে। এছাড়া কুটিরশিল্প এবং হস্তশিল্পের দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সুযোগও কম নয়। উত্তরবঙ্গে কিউয়ি ফল, স্ট্রবেরি এবং আনারসের প্রভূত ফলনের সুযোগ থাকায় তা উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে মজবুত করার ক্ষমতা রাখে।

বেশ কয়েক বছর আগেও দিনহাটাতে উৎকৃষ্টমানের চুরুট তৈরি হত, যা বিদেশে রপ্তানি করা হত। বেঙ্গালুরুর মতো না হলেও শিলিগুড়িতে আইটি হাব ও ডেটা সেন্টার তৈরির প্রভূত সুযোগ রয়েছে। খুব কাছেই জলবিদ্যুৎ করিডর থাকায় তা এই ধরনের ডেটা সেন্টারকে সস্তা বিদ্যুৎ সরবরাহে সাহায্য করতে পারে। যে সেক্টরগুলো নিয়ে সচরাচর কথা হয় না সেগুলি হল, রিয়েল এস্টেট এবং হসপিটালিটি। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কারণেই নয়, এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, অবসরকালীন জীবনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া যে সেক্টরগুলিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় লজিস্টিকস হাব, কনটেনার ডিপো, বিভিন্ন ল্যান্ডপোর্ট ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের মাঝখান দিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে চলে যাওয়ায়, তা এই অঞ্চলের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারে। বিভিন্ন ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস কোম্পানির কারখানা তৈরিতে উপযুক্ত পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে মালদা, দিনাজপুরের মতন জেলাগুলি।

তবে যে সমস্যাগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের অভাব। বর্তমানে কোচবিহার এবং জয়গাঁতে স্পেশাল ইকনমিক জোন থাকলেও তা সংখ্যায় অপ্রতুল। ডাবগ্রাম

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মতো কয়েকটি পার্ক থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। উত্তরের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির জন্য সংগঠিত ক্ষেত্রের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

এছাড়া আশু প্রয়োজন রয়েছে সুবৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইকোসিস্টেম, বিভিন্ন প্রোজেক্টে স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের উপস্থিতি, বড় কর্পোরেটের হেড কোয়ার্টার, আইটি পার্ক, গবেষণা প্রভৃতি। কলকাতা যেভাবে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তর অর্থনীতি হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, উত্তরবঙ্গ সামগ্রিকভাবে সেই জায়গায় পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে অদূরভবিষ্যতে।

(লেখক কালিম্পংয়ের ক্লুনি উইমেন্স কলেজের সহকারী অধ্যাপক।)

জলপাইগুড়িতে রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্র।

পরিকল্পিত শিল্পায়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, স্থানীয়দের অংশগ্রহণ ও সরকারি নীতির সহায়তা শক্ত কাজকে সহজ করে তুলবে। লিখলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।

দেবব্রত মিত্র

কাঙ্ক্ষিত পরিকাঠামোয় ডানা মেলবে শিল্প

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৩৯০টি প্রজাতির অর্কিড পাওয়া যায়। তিস্তা ভ্যালি বা তৎসংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ঔষধিও পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদগুলিকে নিয়ে কমিউনিটিভিত্তিক বাগান তৈরি করে পরবর্তীতে প্রসেসিং-এর মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক ও কসমেটিক পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সঙ্গে উচ্চ গবেষণা নির্ভর প্রসেসিং ইউনিট এবং ভ্যালু চেন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব, যা ভবিষ্যতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এই সকল শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য চাই ব্যাপক পরিকাঠামো বিকাশ।

ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর থেকে রপ্তানি হচ্ছে আনারস।

আমাদের উত্তরবঙ্গ এক বৈচিত্র্যময়, অত্যন্ত সমৃদ্ধ জায়গা। উত্তরবঙ্গের নদী, পাহাড়, প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিনির্ভর জীবিকা এবং পর্যটনের সম্ভাবনা দীর্ঘকাল ধরেই এক বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু এটা অত্যন্ত বেদনার যে স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও উত্তরবঙ্গে কোনও ভারী শিল্প তো দূরের কথা, কোনও ভালো মাঝারি মাপের শিল্পও গড়ে ওঠেনি, যার ফলশ্রুতিতে এখানকার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিকই রয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ধারে আশির দশকে একটি শিল্প হাব গড়ে তোলার চেষ্টা হলেও সেখানে কেবলমাত্র তিনটি ইউনিট ছাড়া বাকিগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের শিল্প বলতে আমরা বুঝি চা, কিছু ঐতিহ্যবাহী কৃষি ও পর্যটন শিল্পকে। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য যখন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তখন প্রয়োজন সকল শিল্পের পাশাপাশি কিছু বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা, আর তা হলেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উত্তরবঙ্গ যেহেতু কৃষির ওপর মূলত নির্ভরশীল, সেজন্য এখানে কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের প্রবল সম্ভাবনা আছে। এই অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, আলু, আদা, আনারস, ডাল ও বিভিন্ন মশলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই কারণে প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি সহায়তা, সুলভে ব্যাংক ঋণ ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ।

আমরা জানি যে দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্সের আশপাশের বনাঞ্চলে নানা ধরনের ভেষজ ও সুগন্ধি উদ্ভিদ জন্মায়। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৩৯০টি প্রজাতির অর্কিড পাওয়া যায়। এছাড়া তিস্তা ভ্যালি বা তৎসংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ঔষধিও পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদগুলিকে ধরে কমিউনিটিভিত্তিক বাগান তৈরি করে পরবর্তীতে প্রসেসিং-এর মাধ্যমে আয়ুর্বেদিক ও কসমেটিক পণ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সঙ্গে উচ্চ গবেষণা নির্ভর প্রসেসিং ইউনিট এবং ভ্যালু চেন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব, যা ভবিষ্যতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এই সকল শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য চাই ব্যাপক পরিকাঠামো বিকাশ। প্রথমেই চাই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি, রেলপথের সম্প্রসারণ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ও ডিজিটাল সংযোগ। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ বা পিপিপি মডেল এই পরিকাঠামোর উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বহুমুখী বিকল্প শিল্পের বিকাশ ও শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া ইকো-ট্যুরিজম ও হোমস্টে শিল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসাধারণ প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশ রয়েছে। পরিবেশবান্ধব পর্যটন, গ্রামীণ হোমস্টে ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রেজিস্টার্ড হোমস্টের সংখ্যা ১৭১৩টি।

এরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনসেনটিভ স্কিমের (২০১৫) মাধ্যমে সরকারি অনুদান পায়। এছাড়া আছে অসংখ্য নন-রেজিস্টার্ড হোমস্টে, যার কোনও সঠিক

পরিসংখ্যান সরকারের কাছেও নেই। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বিস্তারের এক বিপুল সম্ভাবনা এই অঞ্চলে বিদ্যমান। এছাড়া বনভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন বাঁশের হস্তনির্মিত সামগ্রী স্থানীয় আয়ের উৎস হতে পারে। কিন্তু এর জন্য দরকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ও পণ্যকে বাজারজাত করার সুব্যবস্থা।

উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই সকল জমি চাষাবাদের কাজেও ব্যবহৃত হয় না। এই সমস্ত জায়গায় ইনফরমেশন টেকনলজিভিত্তিক সার্ভিস সেক্টর, লজিস্টিক হাব এবং শিক্ষা-চিকিৎসাকেন্দ্রিক সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে পারে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে যে জাতীয় সড়ক সোনাপুর হয়ে কিশনগঞ্জের দিকে গিয়েছে, সেখানেই এই শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কলকাতার সেক্টর ফাইভের ধাঁচে আইটি পার্ক তৈরি করা যেতে পারে, যা আগামীতে প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে। সেক্ষেত্রে সরকারকে জমি অধিগ্রহণ করতে হতে পারে। আর বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি, যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

যেহেতু শিলিগুড়ি ইতিমধ্যেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তাই সেখানে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যাক অফিস, স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম এবং ই-কমার্স শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তবে এর ব্যাপক বিস্তৃতি প্রয়োজন। শিলিগুড়ির পাশাপাশি মালদা ও দুই দিনাজপুরে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। রেশমশিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

খুব নিকট ভবিষ্যতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপক প্রয়োগ আমাদের কোন যুগসন্ধিক্ষণে নিয়ে যাবে তা আজ হয়তো আমরা আমাদের কল্পনাতেও আনতে পারছি না। তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এইটুকু বলা যায় যে পরিকল্পিত শিল্পায়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সরকারি নীতির সহায়তা— এই চারটি মৌলিক উপাদান উত্তরবঙ্গকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। তবে চিরস্থায়ী উন্নয়নের জন্য চাই বেশ কিছু ভারী শিল্পের স্থাপন, দুই সরকারেরই দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক শিল্পায়নের দৈন্যদশা কাটানো সম্ভব।

এখন লগ্নি করুন লার্জ ক্যাপ ফান্ডে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

এই সপ্তাহে সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির গড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা বজায় থাকতে পারে আরও কয়েক মাস। জেপি মরগ্যান, এইচসিবিসির মতো বহুজাতিক আর্থিক সংস্থার পূর্বাভাস আগামী এক বছর থেকে দুই বছরের মধ্যে সেনসেক্স ১ লক্ষ এবং নিফটি ৩০ হাজারে পৌঁছে যেতে পারে। এই লম্বা দৌড়ের সুফল মিলবে মিউচুয়াল ফান্ডের লগ্নিতে।

বাজারে নানা ধরনের ফান্ড থাকলেও আগামী কয়েক মাসে সব থেকে বেশি লাভবান হবে ইন্ডেক্স ফান্ড এবং লার্জ ক্যাপ ফান্ড। করোনা পরবর্তী সময়ে স্মল এবং মিড ক্যাপ ফান্ড দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে। কিন্তু গত এক বছরে অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে স্মল এবং মিড ক্যাপ ফান্ড। তুলনায় ভালো রিটার্ন দিয়েছে লার্জ ক্যাপ ফান্ড। এই রিটার্নের হার আগামী দিনে আরও বাড়বে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় এখন সময় লার্জ ক্যাপ ফান্ডের।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড কী?

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের তহবিল মার্কেট ক্যাপিটাল অনুযায়ী দেশের শীর্ষ ১০০টি সংস্থায় লগ্নি করে। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে নামী এবং বৃহৎ সংস্থার শেয়ারে এই তহবিল লগ্নি করা হয়। তাই অন্যান্য ইকুইটি ফান্ডের তুলনায় লার্জ ক্যাপ ফান্ডে ঝুঁকি কম থাকে।

লার্জ ক্যাপ সংস্থা কী?

শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রথম ১০০টি সংস্থাকে লার্জ ক্যাপ সংস্থা বলা হয়। এই ধরনের সংস্থাগুলি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সংস্থার একাধিক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে...

স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা

অন্যান্য সংস্থার তুলনায় লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি অনেকটাই স্থিতিশীল। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে ভালো আয় এবং ডিভিডেন্ড প্রদান করা সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করে। এদের শেয়ার মূল্যে ওঠানামাও কম হয়, যা লগ্নিকারীদের বাড়তি নিরাপত্তা দেয়।

মার্কেট লিডারশিপ

লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানে থাকে এবং ব্যবসার বড় অংশ তাদের দখলে থাকে। ভালো পরিকাঠামো এবং নামী ব্র্যান্ডের জোরে দুর্দিনেও তাদের ব্যবসার খুব বেশি ক্ষতি হয় না। তুলনায় ছোট সংস্থার ব্যবসার ওঠানামা বেশি।

দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি

ছোট সংস্থাগুলির শেয়ারদর দ্রুত ওঠানামা করে। কিছু ক্ষেত্রে এইসব শেয়ারে লগ্নি বেশি লাভজনক হলেও এতে লোকসানও বেশি হয়। অন্যদিকে লার্জ ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদর দীর্ঘ মেয়াদে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

ডিভিডেন্ড থেকে আয়

অনেক লার্জ ক্যাপ সংস্থা নিয়মিত ডিভিডেন্ড দিয়ে আসছে। যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করেন, তাঁদের জন্য এই ডিভিডেন্ড নিয়মিত আয় দেবে।

ঝুঁকি কম

লার্জ ক্যাপ সংস্থার শেয়ারে লগ্নি কম ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এইসব সংস্থার আর্থিক পারফরমেন্স অনেক স্থিতিশীল। তুলনায় ছোট ও মাঝারি সংস্থায় লগ্নিতে ঝুঁকি বেশি। যাঁরা ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, তাঁদের জন্য লার্জ ক্যাপ স্টকে লগ্নি আদর্শ হতে পারে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

- যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য লার্জ ক্যাপ ফান্ড আদর্শ হতে পারে।
- যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁরা লার্জ ক্যাপ ফান্ডে লগ্নি করতে পারেন।
- যাঁরা একটু বেশি বয়সে লগ্নি শুরু করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য লার্জ ক্যাপ ফান্ড আদর্শ হতে পারে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের সুবিধা

- লার্জ ক্যাপ ফান্ডে লোকসানের সম্ভাবনা খুবই কম। এসআইপি করলে লোকসানের সম্ভাবনা আরও কমে যায়।
- লার্জ ক্যাপ ফান্ডে রিটার্নের হারে ধারাবাহিকতা থাকে।
- দীর্ঘ মেয়াদে লার্জ ক্যাপ ফান্ড বড় সম্পদ তৈরি করে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের অসুবিধা

- এই ফান্ডে বৃদ্ধির হার সাধারণত কম হয়।
- মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় রিটার্ন কম হয়।
- স্বল্প মেয়াদে লগ্নি করলে লোকসান হতে পারে।

লার্জ ক্যাপ ফান্ড এবং আয়কর

লার্জ ক্যাপ ফান্ড থেকে আয় কর যুক্ত। এক বছরের মধ্যে ইউনিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত লাভে ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। বিনিয়োগের মেয়াদ এক বছরের বেশি হলে প্রতি আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর দিতে হয় না। এক লক্ষ টাকার বেশি হলে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

লার্জ ক্যাপ ফান্ডের ক্ষেত্রে টিডিএস প্রযোজ্য হবে যদি আপনার সমস্ত উৎস থেকে আয় ১৫ হাজার টাকার বেশি হয়।

জনপ্রিয় কয়েকটি লার্জ ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	৩ বছরে রিটার্ন (%)
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৭.৬২
নিপ্পন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৭.৩৫
ডিএসপি লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৬.৮২
ইনভেসকো ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৬.৭৫
বন্ধন লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৬.৭৪
কোটাক লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.৩৭
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.২৬
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.০৭
কানাড়া রোবেকো লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৫.০৬
টাটা লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৪.৩৪
বরোদা বিএনপি প্যারিবাস লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৪.২৭
মিরে অ্যাসেট লার্জ ক্যাপ ফান্ড	১৪.১৬

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

সর্বকালীন উচ্চতায় নিফটি ও সেনসেক্স

প্রত্যাশা ছাপিয়ে ভারতের জিডিপি পৌঁছোল ৮.২ শতাংশে

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বরে নিফটি তার সর্বকালীন উচ্চতা ২৬২৭৭ পয়েন্টে উঠেছিল। দীর্ঘ ১৪ মাস বাদে নিফটি বিগত বৃহস্পতিবার তার সর্বকালীন উচ্চতা ২৬৩১০.৪৫ পয়েন্টে উঠে যায়। বিএসই সেনসেক্সও তার সর্বকালীন উচ্চতা ছোঁয় ৮৬০৫৫.৮৬ পয়েন্টে। যদিও সার্বিকভাবে বাজারে বিনিয়োগকারী বা ট্রেডারদের মধ্যে দারুণ কোনও উন্মাদনা দেখা যায়নি। ভারতের দুই গুরুত্বপূর্ণ সূচক ভালো করলেও মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ শেয়ারগুলি প্রকৃত অর্থে ম্রিয়মাণ ছিল। দুর্বল ত্রৈমাসিক রোজগার, চড়া বাজারদর, বিগত বহু মাস ধরে এফআইআই-দের শেয়ার বিক্রি করে চলে যাওয়া—এই সবগুলি বিভিন্ন কোম্পানির জৌলুসহীন পারফরমেন্সের কারণ হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

বিগত এক বছরে কয়েকশো নতুন আইপিও বাজারে এলেও তাঁদের অধিকাংশ বিনিয়োগকারীদের সম্পদ নষ্ট করে দিয়েছে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশের শুল্ক বসিয়ে বিভিন্ন রপ্তানি করা কোম্পানির ওপর খারাপ প্রভাব পড়েছে এই কয়েক মাসে। বলা যেতে পারে হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানি যেমন- রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এসবিআই, অ্যাক্সিস ব্যাংক প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে বাজারে এই উত্থান এসেছে।

তবে ডিসেম্বরের জন্য সবাই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

আমেরিকাতে তাদের ফেডারেল ব্যাংক নতুন করে ইন্টারেস্ট রেট কমাতে পারে বলে বাজারে জোর আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন যে, তিনি প্রত্যাশা করবেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেন আরবিআইও ঋণে সুদের হার কমিয়ে দেন। কম জিএসটি রেট, অতি সামান্য মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা তেলের দাম (প্রতি ব্যারেল ক্রুড অয়েল ৫৭ থেকে ৬৩ ডলারের মধ্যে) এই সব কিছুই পরিস্থিতির অনুকূল সুদের হার কমানোর জন্য বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তবে চিন্তা ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছে ভারতীয় টাকা। যত দিন যাচ্ছে ততই ডলার আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

বিগত শুক্রবার প্রতি ডলার ট্রেড করেছে ৮৯.৩৫ টাকায়। ভারত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিয়েট দেশ হওয়ায় সমস্যাটা আরও বেশি। এর ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্য আরও মহার্ঘ হয়ে চলেছে। আমদানির সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলি মুনাফা ভবিষ্যতে কমলে অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না।

বিগত শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ারদর তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তরে পৌঁছোয় তার মধ্যে রয়েছে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ফিন্যান্সিয়াল, এবি ক্যাপিটাল, জিএমআর এয়ারপোর্ট, কামিন্স ইন্ডিয়া, আদানি পোর্টস, হিরো মোটোকর্প, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, মাদারসন সুমি, শ্রীরাম ফিন্যান্স প্রভৃতি। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি যদি সত্যি এই বছরের মধ্যে সম্পাদিত হয় তাহলে বাজারে নতুন করে প্রাণ আসতে পারে।

শুক্রবার ভারতে যে জিডিপি নম্বর প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এক কথায় বলতে গেলে তা সবার প্রত্যাশা ছাপিয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে জিডিপি বিগত ৬টি কোয়ার্টারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এবং তা দাঁড়িয়েছে ৮.২ শতাংশে। বিশেষ করে নাম করতে হয় ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সার্ভিসেস সেক্টরের। তবে নমিনাল গ্রোথ রেট ৮.৭ শতাংশ বোঝাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখনও পূর্ণ মাত্রায় গতিপ্রাপ্ত হয়নি। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর বিগত ৬ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা দাঁড়িয়েছে ৯.১ শতাংশে।

আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার ইন্টারেস্ট রেট কম করলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারে সোনার দাম। এবং গোটা সপ্তাহ ধরেই সোনার দাম ঊর্ধ্বমুখী। কলকাতায় সোনার স্পট প্রাইস দাঁড়িয়েছে ১,৩৪,৭৬৮ টাকা (২৪ ক্যারেট, প্রতি ১০ গ্রাম)। বছরের প্রথমে সোনার দাম ছিল ৭৮,০০০ টাকা প্রতি ১০ গ্রাম। নতুন গতি লাভ করেছে রুপোর দামও। প্রতি কিলো রুপো ট্রেড করছিল ১৭৬১০০ টাকায়। সোমবার বাজারে জিডিপির প্রভাব পড়ে কি না তা দেখার।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজির গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। ২৭ নভেম্বর সেনসেক্স ৮৬০৫৫.৮৬ এবং নিফটি ২৬২০২.৯৫ পয়েন্টে পৌঁছে এই রেকর্ড গড়েছে। মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে অবশ্য সপ্তাহের শেষে সামান্য নীচে এসে থিতু হয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সারা সপ্তাহের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৮৫৭০৬.৬৭ এবং নিফটি ২৬২০২.৯৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। রেকর্ড গড়লেও বুলরান শুরু হতে আরও সময় লাগতে পারে। এই সময়ে নিজেদের পোর্টফোলিও গুছিয়ে নিতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে লগ্নি করলে প্রত্যাশিত এই বুল রানের সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই রাজকীয় উত্থানের নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে যে ইস্যুগুলি তার মধ্যে অন্যতম হল আমেরিকায় সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা। ডিসেম্বরে আমেরিকার শীর্ষ ব্যাংক সুদের হার কমাতে পারে, এই আশায় ভর করে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে উত্থান শুরু হয়েছে। ভারতেও তার প্রভাব পড়েছে। এর পাশাপাশি ডিসেম্বরের ঋণ নীতিতে রেপো রেট কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাংকও। বিগত কয়েক মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার তলানিতে নেমেছে। যার জেরে ০.২৫-০.৫০ শতাংশ রেপো রেট কমাতে পারে শীর্ষ ব্যাংক। এই প্রত্যাশাও শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে। এছাড়াও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

শুক্রবার জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৮.২ শতাংশ। প্রথম কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। অপ্রত্যাশিত জিডিপি বৃদ্ধির হার আগামী সপ্তাহে শেয়ার বাজারকে আরও উঁচুতে তুলে দিতে পারে। আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তিও প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। এই চুক্তি প্রত্যাশা মতো বাস্তবায়িত হলে আগামীদিনে সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া নজির ভাঙা-গড়া চলবে।

এত ইতিবাচক ইস্যুর মাঝেও উদ্বেগ রয়েছে ভারতীয় মুদ্রা 'টাকা' নিয়ে। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দামে রেকর্ড পতন হয়েছে। এর পাশাপাশি বিদেশি লগ্নি এখনও স্থিতিশীল হয়নি। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি শেয়ার বিক্রি করলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম একটা গণ্ডির মধ্যে ওঠা-নামা করছে আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **অনন্তরাজ :** বর্তমান মূল্য-৫৭৬.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৮/৩৭৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫২৫-৫৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৭৪৫, টার্গেট-৭৫০।
- **কেইসি ইন্টারন্যাশনাল :** বর্তমান মূল্য-৬৮৫.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩১৩/৬২৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬৩০-৬৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮২৫৪, টার্গেট-৮৭০।
- **টিএমপিভি :** বর্তমান মূল্য-৩৫৬.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯২/৩২১, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৩৪০-৩৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩১৩৮৫, টার্গেট-৪২০।
- **অসওয়াল পাম্প :** বর্তমান মূল্য-৫৫১.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৮৮/৫৪৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬২৮৩, টার্গেট-৭৩৫।
- **জিএনএফসি :** বর্তমান মূল্য-৪৯৭.৯৫ এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬৩/৪৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৬০-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৩১৬, টার্গেট-৬২০।
- **নর্থার্ন স্পিরিট :** বর্তমান মূল্য-১৫৯.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭১/১৪২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৫-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৫, টার্গেট-২৪০।
- **হুডকো :** বর্তমান মূল্য-২৩৯.২৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৩/১৫৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২১৫-২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৭৯০১ টার্গেট-৩১০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : লারসেন অ্যান্ড টুব্রো

● **সেক্টর :** ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ● **বর্তমান মূল্য :** ৪০৬৯ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ২৯৬৫/৪১৪০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৫৭২৪৪০ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৬৯৪.৩০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৮৪ ● **ইপিএস :** ১১৬ ● **পিই :** ৩৪.৯১ ● **পিবি :** ৫.৮৭ ● **আরওসিই :** ১৪.৫ শতাংশ ● **আরওই :** ১৬.৬ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪৬০০

একনজরে

- ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সেক্টরের শীর্ষ স্থানীয় এই সংস্থার ব্যবসা বর্তমানে আরও কয়েকটি সেক্টরে বিস্তৃত হয়েছে।
- ২০২৫-২৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার মোট আয় ৬৯৩৬৭.৮১ কোটি এবং নিট মুনাফা ৪৬৭৮.০১ কোটি হয়েছে।
- সংস্থার বর্তমান অর্ডার বুক ৬৬৭০৪৭ কোটি টাকা। বিগত ছয় মাসে অর্ডার বুক ১৫ শতাংশ বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- বিদেশ থেকে পাওয়া বরাতের অঙ্ক ৭৫৫৬১ কোটি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি ক্রমশ শক্তিশালী করছে এই সংস্থা।
- নিয়মিত উঁচুহারে ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- এই সংস্থায় দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার শেয়ার রয়েছে যথাক্রমে ৪৩.১৩ শতাংশ এবং ১৯.২৮ শতাংশ।
- মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে শুভঙ্কর গোস্বামীর পরিচালনায় বিজয় তেন্দুলকরের পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি নাটক 'কমলা'। দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে।

শিলিগুড়িতে এটিএম চক্রে গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়িতে মাসখানেক ধরে এটিএম ঘিরে অপরাধের চক্র ফাঁস করল মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার রাতে সেবক রোডের একটি এটিএমে টাকা তুলতে যান এক গ্রাহক। মোবাইলে টাকা কাটার মেসেজ পেলেও সেই টাকা ওই ব্যক্তির হাতে আসেনি। এটিএম কার্ডও আটকে গিয়েছে। আশপাশে সহযোগিতার জন্য ওই গ্রাহক ঘোরাঘুরি করতেই খবর যায় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের কাছে।

পুলিশ অপরাধীদের ধরতে জাল পাতে। অপরাধীরা সুযোগ বুঝে এটিএমের ভেতরে ঢুকে টাকা তুলতে যেতেই হাতেনাতে পাকড়াও হয় দুজন। ধৃতরা হল সচিব যাদব ও পিন্টুকুমার চৌধুরী। তাঁরা ঝাড়খণ্ড গ্যাংয়ের বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শনিবার এই দুই দুষ্কৃতীকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মূলত এই দুই অপরাধী ব্যাংক সংলগ্ন এটিএমগুলোকে টার্গেট করতেন। এটিএমে একটি ডিভাইস লাগিয়ে দিতেন। এরপর কোনও গ্রাহক টাকা তুলতে গেলেই সেই ডিভাইসে টাকা আটকে যেত। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এটিএম কার্ডও আটকে যেত।

এরপর দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজন নিরাপত্তারক্ষী, অন্যজন ব্যাংককর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেন। এরপর দুজন কার্ড বের করার বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যাংকে নিয়ে যাওয়ার নাম করে একজন ওই গ্রাহককে নিয়ে এগিয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর রাস্তায় ছেড়ে এসে দুজন ওই ডিভাইস তোলার সঙ্গেই বেরিয়ে আসা টাকা নিয়ে চম্পট দিতেন।

ফ্লাইওভার নিয়ে রেলের বিরুদ্ধে তোপ

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার পরিদর্শনে গিয়ে রেলের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেছেন, 'এই ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ত দপ্তরের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রেললাইনের ওপরের অংশ নিয়ে। রেল বারবার সময় বাড়াচ্ছে। রেল একটা সর্বভারতীয় সংস্থা। তাদের বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারপরেও এতটুকু জায়গার কাজ করতে এতটা সময় লাগছে, এটা ঠিক নয়। আমরা আবার রেলের সঙ্গে কথা বলব। তারা ঠিকভাবে সহযোগিতা করলে এতদিন ওই নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যেত।'

এদিন সকালে এয়ারভিউ মোড়ে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ ঘুরে দেখেন মেয়র। সেখান থেকে তিনি ঝংকার মোড়ে যান। এখানেই ফ্লাইওভারের নীচে সৌন্দর্যায়ন সহ বেশকিছু প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ পূর্ত বিভাগের আধিকারিক এবং পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ কুণ্ডু সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে দরজার সামনে জমিয়ে রাখা হয়েছে চিকিৎসা বর্জ্য। –সংবাদচিত্র

মর্গে মেডিকেল বর্জ্য

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৯ নভেম্বর : ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের কথা অমৃত সমান। এই হাসপাতালে পরিষেবা নিতে গিয়ে রোগী এবং পরিজন নানা সমস্যায় পড়েন এটা আর নতুন খবর নয়। নতুন খবর হল, মৃতরাও এই হাসপাতালে ভোগান্তি থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। মৃতদেহের শেষ আশ্রয় হল মর্গ। সেই মর্গে এখানে মৃতদের কার্যত রাখা হচ্ছে ভাগাড়ে। মর্গেই জমা করে রাখা হচ্ছে মেডিকেল বর্জ্য। তারফলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবজর্নায় দুর্গন্ধের বিষয়টি তো আছেই, বর্জ্যে মানব শরীরের বিভিন্ন অংশও পড়ে থাকছে। এর থেকে মৃতদেহে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে ওই দেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের এই চিকিৎসা বর্জ্য ফেলার জন্য দেড় বছর আগে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে হাসপাতাল চত্বরে 'কমন কালেকশন সাইট' তৈরি হয়। সেটি এখন অ্যাপ্রোচ রোডের অভাবে কাজে লাগছে না। ফলে মূল হাসপাতাল বিল্ডিংয়ে মৃতদেহ রাখার জন্য তৈরি মর্গে বর্জ্য জমা করা হচ্ছে। কিন্তু এর জেরে হাসপাতালের পিছন দিক দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন।

হাসপাতাল ভবন তৈরির সময় এখানে একটি 'ডেজিগনেটেড মর্গ' তৈরি করা হয়েছিল। প্রয়োজনে এই মর্গেও মৃতদেহ রাখার লক্ষ্য ছিল। ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পুলিশ মর্গ রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, 'বায়োমেডিকেল বর্জ্য ফেলা নিয়ে হাসপাতাল উদ্বোধনের পর থেকেই সমস্যা ছিল। অনেক চিঠি চালাচালির পর সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল চত্বরের পিছনের অংশে বর্জ্যের জন্য কমন কালেকশন সাইট তৈরি করা হয়েছে। যা কাজে লাগছে না। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও একাধিকবার আলোচনা করে সমাধান হয়নি।'

সর্দারভিটার বাসিন্দা আসারু সিংহ তাঁর অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। ফলে রাত জেগে হাসপাতালে খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হয়েছিল। বর্তমানে যেখানে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রোগীর পরিজনদের থাকার জন্য ছোট একটি ঘর রয়েছে। আসারু বলেন, 'ওই ঘরেই রাত কাটাব বলে ঢুকেছিলাম। কিন্তু দুর্গন্ধে টিকতে পারিনি। ফলে বাধ্য হয়ে জরুরি বিভাগের পাশে রাত জেগে কাটিয়েছি।'

এই হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে নিকাশিনালা উপচে আউটডোর এবং হাসপাতালে ঢোকার মূল গেট মলমূত্রে থইথই করে। জরুরি বিভাগের সামনে নিকাশিনালা উপচে নোংরা জল বয়ে যাওয়ার নজিরও রয়েছে। বর্তমানে নিকাশিনালার সমস্যা মিটেছে। তবে বায়োমেডিকেল বর্জ্য নিয়ে উদাসীনতা বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

হাসপাতালের সহকারী সুপার মুর্তজা আলি বলেছেন, 'অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ না হওয়ায় কমন কালেকশন সাইটটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে বায়োমেডিকেল বর্জ্য সামাল দিতে একটু সমস্যা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। আশাকরি দ্রুত সমস্যা মিটবে।' কানাইয়া বলেন, 'রোগীকল্যাণ সমিতির পরবর্তী বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। সঙ্গে জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলব।'

সংক্রমণের শঙ্কা

- ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে জমা করে রাখা হচ্ছে মেডিকেল বর্জ্য
- এই বর্জ্যের মধ্যে রক্তমাখা গজ তুলোর সঙ্গে মানব শরীরের বিভিন্ন অংশ পড়ে থাকছে
- এর জীবাণু থেকে মর্গের মৃতদেহে সংক্রমণ ছড়ানোর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে
- ওই দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি

> অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ না হওয়ায় কমন কালেকশন সাইটটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে বায়োমেডিকেল বর্জ্য সামাল দিতে একটু সমস্যা হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
>
> **মুর্তজা আলি** *সহকারী সুপার, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল*

রেলের রাস্তা চিহ্নিত হবে

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় রেলের খারাপ রাস্তা পোস্টার টাঙিয়ে চিহ্নিত করে দেবে পুরনিগম। রেলের যে সমস্ত রাস্তা পুরনিগম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা হবে। বারবার রেলকে বলার পরেও সেই রাস্তাগুলি মেরামত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এতে পুরনিগমকে দূষছেন সাধারণ মানুষ।

শনিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'শহরে পুরনিগম এলাকায় রেলের যত রাস্তা রয়েছে সেখানে বোর্ড লাগিয়ে দেব আমরা। সেই বোর্ডে লেখা থাকবে এই রাস্তা রেলের এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও রেলের। এতে সাধারণ মানুষের পুরনিগমকে নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকবে না।'

এই প্রসঙ্গে বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'রেলকেও বলব যদি রেলের জায়গায় পুরনিগমের কোনও প্রকল্প থেকে থাকে তবে সেগুলি নিয়ে কিছু বলার থাকলে তারাও যেন বলে। আর যে সমস্ত রাস্তা খারাপ সেগুলি নিয়ে রেল যাতে কাজ করে সেটা দেখব। সমস্যা হলে তো মেয়র বিজেপি কাউন্সিলারদের বলতেই পারতেন।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পুরনিগম কী করে রেলের জমিতে হোল্ডিং দিচ্ছে। ভোট চাওয়ার সময় কেন রেলের জমিতে বসবাসকারীদের কাছে যাচ্ছে? সেটা তো ঠিক না। শুধু শুধু রাজনীতি করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি মেইন রোড, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। এর বাইরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের রেল কলোনির রাস্তা পুরোটাই রেলের অন্তর্গত। ১ নম্বর, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকা রেলের অন্তর্গত। অভিযোগ, এই সমস্ত এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। দিনের পর দিন রেলকে বলা হলেও কোনও কাজ হচ্ছে না। এনজেপি মেইন রোড দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। প্রচুর পর্যটকও এই পথে যাতায়াত করেন। এই এলাকার একাধিক রাস্তা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু রেল মেরামত না করে তাপ্পি মেরে চালাচ্ছে। এতে পুরনিগমের বদনাম হচ্ছে বলে দাবি গৌতমের।

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জয় সাহা নামে এক ব্যক্তি গৌতমকে এই বোর্ড লাগানোর প্রস্তাব দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষয়টি লুফে নেন। আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে দেন অবিলম্বে রেলের সমস্ত রাস্তায় বোর্ড লাগিয়ে জানিয়ে দিতে হবে যে ওই রাস্তা রেলের।

অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তের পর রেলের জমিতে পুরনিগমের বিভিন্ন প্রকল্প, হোল্ডিং নম্বর দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

বদনাম এড়াতে

- শিলিগুড়ির এনজেপি মেইন রোড ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে
- ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের রেল কলোনির রাস্তা পুরোটাই রেলের অন্তর্গত
- ১ নম্বর, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকা রেলের অন্তর্গত। এই সমস্ত এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা একেবারেই বেহাল
- সংস্কার না হওয়ায় পুরনিগমের বদনাম হচ্ছে বলে দাবি

বিবৃতি চাওয়ার আর্জি খারিজ

পুরনিগমে বামেদের ওয়াক-আউট

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : দিলীপ বর্মনকে নিয়ে ফের বিড়ম্বনায় পুরনিগম। দিলীপকে নিয়ে এদিন বোর্ড সভায় কলিং অ্যাটেনশন এনেছিলেন সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী (আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আদায় করার জন্য এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়। এটি গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ)। অভিযোগ বোর্ড মিটিং শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে চেয়ারম্যান জানান, ওই কলিং অ্যাটেনশন গ্রহণ করা হচ্ছে না। তার বদলে তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মার কলিং অ্যাটেনশন গ্রহণ করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে শনিবার বোর্ড সভা থেকে ওয়াক-আউট করেন সিপিএম কাউন্সিলাররা।

এই ঘটনায় বোর্ড সভায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পুরনিগমে সিপিএম পরিষদীয় দলের নেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'চেয়ারম্যান সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন। তিনি তৃণমূল নেতার মতো বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন। আগে থেকেই সব পরিকল্পনা করা ছিল। দিলীপ বর্মনের প্রসঙ্গ উঠলে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে বলে আগাম কলিং অ্যাটেনশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।' মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা চাই না বিরোধীরা বারবার বের হয়ে যাক। নিয়ম অনুযায়ী যে কলিং অ্যাটেনশন আগে এসেছিল সেটা চেয়ারম্যান নিয়েছেন। ওঁদের বলেছিলাম পরবর্তী বোর্ড সভায় বলতে। ওঁরা সেটা না করে বের হয়ে গেলেন।'

মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন বোর্ড সভায় নিজের বক্তব্য রাখতে না পেরে দলেরই নেতা তথা চেয়ারম্যান, মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এর জেরে তাঁকে ভরা বোর্ড সভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপরেই মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন দিলীপ। সেই প্রসঙ্গ টেনে আলোচনা করতে এদিন বোর্ড সভায় কলিং অ্যাটেনশন প্রস্তাব রেখেছিলেন সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর অভিযোগ সভা শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে চেয়ারম্যান ফোন করে জানান ওই প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করে মেয়রকে পুরো বিষয়টি জানান। কিন্তু এরপরেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

পুরনিগমের বোর্ড মিটিং থেকে ওয়াকআউট করছেন বাম কাউন্সিলাররা।

প্রসঙ্গ দিলীপ

- এদিন বোর্ড সভায় দিলীপ বর্মন ইস্যুতে কলিং অ্যাটেনশন আনেন সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী
- গণতন্ত্রে সরকার পক্ষের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আদায় করার জন্য এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়
- বামেদের আনা এই কলিং অ্যাটেনশন গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে জানিয়ে দেন চেয়ারম্যান
- অভিযোগ ওঠে দিলীপ বর্মনের প্রসঙ্গ উঠলে বোর্ড অস্বস্তিতে পড়বে বলেই তা খারিজ হয়েছে

> চেয়ারম্যান সংবিধান বিরোধী কাজ করছেন। তিনি তৃণমূল নেতার মতো বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন। আগে থেকেই সব পরিকল্পনা করা ছিল। দিলীপ বর্মনের প্রসঙ্গ উঠলে সবাই অস্বস্তিতে পড়বে বলে আগাম কলিং অ্যাটেনশন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।
>
> **মুন্সি নুরুল ইসলাম**

বোর্ড সভা শুরু হওয়ার পর তৃণমূল কাউন্সিলার সঞ্জয় শর্মা তাঁর কলিং অ্যাটেনশনের সূত্র ধরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। দুয়ারে সরকার থেকে কন্যাশ্রী, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের প্রসঙ্গ টানেন। তাঁর জবাবও দেন মেয়র গৌতম দেব। এরপরেই শরদিন্দু চক্রবর্তী ঘটনার প্রতিবাদ জানান। তাঁকে বলতে দেওয়া হল না কিন্তু তৃণমূল কাউন্সিলার কলিং অ্যাটেনশনের নামে রাজ্যের সরকারের গুণগান করে গিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। ওই সময় তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়।

সিপিএম কাউন্সিলারের পাশে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনও জানতে চান কেন দিলীপকে এখনও মেয়র পারিষদ পদে রাখা হয়েছে। পালটা তৃণমূল কাউন্সিলাররা চিৎকার করতে থাকেন এবং বিরোধীদের ধমকাতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে শরদিন্দু চক্রবর্তী একবার বেরিয়ে যেতে গেলে তাঁকে আটকান নুরুল ইসলাম। তিনি কলিং অ্যাটেনশন নিয়ে পুর আইন চেয়ারম্যানকে বলেন। এরপরেও চেয়ারম্যান জানিয়ে দেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। এই সিদ্ধান্তের পরেই নুরুল ইসলাম সহ বাকি সিপিএম কাউন্সিলাররা বোর্ড সভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। এর জেরে মাত্র এক ঘণ্টাতেই শেষ হয়ে যায় পুরনিগমের মাসিক বোর্ড সভা।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মিত্র সম্মিলনী হলে রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল শনিবার। থাইরয়েড, চোখ এবং দাঁত সহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেখানে। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত ঘোষ বললেন, 'এদিন প্রায় ১৫০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন। সংগৃহীত ৬৫ ইউনিট রক্ত টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। আমাদের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অমিত আগরওয়াল, জেলা কোষাধ্যক্ষ প্রণয় নন্দী সহ অন্যরা।'

এদিনই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। দেশবন্ধুপাড়ায় সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল।

আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ফের রোষ গৌতমের

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : ফের পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মেয়র গৌতম দেব। সাতবার টেন্ডার করেও রাস্তার কাজ না হওয়ায় এবার নিজেই কোদাল হাতে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন। অভিযোগ, ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি রাস্তার কাজের জন্যে সাতবার টেন্ডার করা হয়েছে। কিন্তু একবারও সেই প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়নি। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফের এই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পান গৌতম। কেন এতবার টেন্ডার হলেও ম্যাচিওর হল না, কেন আধিকারিকরা বিষয়টি দেখেননি- তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মেয়র।

এরপরেই আধিকারিকদের টক টু মেয়রের অনুষ্ঠানের ফোন এবং কাজ নিয়ে সময় করে রিভিউ করার নির্দেশ দেন। গৌতমের বক্তব্য, 'টক টু মেয়রের কাজের কী পরিস্থিতি রয়েছে সেগুলি রিভিউ করুন। যেটা হচ্ছে না সেটা প্রয়োজনে আমাকে জানান। আধিকারিকদের বলেছিলাম টেন্ডারটা ম্যাচিওর করাতে। পারেননি। এর জন্যে আমি দুঃখিত। এরপর তো আমাকে কোদাল, বেলচা নিয়ে রাস্তা সংস্কার করতে নামতে হবে।'

পুরনিগমে এর আগেও একাধিকবার আধিকারিকদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মেয়র গৌতম দেব। টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেই প্রকাশ্যে আধিকারিকদের ভর্ৎসনা করেছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ করার কথা বলেছিলেন। শনিবার ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হয়।

৩০ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা ফোন করে তাঁর এলাকার রাস্তার কথা জানান। এরপরেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেক করেন গৌতম দেব। সেখানেই দেখা যায় সাতবার টেন্ডার হওয়ার পরেও ম্যাচিওর করা যায়নি। টাকা বরাদ্দ থাকলেও কেন টেন্ডার ম্যাচিওর করা যাচ্ছে না তা নিয়ে আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন গৌতম। এরপর সহ নাগরিক যিনি ফোন করেছিলেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে মেয়র বলেন, 'আমার বিষয়টি জানা রয়েছে। আমি বাস্তুকারদের বলেছিলাম টেন্ডার ম্যাচিওর করাতে। সেটা হয়নি, তার জন্যে আমি দুঃখিত। এর জন্যে কাউন্সিলার এবং আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে।'

মেয়রের আক্ষেপ

- টক টু মেয়রের কাজের কী পরিস্থিতি রয়েছে আধিকারিকদের সেগুলি রিভিউ করার নিদান
- টাকা বরাদ্দ থাকলেও কেন টেন্ডার পরিণতি পাচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন আধিকারিকদের
- মেয়রের আক্ষেপ, এরপর তো তাঁকেই কোদাল, বেলচা নিয়ে রাস্তা সংস্কারে নামতে হবে

জিএসটি সংস্কার সংক্রান্ত কর্মশালায় সাংসদ রাজু বিস্ট। শনিবার শিলিগুড়িতে।

জিএসটি আদায়ে পিছিয়ে উত্তরবঙ্গ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : শিল্প ধুঁকছে। তাই প্রভাব পড়ছে জিএসটি আদায়েও। জিএসটি আদায়ে সিকিমের চাইতে অনেকটাই পিছিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গ। সিকিম ও উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে বছরে ৩৬০০ কোটি টাকা জিএসটি আদায় করা হয়। কিন্তু তার ৬০ শতাংশই সিকিম থেকে আসে। বাকি ৪০ শতাংশ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলা থেকে আদায় করা হয়। শিলিগুড়িতে শনিবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে জিএসটি সংস্কার ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই জিএসটি কর্তারা এসব বিষয় তুলে ধরেন। আর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা জানান, উত্তরবঙ্গে সেভাবে শিল্প গড়ে না ওঠার কারণেই জিএসটি আদায়ে এই অঞ্চল পিছিয়ে। শিলিগুড়ি জিএসটি কমিশনারের অধীন উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি রয়েছে সিকিমও। তাই এই তুলনা করা সম্ভব হয়েছে।

কোথায় এগিয়ে সিকিম? শিলিগুড়ির জিএসটি কমিশনার জিতেশ নাগরি বলেন, 'সিকিমে একাধিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ফুড প্রসেসিং ইউনিট রয়েছে। পাহাড় এলাকা সত্ত্বেও সিকিমে যেভাবে শিল্প গড়ে উঠেছে তেমনটা উত্তরবঙ্গে হয়নি।' উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে শিল্পস্থাপনে তুল্যমূল্য বিচারে কিছুটা হলেও এগিয়ে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি। তাই এই দুটি জেলা থেকে কিছুটা আশানুরূপ জিএসটি আদায় হলেও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বা মালদার মতো জেলাগুলি থেকে সেভাবে কর আদায় হয় না। উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্মেলন হলেই, সেখানে রাজ্যের তরফে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে বলে দাবি করা হয়।

> সিকিমে একাধিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ফুড প্রসেসিং ইউনিট রয়েছে। পাহাড় এলাকা সত্ত্বেও সিকিমে যেভাবে শিল্প গড়ে উঠেছে তেমনটা উত্তরবঙ্গে হয়নি।
>
> **জিতেশ নাগরি** কমিশনার জিএসটি, শিলিগুড়ি

এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তাঁর অভিযোগ, মাফিয়ারাজই এখানে শিল্প গড়ে ওঠার অন্তরায়। রাজু বলেন, 'সরকারি জমি দখল করে তৃণমূলের নেতারা তা বিক্রি করে দিচ্ছে। সেখানে সরকারি আধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশের মদত রয়েছে। বালি, পাথর পাচার হচ্ছে।' রাজু ছাড়াও এদিনের কর্মশালায় ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টর জেনারেল টিভিকে রেড্ডি, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (কলকাতার) এডিজি জানো নামচু প্রমুখ।

ভোগান্তি পর্যটকদের

প্রথম পাতার পর

পর্যটনস্থলগুলোতে যেন বাইরের গাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

শিলিগুড়ি, বাগডোগরার নাম না করে চালকরা ফের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এদিন। বলেছেন, 'বাইরের গাড়ি' পাহাড়ে এসে টাইগার হিল, রক গার্ডেন সহ নানা পর্যটনস্থলে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতি। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং জানালেন, এনজেপি থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা গেল, ওই ঘটনায় প্রদীপ সরকার নামে সূর্য সেন কলোনির এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এনজেপি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের ওই গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগ জানাজানি হতেই দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও কালিম্পংয়ের যাত্রীবাহী গাড়িচালকদের সংগঠনের কর্তারা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেও পাহাড়ে বরফ গলেনি। বরং চালকদের বিভিন্ন সংগঠন এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদে সরব হয়। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের (এতোয়া) পরিবহণ কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র বললেন, 'পাহাড়ের বিভিন্ন গাড়িচালক সংগঠনের তরফে ঘটনার মীমাংসা করতে কার্সিয়াংয়ে বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেখানে আমাদেরও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিকেল থেকেই পাহাড়ে আওয়াজ ওঠে, বৈঠকের মাধ্যমে মীমাংসা হবে না।'

এদিন দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান চালক ও মালিক কল্যাণ সংঘ, গোর্খা একতা চালক সংঘ সহ একাধিক সংগঠন একত্রিত হয়ে বৈঠকে বসে। ফলে অধিকাংশ গাড়িই পথে নামেনি। তবে, দুপুরের পর রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে। দার্জিলিংয়ে মালিক ও চালকদের বৈঠকের শুরুতেই এনজেপিতে বারবার এধরনের ঘটনা ঘটছে বলে প্রতিবাদ করা হয়। এবারের ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ না করলে পাহাড়ে গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সংগঠনগুলো একমত হয়েছে।

বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাহুল সরসার বলেন, 'টাইগার হিলে যেতে রোজ কুপন নিতে হয়। এদিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, আমরা কেউ সেই কুপন নেব না। আমাদের দাবি, পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য যে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা বাইরের গাড়ি দিয়ে করানো যাবে না। সমতল থেকে গাড়িগুলো পর্যটক এনে এখানে নামিয়ে চলে যাবে।'

গাড়িচালকদের অপর সংগঠনের কর্তা প্রদীপ লামার যুক্তি, 'পাহাড়ের অর্থনীতি পর্যটননির্ভর। বিকল্প কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ না থাকায় এখানকার বহু মানুষ গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান। বাইরের গাড়ি এখানে সর্বত্র চলাচল করলে পেটে লাথি পড়ছে। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।' পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন এতোয়া'র পালটা বার্তা, 'এটা হতে পারে না। মর্জিমাফিক কেউ কিছু করলে, তার প্রতিবাদ হবে।'

এনজেপির ঘটনার জেরে পাহাড় ও সমতলের গাড়ির মালিক, চালকদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব পর্যটনশিল্পের বড় ক্ষতি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

তপনে কাঁটাতার কেটে পালাল দুই

ডোমকলে ধৃত ১২ বাংলাদেশি

মণিশংকর ঠাকুর ও পরাগ মজুমদার

তপন ও বহরমপুর, ২৯ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন সীমান্তে কাঁটাতার কেটে বাংলাদেশে পালাল দুই দুষ্কৃতী। শুক্রবার রাতে বিএসএফ ধাওয়া করলেও তাদের ধরতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে তপন ব্লকের মল্লিকপুর সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে গা-ঢাকা দেয় দুই দুষ্কৃতী। এদিকে, শুক্রবার রাতেই মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার হুরশি এলাকায় সীমানা টপকে ভারতে ঢুকে ধরা পড়ে যায় ১২ অনুপ্রবেশকারীর একটি দল। তাদের জেরা করে এক ভারতীয় এজেন্টেরও খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

শুক্রবার গভীর রাতে সীমান্তে কাঁটাতারের আশপাশে কয়েকজন অচেনা মানুষের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করেন বিএসএফের ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। তাদের ধাওয়া করলেও ধরা যায়নি। সেসময়ে বিকট শব্দ শোনা যায়। তবে শব্দ বোমার না অন্য কিছু, জানা যায়নি। শনিবার সকাল থেকেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মল্লিকপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সীমান্তজুড়ে টহল তীব্র করা হয়েছে বিএসএফের তরফে। এ নিয়ে মল্লিকপুর ক্যাম্পে জরুরি বৈঠক করে বিএসএফ। গ্রামবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গ্রামে কোনও অচেনা ব্যক্তি দেখা গেলে বা সন্দেহজনক কিছু

যা ঘটেছে

- রাতের অন্ধকারে তপন ব্লকের মল্লিকপুর সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে গা-ঢাকা দেয় দুই দুষ্কৃতী
- অন্যদিকে, ডোমকল মহকুমার হুরশি এলাকায় সীমানা টপকে ভারতে ঢুকে ধরা পড়ে যায় ১২ অনুপ্রবেশকারীর একটি দল
- তাদের জেরা করে এক ভারতীয় এজেন্টেরও খোঁজ পাওয়া গিয়েছে

চোখে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বা বিএসএফ-কে খবর দিতে হবে।

মল্লিকপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা জয়দেব ওরাওঁ বলেন, 'রাতেরবেলা হঠাৎ বিকট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়।' গ্রামবাসী পঞ্চ ওরাওঁ বলেন, 'এত জোরে শব্দ আগে কখনও শুনিনি। এরপর গ্রামের সবাই খুব আতঙ্কে ছিল। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।' আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বরুণ ওরাওঁ বলেন, 'সকাল থেকেই বিএসএফের নজরদারি চোখে পড়ার মতো ছিল। টহল অনেক বাড়ানো হয়েছে।'

এদিকে, ১৮ নভেম্বর থেকে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বিশেষ নজরদারি জারি রয়েছে। অনুপ্রবেশ ও পাচার রুখতেই এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে।

অন্যদিকে, শুক্রবার মধ্যরাতে পুলিশের তরফে ১২ জন বাংলাদেশিকে পাকড়াও করা হয়। এরপরই এদের সকলকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। নানা ধরনের জাল নথি তৈরিতে সাহায্য করার অভিযোগে এক ভারতীয় এজেন্টকেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম মহম্মদ আউল, আবদুল খালেক, সুমন আলি, সুব্রুদ্দিন খবির, শহিদুল, মহম্মদ সাব্বির, মহম্মদ জিয়ারুল হক, মজদার আলি, মহম্মদ খায়েরুল, মিনারুল, মহম্মদ রনি ও রুহুল আমিন। এছাড়া সাবের আলি নামে এক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ভারতীয় এই এজেন্ট সাবের আলি তাঁদের এদেশে আত্মগোপন করে থাকতে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ জনকে পুলিশ হেপাজত ও বাকিদের জেল হেপাজত মঞ্জুর করেন।

প্রতিদিনের কাজে... অসমের ডিব্রুগড়ের মধুবন চা বাগানে। শনিবার। -পিটিআই

রেললাইনে বসেনি হাতি ঠেকানোর প্রযুক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ নভেম্বর : আমন ধান পাকা শুরু হওয়ার সময় থেকেই লোকালয়ে হাতির উপদ্রব বাড়তে শুরু করছিল। একইভাবে হাতির দলের রেল ট্র্যাক পারাপারের ঘটনাও বাড়ছে। শীতের মরশুমে কুয়াশার জেরে এমনিতেই রেল ট্র্যাকে বুনোর মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এখনও ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) প্রযুক্তির কাজ শেষ হয়নি। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জঙ্গলের রুটে আইডিএস প্রযুক্তির কাজ শেষ করার কথা ছিল। তবে বর্তমান অবস্থায় তা কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিশেষজ্ঞ মহল। গত ফেব্রুয়ারিতে রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন রেল ট্র্যাকে আইডিএস-এর ট্রায়াল রানের সময় কুনকি হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর থেকে প্রয়োজন থাকলেও আর ট্রায়াল রান করা হয়নি। তবে নতুন করে ট্রায়াল রান না হলেও আইডিএস প্রযুক্তির কাজ চালু রয়েছে বলে দাবি রেলের।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ার, কাটিহার সহ রঙ্গিয়া ডিভিশনে আইডিএস প্রযুক্তির কাজ চলছে বলে রেল জানিয়েছে। রেল ট্র্যাকে বুনোর মৃত্যু ঠেকাতে রাজ্য বন দপ্তর ও রেলমন্ত্রকের প্রতিনিধিদের মধ্যে

আলিপুরদুয়ার

সম্প্রতি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়। এমনকি ট্রায়াল রানে কুনকি হাতি প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল বন দপ্তর। কিন্তু তারপরেও কুনকি হাতি নিয়ে ট্রায়াল হয়নি। এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিএফডি (পশ্চিম) হরি কৃষ্ণান বলেন, 'রেল চাইলেই ট্রায়াল রানের জন্য কুনকি হাতি প্রদান করা হবে।'

এনিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে আইডিএস প্রযুক্তির কাজ চলছে। ট্রায়াল রানে হাতির প্রয়োজন পড়লে তা নেওয়া হবে।' এমনিতে আমন ধান পাকা ও ধান তোলার সময় বিভিন্ন গ্রামে হাতির আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে শীতের মরশুমে কুয়াশার জন্য জঙ্গলঘেরা এলাকা দিয়ে ট্রেন যাওয়ার সময় এমনিতেই লোকোপাইলটদের দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে আইডিএস প্রযুক্তি পুরোপুরিভাবে চালু হলে বুনোদের বাঁচানো অনেক সহজ হত। ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম বা আইডিএস প্রযুক্তিতে লোকোপাইলট বা সহকারী লোকোপাইলট তাঁদের রেলরুটের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে হঠাৎ হাতি চলে এলে তা আগে থেকেই জানতে পারবেন। ফলে আগে থেকে সতর্কতা নিলে বুনোদের বাঁচানো সহজ হবে বলে রেল জানিয়েছে।

বঙ্গে পদ্মের পাখির চোখ সিএএ

প্রথম পাতার পর

ঠিক তেমনই যাঁরা প্রতিবেশী দেশ থেকে সংখ্যালঘু হিসেবে নির্যাতিত হয়ে ভিটেমাটি, সর্বস্ব ছেড়ে প্রাণ হাতে এদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, সিএএ'র মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করে এসআইআর-এর কোপ থেকে রক্ষা করাও আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।'

আইন অনুসারে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের পর যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁদের আবেদন করে নাগরিকত্ব নেওয়ার কথা। সেই হিসেবে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে অনেকেই এক সময় এদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। পরবর্তীতে সেই আইন সংশোধন করে এতটাই জটিল করে তোলা হয় যাতে আবেদন করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরপর ২০১৯ সালে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সিএএ বিল আনে। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যে হিন্দুরা প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে এদেশে এসেছেন তাঁরা নাগরিকত্বের জন্যে আবেদনযোগ্য বলে তাতে বলা হয়।

২০২৪ সালের ১১ মার্চ লোকসভা ভোটের আগে গোটা দেশে সিএএ বলবৎ হওয়ার পর অনলাইন আবেদন শুরু হয়। গত দেড় বছর এনিয়ে সেভাবে আগ্রহ না দেখা গেলেও এসআইআর শুরু হতেই কিন্তু আবেদনের হিড়িক পড়ছে। আইন অনুসারে অনলাইন আবেদনের পর পোস্ট অফিস এবং তারপরের স্তরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনীর আধিকারিকদের ভেরিফিকেশনের পর নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রমাণ ও ছেড়ে আসা দেশের কোনও দস্তাবেজ সবথেকে বেশি দরকার পড়ছে। অনলাইন আবেদনে সক্রিয় সহায়তার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রমাণপত্র পেতেও পদ্ম নেতারা সক্রিয় সহযোগিতা করছেন। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে বিজেপির প্রায় ৩০০ সাংগঠনিক মণ্ডল কমিটি স্তরে অনলাইনে সিএএ ফর্ম ফিলআপের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী এক-দুই মাসে দল প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল স্তরে সিএএ শিবির খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোনোর পরিকল্পনা করেছে। এই মুহূর্তে প্রতিদিন গোটা উত্তরবঙ্গের একেকটি জেলা থেকে গড়ে হাজারের বেশি অনলাইন আবেদন জমা পড়ছে বলেও পদ্ম নেতাদের দাবি।

দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন গোটা রাজ্যে সিএএ শিবির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপির হয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ বাবুলাল বালা এই কাজ করছেন। এসআইআর সংকটে সিএএ কীভাবে রক্ষাকবচ হবে তা পরিষ্কার করতে ডঃ বালার বক্তব্য, 'সিএএ আইনে স্পষ্ট বলা রয়েছে কেউ যদি আজ নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন করেন তাহলে সেটার সঙ্গেই এদেশে অতীতে আপনি যা যা অর্জন করেছেন বা অধিকার পেয়েছেন তাও নিঃশর্তভাবে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ফলে ২০০২ সালে কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বীর যদি ভোটার দস্তাবেজ নাও থাকে তাহলে তিনি সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব যেমন পেতে পারেন, পাশাপাশি, ভারতবর্ষের নথিভুক্ত নাগরিক হিসেবে নিজের ভোটাধিকার সগৌরবে রক্ষা করতে পারবেন।' এজন্যেই রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনলাইনে সিএএ'র আবেদন করছেন বলে তাঁর দাবি।

রাজ্যের শাসক তৃণমূল নেতারা অবশ্য বিজেপির এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, 'বিজেপি বাংলায় ভয়ের রাজনীতি আমদানি করার নোংরা অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগে এনআরসি'র ভয় দেখিয়ে তারা যেমন মুখ থুবড়ে পড়েছিল তেমনি এবারে এসআইআর আতঙ্ক সৃষ্টির সাজাও বাংলার মানুষ বিজেপিকে দেবে।' অনলাইনে সিএএ'র জন্য ঘাসফুল নেতা-কর্মীরা যোগাযোগ করছেন বলে যে দাবি পদ্ম শিবির করছে তাকে বিধায়ক হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

এক গ্লাস ডালিমের রস হার্টকে বাঁচায়

যদি প্রতিদিন এক কাপ ফলের রস পান করেই আপনার হৃদযন্ত্র রক্ষা করা যায়? সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, প্রতিদিন মাত্র এক গ্লাস ডালিমের রস খেলেই ধমনীতে ব্লকেজ প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। ডালিমের রসে রয়েছে অসাধারণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমায়, খারাপ কোলেস্টেরল জমতে বাধা দেয় এবং ধমনী শক্ত হওয়া আটকায়। নিয়মিত ডালিম পানকারীদের রক্তপ্রবাহ মসৃণ হয় এবং হৃদযন্ত্রের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। এই উপকারী ফলটি মস্তিষ্ককেও সতেজ রাখে শুধু তা-ই নয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। প্রতিদিনের রুটিনে সামান্য ডালিমের রস যোগ করা হৃদযন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখার এক সহজ কিন্তু খুবই কার্যকর উপায়।

বিয়ারে লুকিয়ে আছে বিপদ

আপনার প্রিয় বিয়ারে স্বাদের চেয়েও বেশি কিছু থাকতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণা দেখাচ্ছে, অনেক বিয়ারে গ্লাইফোসেটের মাত্রা বেশি। এই রাসায়নিকটি ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে এটি হরমোনজনিত সমস্যা এবং ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কারণ, বিয়ার তৈরির প্রধান উপাদান বার্লি এবং গমে গ্লাইফোসেট প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। তাই এখন বিয়ারপ্রেমীদের অর্গানিক বা গ্লাইফোসেটমুক্ত বিয়ার বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বেকনে ক্যানসারের ঝুঁকি

আপনার প্রাতরাশের জনপ্রিয় একটি খাবার হল বেকন। কিন্তু প্রতিদিন বেকন খাওয়াটা ঝুঁকির ব্যাপার। নতুন গবেষণায় বলা হচ্ছে, বেশিরভাগ সুপারমার্কেটের বেকনে ব্যবহৃত নাইট্রাইট এবং নাইট্রেট নামক রাসায়নিকগুলি শরীরে প্রবেশের পর ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ তৈরি করতে পারে, যা কোলোরেক্টাল এবং পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। এই রাসায়নিকগুলি বেকনকে রং ও শেলফ লাইফ দেয়। বিজ্ঞানীরা এখন প্রথাগতভাবে প্রক্রিয়াজাত বেকন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন। প্রক্রিয়াজাত মাংস স্বাদের জন্য প্রিয় হলেও নিয়মিত সেবন দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

প্রতিদিন স্নানে ত্বকের ক্ষতি

আপনি কি জানেন, প্রতিদিন স্নান না করে বরং ২-৩ দিন পর পর স্নান করাই আপনার ত্বকের জন্য ভালো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘনঘন স্নান, বিশেষ করে গরম জল ও কড়া সাবান দিয়ে করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায়। এতে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ এবং সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। ত্বককে একটু বিরতি দিলে তা তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা ধরে রাখে, রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা বাড়ে এবং ভালো ব্যাকটিরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকে। যদি দুর্গন্ধ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে স্পট-ক্লিনিং, জামাকাপড় পরিবর্তন এবং প্রতিদিন মুখ-হাত ধোয়াই যথেষ্ট। কম স্নান করার এই অভ্যাস আপনার ত্বককে আরও স্বাস্থ্যকর ও সতেজ রাখবে।

আগুন

কিশনগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলার পোঠিয়া ব্লকের দুটি গ্রামে শুক্রবার রাতে পরপর আগুন লাগায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুটি ছাগল পুড়ে মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। সময়মতো দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মানুষের প্রাণহানির কোনও খবর নেই। শুক্রবার রাতে প্রথমে দামলবাড়ি হাটে স্বর্ণকার কার্তিকলাল কর্মকারের দোকানে আগুন লাগে। তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া পোঠিয়ার বুরনৈ গ্রামের বিজলি বেগম ও অরবিলা বেগমের দুটি কুঁড়েঘর ভস্মীভূত হয়। পোঠিয়া ব্লকের রাজস্ব আধিকারিক মোহিত রাজ জানান, সরকারি আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : বিহারের আরারিয়া জেলার পলাশি থানার পুলিশ শনিবার সকালে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নগদ ৫০ হাজার টাকা সমেত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। সম্পর্কে তাঁরা শাশুড়ি-জামাই। এদিন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে থানা এলাকার জাতীয় সড়কে একটি বাসে হানা দেয়। অভিযানে পুলিশ বমাল বেহুলা বেগম (৫৮) ও সলিউল শেখকে (৪০) গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুজন মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকার বাসিন্দা।

মাটিগাড়া যেন

প্রথম পাতার পর

এই নির্মাণ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে গেলে 'মূল' সমস্যা কোথায় তা অবশ্য শিবেনের পরবর্তী কথাতেই স্পষ্ট হল। বললেন, 'আমরা একবার ওই নির্মাণগুলো সরানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তবে ভোটেরও একটা ব্যাপার আছে। ওই নির্মাণগুলোর ওপরেই আরও নির্মাণ উঠে যাচ্ছে।'

অবৈধ নির্মাণ বন্ধের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতিরও। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায় এর আগেই এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ নির্মাণগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শনিবার এব্যাপারে ফের যোগাযোগ করা হলেই তিনি বলেন, 'হাসপাতালে আছি, পরে কথা বলছি।' পরবর্তীতে ফোন করা হলেও তিনি আর ফোন ধরেননি।

অভিযোগের ভিত্তিতে কতটা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেসংক্রান্ত প্রশ্ন উঠছে। তেমনই প্রশ্ন থাকছে প্রশাসনের তরফে নিজে থেকে কেন অবৈধ নির্মাণ রোধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদেরও। বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে কেউই অবৈধ নির্মাণের ব্যাপারে কিছু বলে না। তাই দেদারে নির্মাণ চললেও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে খুন

বহরমপুর, ২৯ নভেম্বর : সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার আগেই জেলার সদর শহর বহরমপুরের বুকে প্রকাশ্যে এলোপাতাড়ি ছুরি দিয়ে কুপিয়ে তৃণমূল নেতাকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার মধ্যরাতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। নিহতের নাম হায়াতুল্লাহ শেখ (৪৮)। ঘটনার জেরে শনিবার শাসকদলের তরফে পুরো বিষয়ের জন্য কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দায়ী করে নাম জড়ানো হয়। এরপর ঘটনা সামাল দিতে আসরে নামেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। এদিন তিনি এই ঘটনার জন্য পুরোপুরিভাবে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই দায়ী করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডলের সম্পর্কে শ্যালক হায়াতুল্লাহ রাজধরপাড়ার কুমড়োদহ ঘাট এলাকার বাসিন্দা। কাজ শেষ করে রাতে বাড়ির সামনে কুমড়োদহ ঘাট ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় জনা কয়েক দুষ্কৃতীর একটি দল ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর বুকের বাঁদিকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এরপরেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হায়াতুল্লাহ। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা সেখানে এলে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। হায়াতুল্লাহকে উদ্ধার করে দ্রুত মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান এলাকাবাসী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিকিৎসা চলার পর পরবর্তীতে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হায়াতুল্লাহর এক সম্পর্কে দাদাও রাজধরপাড়ার তৃণমূলের প্রধান পদে রয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। শনিবার ঘটনার জেরে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী বলেন, 'এই অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে। পুলিশের উচিত নিরপেক্ষভাবে সঠিক তদন্ত করা, তাহলেই দোষীরা ধরা পড়বে।'

ধৃত অনুপ্রবেশকারী

কিশনগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর : বিহারের সহরসা রেলস্টেশন থেকে শুক্রবার গভীর রাতে একজন নাইজিরিয়ান ব্যক্তিকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে রেল পুলিশ। ধৃতের নাম আব্রাহাম। তাঁর কাছে পাসপোর্ট বা ভিসা কিছুই ছিল না। কাটিহার রেল ডিভিশনের এসআরপি হরিশংকর জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি কোনওভাবে নয়াদিল্লিতে আসেন। এরপর সেখান থেকে ট্রেনে পাটনা পৌঁছান। পাটনা থেকে ট্রেনে তিনি পূর্ণিয়া আসছিলেন। ধৃতের কাছে ট্রেনের টিকিটও ছিল না। তাঁকে জেরা করে পুরো বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পিষে দিল ট্রাক

প্রথম পাতার পর

বাইপাসের রাস্তা ধরে রওনা দেন বাড়ির উদ্দেশে। শিলিগুড়ির ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দপল্লিতে বাড়ি যশদের।

স্কুটারের সামনে বসেছিল হর্ষ, পেছনে যশ। বিজয়কুমার মণ্ডলের মতো প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাণেশ্বর মোড়ের কাছাকাছি আসতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্কুটারের পেছনেই ছিল একটি বাইক। তার পেছনের আসনে বসে থাকা ব্যক্তির হাতে আড়াআড়িভাবে ধরা ছিল কাঠের একটি দরজা। ডান ও বাঁদিকে দরজার অনেকটা অংশ শূন্যে ভাসছিল। অভিযোগ, বাইকটি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় একদিকে বেরিয়ে থাকা দরজার অংশটি দিয়ে স্কুটারের পেছনে বসা যশের গায়ে ধাক্কা লাগে। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে পড়ে যায় সে। এমন সময় পেছন থেকে আসা সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটি পিষে দেয় তাকে।

স্কুটারটি দাঁড় করানোর পর স্তব্ধ হয়ে ছিলেন ষষ্ঠী। তাঁর হাত ধরে হর্ষ চিৎকার করে ওঠে, 'মা দাদা মারা গিয়েছে।' কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ভাইয়ের। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ট্রাকটি দাঁড়িয়ে পড়ে। আটকে রাখা হয় চালক মহম্মদ আরিফকে। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে থানায় নিয়ে যায়।

দেহ উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এদিনই রাত নয়টা নাগাদ আশিঘর ফাঁড়িতে এফআইআর দায়ের করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। শিলিগুড়ির এসিপি (ট্রাফিক) অহিতাগ্নি চক্রবর্তী জানালেন, পুরো ঘটনা ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্রাফিক গার্ডের উদ্বোধনের পরদিনই এমন মর্মান্তিক ঘটনা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্কুটারচালক ওই মহিলা ও তাঁর দুই সন্তান- কেউই হেলমেট পরে ছিলেন না। অন্যদিকে, বাইকের পেছনে বিপজ্জনকভাবে সামগ্রী ধরে বসে থাকা কীভাবে নজর এড়াল ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের? সেই বাইক সওয়ারিকে চিহ্নিত করতে এবং বিস্তারিতভাবে দুপুরে কী ঘটেছিল, তা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ প্রয়োজন। সেই ফুটেজ খুঁজতেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে তদন্তকারীদের। সদাব্যস্ত সেই ঘটনাস্থলে পুলিশের তরফে কেন সিসিটিভি বসানো হয়নি, সে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

বড় হয়ে চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইত যশ। প্রতিবেশী রিঙ্কু সাহা ভারী গলায় বলছিলেন, 'ক্যারাটে শিখত ছেলেটা। সকালে উঠে তুলসী গাছে জল না দিয়ে খাবার খেতে চাইত না। কার্তিক মাসে ভোরবেলায় গলায় নামাবলি জড়িয়ে কীর্তনের দলের সঙ্গে এলাকা ঘুরত। সবার কপালে সুন্দরভাবে তিলক কেটে দিত। বাড়িতে মন্দির আছে। সেখানেও পুজো দিত। ঠাকুরের প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি।'

সম্পর্কে যশের এক মামি জানালেন, ওর বাবা রঞ্জনকুমার প্রসাদ কর্মসূত্রে বিহারে থাকেন। শিলিগুড়িতে দাদুর বাড়িতে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকত যশ। ঘটনার পর থেকে জ্বরে ভুগছে হর্ষ। শোকের সাগরে ডুবে দুর্ঘটনায় মৃত পড়ুয়ার পরিবার, পরিজন, স্কুলের শিক্ষক থেকে সহপাঠীরা।

চলো যাই চলে যাই, দূর বহুদূর...

বিমল দেবনাথ

শীত এলে 'চলো যাই, চলো যাই। চলো যাই চলে যাই, দূর বহুদূর...' গানটা গুনগুন করে ওঠে মনে। বাউল বাতাসের মতো হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। যেতে চাইলেই তো যাওয়া যায় না। যাওয়ার আগে ও পরে থাকে অনেক কারণ। কারণ যখন একার থাকে না, অনেকের হয়ে যায়, তখন নজরে আসে। তবে কি একা যাওয়া যায় না? যায়। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব... তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব, একাকী যাব না, অসময়ে।' একা হারিয়ে গেলে জীবনের ঠিকানা কাকে দিয়ে যাব? অসময় এলেই তদ্বিপরীত পরিযানের প্রয়োজন হয় বেঁচে থাকার জন্য- 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাব' কথাটা প্রমাণ করার জন্য।

হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ স্তন্যপায়ীর দেশে বা দেশান্তরে জোটবদ্ধ চলার আর এক নাম 'মাইগ্রেশন' বা পরিযান। পরিযানে যারা থাকে তাদের 'পরিযায়ী' বলা হয়। এই পরিযায়ী শব্দটা 'করোনা'র আগে তেমনভাবে নাড়া দিত না। আগে মাইগ্রেশন বললেই চোখের সামনে ভেসে উঠত

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও কক্ষপথীয় গতির ফলে যখন উত্তর গোলার্ধে তীব্র শীতে জল জমে বরফ হয়ে যায়, পরিবেশ অনুকূল থাকে না; তখন মোহনচূড়ার মতো অনেক পাখি চলে আসে দক্ষিণ গোলার্ধে।

মাসাই মারা-সেরেঙ্গেটির মহাপরিযানের দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ তৃণভোজী স্তন্যপায়ী যেমন- ওয়াইল্ডিবিস্ট, জেব্রা, গেজেল হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে। চলতে চলতে বাচ্চা প্রসব করছে। ঘাস খাচ্ছে। খেতে খেতে নিজেরাও খাদ্য হয়ে যাচ্ছে অন্য কারও। বড় বিড়াল (সিংহ, চিতা, চিতাবাঘ) ও কুমির ওঁত পেতে বসে থাকে জঙ্গলে ও জলে, বছরের সেরা উদরপূর্তির জন্য। কেউ চলে যায় চিরতরে। 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকা' তথ্যে যারা বেঁচে যায় তারা বিজয়ী। ওদের যাত্রাপথ আমাদের পথের মতো 'ফোর লেন', 'সিক্স লেন' হয় না। ওদের জীবন বদ্ধ হয়ে থাকে এক অতি বৃহৎ চক্রপথে। সেই চক্রপথ কমপক্ষে ৮০০ কিলোমিটার, যেটা কোনও কোনও বছর বেড়ে হতে পারে ১৮০০ কিলোমিটার। পথে পড়ে তানজানিয়া দেশের সেরেঙ্গেটি সহ নকরোরো, মাসাওয়া সংরক্ষিত বন, স্বালাগেটি, গ্রুমেটি নদী এবং কেনিয়ার মাসাই মারা সংরক্ষিত বন ও তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিখ্যাত মারা নদী। জীবনচক্রে এই চক্রপথ অনন্ত। তবুও 'মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।' তারাও যাত্রায় নেমে পড়ে।

করোনার পরে পরিযায়ী শব্দটা অনেক বেশি পরিচিত। নদীভাঙনের উদ্বাস্তু পরাণীর শিশিরভেজা ধুলোর উঠোনে, শীত পড়লে যখন উড়ে এসে বসে পাখি, মেয়ে মালতী বলে ওঠে, 'মা দেখো দেখো পরিযায়ী পাখি। মোহনচূড়া। স্যর বলেছে- পাখিটা শীতকালে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ইউরোপ, উত্তর এশিয়া থেকে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে চলে আসে আমাদের দেশে। এখানে পুষ্ট হয়ে গরম পড়লে আবার ফিরে যায় নিজেদের দেশে। এই রকম কত পাখি আসে! তুমি কিছু জানো না।' মালতী কি জানে তার বাবাও পরিযায়ী? আমরা কতজন জানি এই যাওয়া আসার কারণ। আসল কারণ তো এইখানে 'তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।'

প্রজনন ও ভরণ-পোষণ জন্য কত মানুষ, কত পাখি, কত তৃণভোজী প্রাণী পরিযানে যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও কক্ষপথীয় গতির ফলে যখন উত্তর গোলার্ধে তীব্র শীতে জল জমে বরফ হয়ে যায়, পরিবেশ অনুকূল থাকে না; তখন মোহনচূড়ার মতো অনেক পাখি চলে আসে দক্ষিণ গোলার্ধে। উজ্জ্বল দারুচিনি রঙের আমাদের চখাচখি পাখি, তারাও কি কম দূর থেকে আসে? সে আসে তিব্বত, উত্তর এশিয়া থেকে। ফুলের মতো ফুটে থাকে আমাদের জলা ও নদীতে।

আমাদের দাগি রাজহাঁস (বারহেডেড গুজ) আসে মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, তিব্বত থেকে হিমালয় পাড়ি দিয়ে। ডানার তলায় থাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট! ভাবতেই মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। রাজার মতো মাথা উঁচু করে যখন হাঁটে, ওদের মাথায় দাগ দেখা গেলেও একবারও মনে হয় না ওদের দাগি। ওটা তো বয়সের মাপকাঠি। মনের

এরপর ষোলোর পাতায়

পরিযায়ী

দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে জীবনের খোঁজ করাটা আজকের প্রবণতা নয়, বহুদিনের। পাখি, পশু তো বটেই এভাবে যাযাবরবৃত্তিতে মানুষও পিছিয়ে নেই। আর এই সুবাদে জীবনে জুড়ে গিয়েছে হাজার হাজার গল্প, সুখ আর দুঃখের নানা স্মৃতি। তবে পরিযায়ীদের কল্যাণে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে পুষ্ট হলেও সেই খবর অজানাই থেকে যায়।

আড়ালে লুকিয়ে পরাশ্রয়ী জীবনের প্রচ্ছদ

নবনীতা সরকার

আমার স্কুল জীবনের একটি গল্প বলি। তখন আমি বালুরঘাটে। সদ্য যোগ দিয়েছি প্রথম চাকরিতে। কত স্বপ্নের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। এইরকমই শীতকাল। খোলা আকাশের নীচে অনন্ত একটা পৃথিবী। ভোর হতেই ঘুম ভাঙা চোখে দেখি চারটে দেওয়াল, একটা সিমেন্ট ঢালাই করা চৌকির ওপরে বিছানা পাতা। তার ওপরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি আমি। চারপাশে কেউ নেই, আমার জানলা, জানলার বাইরেই বিশাল বাগান, রাস্তা, ট্রেনের ঝাঁকুনি- সবই এক কলমের আঁচড়ে মিলিয়ে গেছে। আমি তখন নিজের পাড়া, নিজের পথ, নিজের শহর ছেড়ে অন্য শহরে। পরিযায়ী। 'পরিযায়ী' শব্দটায় একটা ছেড়ে যাওয়ার গল্প আছে। কিছুটা চলমানতাও। স্বাধীন জীবনের একটি কাঁটাও ফুটে থাকে এই শব্দের মধ্যে। কেমন?

আমার বর্তমান চাকরিস্থল যেখানে, সেই সীমান্ত প্রদেশের একটি জীবন্ত ছবি হল সেখানকার কাঁটাতার ঘেরা নো ম্যানস ল্যান্ডগুলি। প্রতিদিন যাতায়াতের পথে নানা রংদার পাখির দেখা মেলে সেখানে। এরা কারা? শুনেছি এরা সব পরিযায়ী পাখি। শীতের গা ধোয়ানো রোদে শোনঘাট যখন গায়ে হলুদের পর সদ্য স্নান সারে, দুধসাদা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বাটা হলুদের নির্যাস, তখন এই পরিযায়ী পাখিগুলি মিনে করা কানপাশা আর

এ তো নিছক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সন্ধান নয়, একটা অদেখা বৃহদাকায় নখদন্তহীন নখর ভক্ষকের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলে দলিত একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার চরম নির্মম দিক যা সাধারণ মানুষকে সুখের ললিপপ দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সমাজ সংসার সবকিছু থেকে।

নাকছাবির মতো জ্বলজ্বল করে তার মুখে। কিন্তু পরিযায়ী মানে কি এতটাই নয়নাভিরাম? এতখানিই সুন্দর এবং সুখকর? 'পরিযায়ী' শব্দটি যতখানি শ্রুতিমধুর ঠিক ততখানিই কষ্ট বয়ে যাওয়ার ছাপ রয়েছে এই শব্দে। একটা উদ্বাস্তু জীবনের এবড়োখেবড়ো স্মৃতি। এই চিত্র এ দেশের সর্বত্র। খোঁড়া এক অর্থনীতির জাঁতাকলে পিষছে বহুকাল থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জীবন-... 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ' বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাইলকে মাইল পথ হাঁটা। প্রাণই এক আশ্চর্য সম্পদ। কিন্তু পরিযায়ীদের প্রাণ আছে? নাকি তাঁরা শুধুই রাষ্ট্রযন্ত্রের এক একটি কল? প্রশ্ন হল- নিজের শিকর উপড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মানুষ বসবাস করে কেন? কী প্রয়োজন? মূল প্রয়োজন একটাই- অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। শোনঘাট থেকে সাঁইথিয়া, শিবপুর থেকে শিলচর- কান পাতলেই শোনা যাবে এই এক গল্প।

সেই কবেই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত দেখেছিল রেললাইন পাতার কুলিলাইনে এই ছবি। উপলব্ধি করেছিল- এ তো নিছক অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সন্ধান নয়, একটা অদেখা বৃহদাকায় নখদন্তহীন নখর ভক্ষকের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলে দলিত একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার চরম নির্মম দিক যা সাধারণ মানুষকে সুখের ললিপপ দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সমাজ সংসার সবকিছু থেকে। আমি নিজে দীর্ঘদিন নিজের ঘর ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করেছি, আমার মতো আরও সহস্র লক্ষ চাকরিজীবী রয়েছেন যাঁরা পেটের দায়ে এক স্থান থেকে বেরিয়ে অন্যত্র, হয়তো ততোধিক দুর্গম কোনও স্থানে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা নিয়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার, যেখানে হাঁটাপথ ছাড়া আর কোনও যোগাযোগের মাধ্যম নেই এমন স্থানে দিনের পর দিন চাকরি করছেন। এমনও শুনি যে কেউ কেউ তো নৌকায় পার হওয়ার মতো সুব্যবস্থাও পান না, সাঁতরে পার হতে হয় তাঁর কর্মস্থলের লক্ষ্যে। শিক্ষকতার সূত্রে রিয়া, পাপিয়া, ত্রিসেনা, সরস্বতীরা আমার কাছে মাঝে

এরপর ষোলোর পাতায়

পরিবেশ ও অর্থনীতিতে অবদান অস্বীকারের উপায় নেই

অম্বরীশ ঘোষ

পরিযায়ী শব্দটা শুনলেই মনে হয় যে শব্দটির দুটো শক্তপোক্ত সুন্দর ডানা আছে। এক্ষুনি নীল আকাশের বুক ভেদ করে উড়ে যাবে অথবা রেল-বাস-জাহাজে এক প্রান্ত থেকে সড়ক বা জলের বুক চিরে ছুটবে ডানায় ভর করে। শব্দটাতে রয়েছে একটা মত্ততা, হার না মানার সুবাস। প্রতিকূলতাকে মুখ ভেংচে মেরুদণ্ড সোজা রাখার সাহস রয়েছে শব্দটার। একটা সময় ছিল যখন এই ডানা দুটোতে শুধু সুখ আর আনন্দ দেখতে পেতাম। এখনও পাই কিন্তু সেটা সবটা জুড়ে নয়। বিশেষত কোভিডের সময় ডানার একপাশ জুড়ে শুধু অপমান, লড়াই আর কষ্টই দেখতে পেয়েছি। বিশেষত তখন থেকেই পরিযায়ীদের আরও একটু বেশি দেখার নেশা চেপে বসেছে। একইভাবে নেশা চেপে বসেছে ১৯৭৯ সালে প্রণীত 'আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইন' সময়ের সরণি বেয়ে আদৌ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কি না সেটা খতিয়ে দেখার। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করছে প্রত্যক্ষ বা কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে, তাঁদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতির পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে কি না সেটা দেখার চোখ বদলেছে। তাঁদের এই নাগরিক সুরক্ষা ও অধিকার বিষয়টিতে আরও যত্নের প্রয়োজন কি না সেটাও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। একই কথা প্রযোজ্য পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রেও। তাদের নিধনে এক লক্ষ টাকা জরিমানা ও এক বছরের কারাবাসের আইন বলবৎ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আশু পরিবর্তন ছাড়া আইন শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলই দেখছে। অথচ পরিবেশ এবং অর্থনীতিতে তাঁদের অবদানের কথা অস্বীকারের বিন্দুমাত্র জায়গা নেই।

পরিযায়ী পাখিরা ক্ষতিকর পোকামাকড় নিঃশেষ করে পরিবেশ ও কৃষির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে যেখানেই পরিযায়ী পাখিরা আনাগোনা করছে, সেখানে কীটনাশকহীন স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে জোগান পর্যাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে। হাসি ফুটেছে অর্থনীতির মুখে। শুধু কি শস্যক্ষেত্র! গৃহপালিত পশুরাও চারণের সময় তাদের লোমের ভেতরে বাসা বাঁধা পোকাদের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রোগহীন থাকতে পারছে। ফলে পশুপালনকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির যে শাখা তার হুমকির মুখে পড়ার হাত থেকে দূরত্ব রেখে উত্তরণের পথ দেখতে পারছে। পরিবেশ-পর্যটনকেও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে চলেছে পরিযায়ী পাখিরা, যার সুফল ভোগ করতে পারছে স্থানীয় অর্থনীতি। বেশ কিছু ফলের বীজ রয়েছে যা পাখির পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। অরণ্য ও বৃক্ষকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে সবল করে তোলে এই অঙ্কুরোদগম। পাখিদের পরিপাকতন্ত্র বর্জিত বিষ্ঠা একদিকে যেমন মাছেদের পুষ্টিকর খাবার হয়ে উঠেছে,

পরিবেশ-পর্যটনকেও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে চলেছে পরিযায়ী পাখিরা, যার সুফল ভোগ করতে পারছে স্থানীয় অর্থনীতি। বেশ কিছু ফলের বীজ রয়েছে যা পাখির পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

অপরদিকে স্থলভাগের নানান গাছগাছালি তথা শস্যের জৈব সারের চাহিদা পূরণ করে অর্থনীতিকে করে চলেছে পরিপক্ক। একটি বিমানকে ১০ বা ১১ ঘণ্টা উড়তে হলে মাঝে অনেকটা সময় বিশ্রাম নিতে হয় অথচ পরিযায়ী এক-একটি পাখি দিনে ১০-১১ ঘণ্টা এক নাগাড়ে উড়ে বিশ্বকে অবাক করে দেয়। এই ওড়ার সময়কালে দুর্গম স্থানেও তাদের বিষ্ঠার সঙ্গে নির্গত নানান বীজ পড়ে বনাঞ্চল তৈরি হয়। আর বনাঞ্চল বেড়ে ওঠা মানে যে অর্থনীতি ও পরিবেশের কতটা স্বস্তি সে কথা নতুনভাবে উচ্চারণের দরকার হয় না। পাখি বাদেও মোনার্ক প্রজাপতি উত্তর আমেরিকা ও তার আশপাশের দেশগুলোতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক সংযোগের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। আফ্রিকান হাতি, স্যামন মাছ প্রভৃতিরও পরিযায়ী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে এবং বাস্তুতান্ত্রিক গঠনগত ভূমিকা রয়েছে। এই ভূমিকা কিন্তু অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

এ তো গেল পশুপাখিদের পরিযায়িতা এবং তাকে ঘিরে বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আখ্যান। এবারে আলোচিত হোক সেইসব মানুষের কথা যাঁরা মুখ্যত জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের নজরে তাঁদের ঘিরে থাকা পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর আর নিষ্পাপ মুখগুলোতে খাবার সরবরাহ করার জন্য নিজের বসবাসের অঞ্চল ছেড়ে ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁদেরই আমরা পরিযায়ী বলি। কোথাও কোথাও তাঁদের শ্রমকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের 'অতিথি শ্রমিক'ও বলা হয়ে থাকে। এই মানুষগুলোর সংখ্যা যেমন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে অবদানও। এই অবদান সমাজনীতিতে, এই অবদান অর্থনীতিতে।

এরপর ষোলোর পাতায়

কনকনে শীতে উপেক্ষিত ইতিহাসে উষ্ণতার ছোঁয়া

বিকাশরঞ্জন দেব

জিমেরওয়াল্ড। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। নভেম্বর মানে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ। সুইৎজারল্যান্ডের এমন একটি গ্রামে লুকিয়ে আছে সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস। দেশটার অর্থনীতি ব্যাপকভাবে পর্যটন নির্ভর বলে সুইৎজারল্যান্ডের প্রতিটি স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর ইন্টারনেটে পাওয়া যায়- সে জায়গা যতই ছোট হোক না কেন! অথচ যেখানে একশো বছরের আগে ইউরোপের ৩৮ জন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পরিচয় গোপন করে পক্ষীতত্ত্ববিদ সেজে তিনদিন ধরে বৈঠক করে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নয়া দিশা তৈরি করেছিলেন, তার কোনও তথ্যই সুইৎজারল্যান্ডের পর্যটন মানচিত্রে নেই? কি বিস্ময়কর বিস্মরণ?

জিমেরওয়াল্ডের সঙ্গে সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ নেই। ম্যাপ দেখে বিয়েল থেকে বার্ন হয়ে যেতে হল 'কেরসাজ' নামে একটি ছোট গ্রামে। সেখান থেকে বাসে জিমেরওয়াল্ড। দিনটা ১৬ নভেম্বর। নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষপূর্তি ২০১৮ সালের সেদিনটায়। জিমেরওয়াল্ড পাহাড়ি এলাকা। নেটে সার্চ করে দেখলাম তাপমাত্রা -২ ডিগ্রি। প্রচণ্ড কুয়াশা চারদিকে এবং কনকনে ঠান্ডা। ঠান্ডায় এলাকাটি প্রায় জনমানবহীন।

আরও সমস্যা সুইসরা বেশিরভাগই ইংরেজি বোঝেন না। তাঁরা বেশিরভাগ জার্মানভাষী। কিছু সংখ্যক ফরাসিভাষীও আছেন। তাই কথা বলা খুব সমস্যা। এদিক-সেদিক হেঁটে বেড়ালাম, কিন্তু কোনও সমাধান হল না। প্রবল শীতে বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপছি আর ভাবছি কী করব। রাস্তার উপরে যে দু'তিনটি বাড়ি আছে, সেখানেও দরজা-জানলা সব বন্ধ।

শেষপর্যন্ত বুক ঠুকে ঢুকে গেলাম রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে। দেখলাম, জনাকয়েক মানুষ বসে আছেন। মনে হল একটি গ্রামীণ ব্যাংক। কাউন্টারের ভেতরে বসা এক ভদ্রমহিলা আমাকে বিদেশি মনে করে ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, আমি কী চাইছি। আমার জানার বিষয় বুঝতে পেরে তিনি বললেন, তিনি শুনেছেন যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের ওরকম একটা মিটিং হয়েছিল ওই গ্রামে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর বাইরে বিশদে কিছু জানেন না।

তবে ওই বাড়ির অন্য একটি অংশে স্থানীয় পুরসভার কার্যালয় আছে জানালেন। কিন্তু সেই অফিসে সেদিন সাপ্তাহিক ছুটি। তবে আমি এত দূরদেশ থেকে সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসের এরকম একটি বিলুপ্ত মাইলফলকের খোঁজে এসেছি শুনে বললেন, পুরসভার কার্যালয়ের এক আধিকারিক কাছেই থাকেন। নিজেই তাঁকে ফোন করে ওই ব্যাংককর্মী জানতে চাইলেন, তিনি সেদিন অফিসে আসতে পারবেন কি না?

'ইন্ডিয়া' থেকে এরকম এক শীতল দিনে এসেছি শুনে পুরসভার সেই আধিকারিকও রাজি হলেন অফিসে আসতে! আমি শুনে তো আপ্লুত! তার আগে একটু সেই ইতিহাসের কিছুটা বলে নিই এই ফাঁকে। লেনিন তো বটেই, জিনোভিয়েভ, ট্রটস্কি'র পা পড়েছিল সুইৎজারল্যান্ডের এই ছোট্ট গ্রামে। তাছাড়া ছিলেন মার্তভ, রাদেক, কোলনতাই, থ্যালেইমার, চের্নভ, রবার্ট গ্রিম প্রমুখ বিভিন্ন চিন্তাধারার ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীরা।

১৯১৫ সালের ৫-৮ সেপ্টেম্বর জিমেরওয়াল্ডে ওই সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুইস নেতা রবার্ট গ্রিম ও তাঁর সহযোগীরা। সেই সম্মেলনে শুধু বিপ্লবী বামপন্থীরাই আমন্ত্রিত হলেন না। যুদ্ধবিরোধী সমস্ত দল ও ব্যক্তিকে ডাকা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের অন্যতম মঞ্চ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে সংগঠিত করার চেষ্টায় লেনিন নতুন আন্তর্জাতিক মঞ্চ গড়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের একটি মঞ্চে সমবেত করতে চেয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি জিমেরওয়াল্ড সম্মেলন।

যাই হোক, মনে মনে ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে চরকিপাক খেতে খেতে জিমেরওয়াল্ড পুর কর্তৃপক্ষের সেই আধিকারিক তিনি এসে পড়লেন। জানলাম, তিনি 'ওয়াল্ড' স্থানীয় সরকারের প্যারিস ক্লার্ক (Parish Clerk)। নাম Ms. RIEDWYL। দেখা গেল, তিনিও ইংরেজিতে খুব সড়োগড়ো নন। কিন্তু আন্তরিকভাবে বিদেশি এই অনুসন্ধিৎসুকে পুরো বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বলার জন্যে আগ্রহী।

তাঁর অফিসে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কাছেই ছিল সব গুরুত্বপূর্ণ দলিল যে দেরাজে রাখা আছে, তার চাবি। সেখানে মজুত পুরো দলিল-দস্তাবেজই আমার হাতে দিয়ে দিলেন দেখা এবং ছবি তুলে নেওয়ার জন্য। আমাদের দেশে যা অকল্পনীয়। এরকম নথি দেখা ও ছবি তোলার জন্য আমাদের দেশে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। আমার সবচেয়ে খুশির কারণ হল, সেই দেরাজে পেয়ে গেলাম কিছু অমূল্য ছবি, যা আজ পর্যন্ত নেটে আমার চোখে পড়েনি।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ওইসব ছবি, নথি ইত্যাদি ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর মনে উষ্ণতার হাওয়া বইয়ে দিল। ঐতিহাসিক সেই অতিথিশালার ছবি, জিমেরওয়াল্ডের সেই ইতিহাস সংরক্ষণের আর্জি জানিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার পড়ুয়াদের চিঠি, বার্নে লেনিনের সেই বাসস্থান। উপরি পাওনা বার্নে আইনস্টাইনের বাড়ির দুষ্প্রাপ্য ছবি।

Ms. RIEDWYL আমার সঙ্গে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে যেখানে সমাজতন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল, সেই অতিথিশালাটি দেখালেন। তাঁর মতে, সেখানে ব্যাংক এবং পুর কার্যালয় গড়ে উঠেছে Pension Beau Sjour-কে আংশিক ভেঙে দিয়ে! ১৮৬০ সালে Pension Beau Sjour নামের অতিথি আবাস গড়ে তোলা হয়েছিল স্থানীয় একটি পার্কে। যে অতিথি আবাসে পক্ষীতত্ত্ববিদ পরিচয়ের আড়ালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা তিনদিন বৈঠক করেছিলেন।

এমন একটি স্মারকচিহ্নকে শুধুমাত্র সাম্যবাদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল জিমেরওয়াল্ড পুর কর্তৃপক্ষ। যারা অতীতের সমস্ত গৌরব রক্ষণাবেক্ষণে এত আগ্রহী, তারা কীভাবে এধরনের কাজ করল, ভাবতে অবাক হতে লাগে। ভেঙে ফেলার যুক্তি কী দেখানো হয়েছিল? বাস চলাচলের রাস্তা ও বাস স্টপের জন্য নাকি জায়গা করে দিতে!

ভাগ্যক্রমে এর পাশে একটি বাড়ি, যেটাও ছিল ওই অতিথিশালার অংশ, সেটি এখনও অক্ষত। অতিথিশালা ভেঙে ফেলার মতো ঐতিহাসিক ভুলকে সামাল দিতে জিমেরওয়াল্ড পুর কর্তৃপক্ষ দুটি কাজ করেছিল- প্রথমত, প্লাইউড ও কার্ডবোর্ড দিয়ে একটি স্মৃতিফলক লাগিয়েছিল ওই স্থানে, যা একটি শীতকাল পেরোনোর আগেই ধ্বংস হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক আলাপ-আলোচনার পর ওই এলাকার মানুষ স্থানীয় একটি চার্চে ১৯১৫-র সেই সম্মেলনকে স্মরণ করে একটি সভার আয়োজন করেছিল।

অথচ নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সুইৎজারল্যান্ড যেমন লেনিন অথবা অন্যান্য মার্কসবাদী বিপ্লবীদের স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, তেমনই সাম্যবাদ বনাম পুঁজিবাদের লড়াইয়ে আপাত-নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে চেয়েছে। সামরিক নিরপেক্ষতার কারণে ১৮১৫ সালের পর থেকে ইউরোপের নানা দেশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সুইৎজারল্যান্ড ছিল ব্যতিক্রম। তাই সুইৎজারল্যান্ডের প্রতিটি জনপদে আছে সেই স্থানের অতীতের ইতিহাস রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, আছে মিউজিয়াম। প্রতিটি শহরের একটি অংশে অবিকল রাখা আছে পুরোনো দিনের বাড়িঘর, যা সাধারণভাবে 'পুরানো শহর' নামে পরিচিত।

যেমন বার্ন শহরে আইনস্টাইনের আবাসস্থল বা ভেবে শহরে চার্লি চ্যাপলিনের অট্টালিকা কী অপরূপ সংগ্রহশালাতে পরিণত করা হয়েছে। যে দেশ এত সুন্দরভাবে ইতিহাস রক্ষা করে চলেছে, সেই দেশই আবার সমাজতন্ত্রীদের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে একেবারে উদার নয়। সেজন্য সম্ভবত বার্নের যে বাড়িতে লেনিন টানা দু'বছর কাটিয়েছিলেন, তা সেই শহরে খুঁজে বের করতে পারলাম না কয়েকবারের চেষ্টাতেও।

জুরিখের যে বাড়িতে (Spieggelgasse, 14) লেনিন থাকতেন ১৯১৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯১৭ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত, সেই বাড়ির বাইরে শুধু একটি ফলকে সে কথা লেখা আছে। কিন্তু লেনিনের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনও চেষ্টা নেই। আপাত-নিরপেক্ষ চরিত্রের কারণেই সম্ভবত মার্কসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্মৃতি সুইৎজারল্যান্ডের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রাখতে চায়নি।

জিমেরওয়াল্ডে লেনিন সহ বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী নেতাদের স্মৃতির প্রতি এই অবহেলা শুধু সমাজতন্ত্রী নয়, সার্বিকভাবে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের মনকে ভারাক্রান্ত করে দেবে। ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে কিন্তু সচরাচর এমন ঘটে না। হয়তো সুইৎজারল্যান্ডের নিরপেক্ষ অবস্থানই এজন্য দায়ী? অথচ কী ভীষণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব সুইৎজারল্যান্ডের ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম জিমেরওয়াল্ডের।

সুইস রাজধানী বার্নের দক্ষিণে বার্নিস আল্পস পর্বতমালায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯০০ মিটার উচ্চতায় এই জিমেরওয়াল্ড গ্রামটি। সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এই ছোট্ট জনপদটির এত গুরুত্ব থাকার প্রেক্ষাপটটিও ভেবে দেখার মতো। ১৯১৪ সালের অগাস্ট মাসে ইউরোপজুড়ে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে লেনিন চলে যান বার্নে।

তিনি চেয়েছিলেন, ওই যুদ্ধে যুদ্ধরত দেশগুলির সমাজতন্ত্রীরা নিজ নিজ দেশে যুদ্ধ-সহায়ক ভূমিকা পালন করবে না। কিন্তু যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য দলগুলি ওই যুদ্ধের শরিক হয়ে গেল। বেশিরভাগ দল তাদের দেশের শাসককে যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লেনিন অবাক হয়ে দেখলেন, জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল রাইখস্ট্যাগ অধিবেশনের ভোটে যুদ্ধপ্রয়াসকে সমর্থন করল। তাঁর মতে, সেটা ছিল 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এযাবৎ কালের সবেচ্চি বিশ্বাসঘাতকতা'।

জিমেরওয়াল্ডের সম্মেলনে লেনিন তাঁর মতামত পুরোটা গ্রহণ করাতে পারলেও যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হল, তা ১৯১৫ পরবর্তী সময়ে ইউরোপজুড়ে বামপন্থী মহলে শান্তির সপক্ষে লড়াইয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ঐতিহাসিক গুরুত্বের জিমেরওয়াল্ড ২০০৩ সাল পর্যন্ত ছিল বার্ন ক্যান্টনের অধীনে একটি স্বতন্ত্র পুর কর্তৃপক্ষ। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ইংলিশবার্গ এবং জিমেরওয়াল্ড মিলে ওয়াল্ড পুর কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে এই পাহাড়ি জনপদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১১৭১।

সুইৎজারল্যান্ড ছোট্ট দেশ। গ্লোবের মধ্যে দেশটির নাম পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে হয়। কারণ গ্লোবের যতটুকু জায়গা নিয়ে দেশটি অবস্থান করছে, তারমধ্যে দেশের নাম পুরো লেখা যায় না। ট্রেনে দেশটির একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে চার ঘণ্টায় যাতায়াত করা যায়। বিশ্বের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র দেশটির গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। কারণ, সুইৎজারল্যান্ড ১৮১৫ সাল থেকে বিশ্ব রাজনীতিতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

একদিকে নিরপেক্ষ, অন্যদিকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এজন্য উনবিংশ অথবা বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের কোলাহলমুখর দিনগুলিতে অথবা রাজনৈতিক কারণে দেশ থেকে বিতাড়িত রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের অত্যন্ত পছন্দের দেশ ছিল সুইৎজারল্যান্ড। যেমন জারের রাশিয়া থেকে বিতাড়িত লেনিন, মেনশেভিক মার্তভ, ভারতীয় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলে আসা চার্লি চ্যাপলিন।

চার্লি তাঁর জীবনের শেষ ২৫টি বছর কাটিয়েছিলেন সুইৎজারল্যান্ডের ভেবে (VEVEY) শহরে (১৯৫২-১৯৭৭)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কমিউনিস্ট সমর্থক বলে তাঁকে সেদেশে ঢুকতে দিচ্ছিল না, তখন ভেবেতে আশ্রয় নিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়ে গেলেন। লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবের আগে মোট সাড়ে ছয় বছর সুইৎজারল্যান্ডে ছিলেন।

২০১৮ ও ২০১৯ সালে আমাদের এখানকার পুজোর ছুটিতে পরপর দু'বার গিয়েছিলাম সুইৎজারল্যান্ডে। ছিলাম মূলত বিয়েল আর বাসেলে (টেনিসের মহাতারকা রজার ফেডেরারের শহর)।

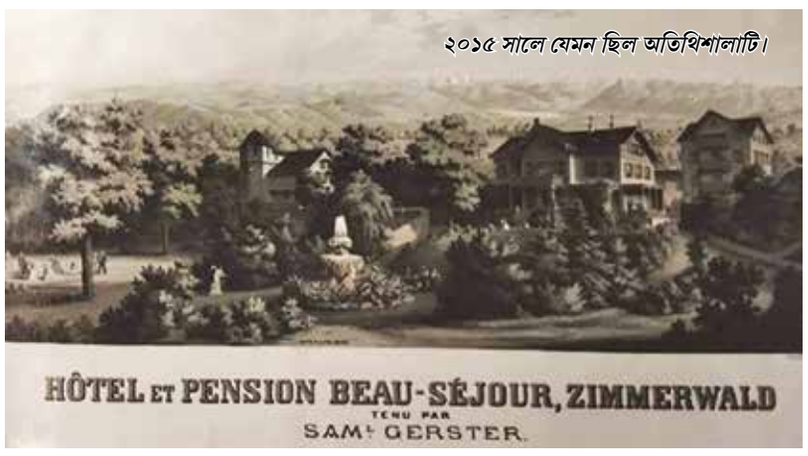

২০১৫ সালে যেমন ছিল অতিথিশালাটি।

এখন সেই অতিথিশালার চেহারা।

আয় মন বেড়াতে যাবি

জিমেরওয়াল্ডে লেনিন সহ বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী নেতাদের স্মৃতির প্রতি এই অবহেলা শুধু সমাজতন্ত্রী নয়, সার্বিকভাবে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুদের মনকে ভারাক্রান্ত করে দেবে। ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে কিন্তু সচরাচর এমন ঘটে না।

জিমেরওয়াল্ড পুরসভায় সংরক্ষিত ঐতিহাসিক সভার দলিল।

বার্নে আইনস্টাইনের বাড়ি।

চলো যাই চলে যাই, দূর বহুদূর...

পনেরোর পাতার পর

ভেতর কবি বলে- 'তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।' আমাদের জলায় ঘুমন্ত বুদ্ধের জল-ছবির মধ্যে দেখি মাউন্ট এভারেস্ট।

এদের মতো ফিরে ফিরে আসে- গাডোয়াল, নর্দার্ন শোভলার, ইউরেশিয়ান উইজেন, মালার্ড, হুইসলিং ডাক, ফালকেটেড ডাক, স্পট বিল, কমনশেলডাক, নর্দার্ন পিন টেইল, বৈকাল টিল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, আর কত কী! শুধু কি জলের হাঁস, আসে স্থলের পাখিও।

শুধু স্তন্যপায়ী, পাখি নয়, কীটপতঙ্গরাও পরিযানে যায়। হিমালয় থেকে বুনো মৌমাছি (এপিস ডরসাটা) বসন্ত বাতাসে ফুলের গন্ধে উতলা হয়ে শত শত কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে চলে যায় সুন্দরবনে। মধু খায়, পরাগ সংযোগ ঘটায়, প্রজনন করায়, নিজেরাও করে; তারপর নতুন প্রজন্ম নিয়ে ফিরে আসে মৌসুমি ও (বায়ুর) হিমালয়ের আলিঙ্গনের আগে।

পরিযান বিভিন্ন ধরনের, যেমন- বাসস্থানের অক্ষাংশ ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দ্রাঘিমাংশ ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উঁচু থেকে নীচু অঞ্চলে এবং তদ্বিপরীত। এছাড়াও আছে দিনের সময়কাল, আংশিক, সম্পূর্ণ, প্রাত্যহিক, চক্রচর ও মরশুমি পরিযান। পরিযান ঘটে খাদ্য ও প্রজননের জন্য। তাছাড়াও আরও কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে। যেমন- ছোট দিন, আলোকপর্যাবৃতি (Photoperiodism) এবং মরশুমের পরিবর্তন। পরিযান সফল হয় দলের বা ঝাঁকের অভিজ্ঞ দলপতি, শরীরে চর্বির পরিমাণ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রবৃত্তি, অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যমে পৃথিবীর চুম্বকীয় প্রভাব বুঝতে পারা, এবং সূর্য ও তারাকে অনুভব করে।

ডুয়ার্সেও হাতিরা মরশুমি পরিযান করে। ধান, ভুট্টার মরশুমে উত্তরবঙ্গের বন থেকে হাতিরা পরিযান করে। কখনও দেশান্তরীও হয় নেপাল, ভুটানে। শুখা মরশুমে সমতলের পর্ণমোচী বন যখন ধূসর হয়ে ওঠে, হাতিরা ছোট ছোট দলে চলে যায় পাহাড়ের ঢালে মিশ্র-চিরহরিৎ বনে। সেখানে থাকে বাঁশ, কলা গাছ ও কিছু সবুজ গুল্ম ও গাছ। বর্ষায় সমতলের বন যখন আবার সবুজ হয়ে ওঠে, ওরা ফেরে ওদের চেনা পথে। এ পথ যে থাকে ওদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রবৃত্তিমার্গে। ওরা কী করে বুঝবে সেখানে মানুষ থাবা বসিয়েছে। ফলত বাধে দ্বন্দ্ব। মরে হাতি, মরে মানুষ। পরিযানের নিয়ম মেনে তারাও চলার পথে, বনে প্রজনন করে, প্রসব করে- আফ্রিকার মহাপরিযানের মতো। এই জন্মমৃত্যু খেলা চলছে অবিরত। শুধু কি হাতি? মরছে পরিযায়ী পাখি। ওদের কী দোষ? বছর পরে ফিরে এসে যদি দেখে চেনা জায়গা অচেনা হয়ে গেছে; অভিবাসন স্থল নষ্ট হয়ে গেছে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে, ওদের আর কিছুই করার থাকে না। তদ্বিপরীত পরিযানে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমন হতে থাকলে হারিয়ে যেতে পারে চিরতরে।

অথচ ওরা কাজ করে ইকো সিস্টেম ঠিক রাখতে। পরিযানকে নিয়ে শুরু হয়েছে মাইগ্রেশন পর্যটন। এখানেও শুরু হয়েছে বার্ড পর্যটন। সৃষ্টি করছে শ্রম দিবস। উন্নত করছে স্থানীয় অর্থনীতি। তবে পরিযায়ীদের অভিবাসনের স্থান কি ঠিক থাকছে? মতামত দেবে পাঠক- মানুষ। পাখিরাও কি ভাবছে এই নিয়ে... কবির ভাষায় বলি- 'স্কাইলাইট মাথার উপর, আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।' কী কথা কয়?

আড়ালে লুকিয়ে পরাশ্রয়ী জীবনের প্রচ্ছদ

পনেরোর পাতার পর

মাঝেই ধরা দেয় তাদের জীবনের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ছবি নিয়ে।

ত্রিসেনা আমার ক্লাসের একটি ছোট্ট মেয়ে। পড়াশোনায় মন নেই। ভারী চুপচাপ। নিছক স্বভাব ভেবে এড়িয়ে যেতে যেতেও একদিন কী মনে হল, তাকে জিজ্ঞাসা করি- কী রে মা, একটাও কথা বলিস না কারও সাথে? তোমার বন্ধুবান্ধব নেই? পাশ থেকে প্রায় পুরো ক্লাস চেঁচিয়ে বলে ওঠে - আমরা কথা বলতে চাই ম্যাম, ও সরে সরে থাকে। মেয়ের মুখে চোখ পড়তেই দেখি- ওর থমথমে মুখ। চোখ টলটল করছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে মেয়েটি। পাশ থেকে স্বস্তিকা, পিংকিরা বলে ওঠে- ম্যাম, ওর কী একটা রোগ হয়েছে। আমি একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলি - কী হয়েছে বল? পরে জানতে পারি, মেয়েটির পিসিওডি রয়েছে, একা মায়ের সংসার, বাবা দীর্ঘদিন দেশান্তরী। সুজল, আমার স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র, গত বছর পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে খবর পাই, তার বাবা মারা গিয়েছেন। বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী ছিলেন। এই একটা দুটো উদাহরণই কোটি কোটি মানুষের ললাটলিখন। অথচ আপন মাটিতে নেই কর্মসংস্থান। পশ্চিমবঙ্গের নাম এই তালিকার শীর্ষে। এই ছবি দেখলে শ্রীকান্তর সেই হতবাক প্রশ্নবিদ্ধ চোখ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না কি?

দীর্ঘ লকডাউন পিরিয়ডে কী হয়েছিল, এই সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের? কী হয়েছিল এদের বাড়িঘরের? আত্মীয়পরিজনের? একটা অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় হঠাৎ করেই ঝাপসা হয়ে গেল গোটা দেশের দৃষ্টি। যে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাই বেশি, সে দেশে - প্রাণ থাকলে সব হবে- ধরনের কথাই যেন অদৃশ্য হাতে এক ধাক্কায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় মানুষকে। দলে দলে মানুষের দেশে ফেরার সেই ছবি কি কখনও ভোলা সম্ভব? সে ফেরা তো সুখের হয়নি, স্তূপের মতো মৃতদেহ জড়ো হয়েছে শুধু।

নিজের দেশ, নিজের আকাশ ছেড়ে দিয়ে এই মানুষগুলি ভিনলোকে আস্তানা গড়েছিল দিনকতকের জন্য। চোখে কি স্বপ্ন ছিল না তাঁদের? যাঁরা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার আশায়, সুযোগসুবিধার, সুশিক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের আশায় স্বদেশ ছেড়ে পরদেশে প্রবাসী জীবনযাপন করছেন,- তাঁদের জীবনের কথাও কোথাও একই। নয় কি? দেশ তুমি তাহলে কী দিলে? তোমাকে আমি কী দিলাম? স্বপ্নের মূল্য ভীষণ সস্তা। পথে পথে খোলামকুচির মতো বিকোয় এই স্বপ্ন নামক হারানো চিরকুট। কোনও মূল্য নেই। রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার দাম চিরদিন গ্রাসরুট স্তরের মানুষকেই দিতে হয়েছে, হয়।

জীবনের দেয়ানেয়া ফুরায় না কোনওদিন, এ দাবি জীবনেরই যে পেটের দায়ে, সংসার পরিজন আত্মীয়বর্গ সন্তানকে দুধেভাতে রাখার জন্য সেই সংসার সন্তানকেই ঘরে ফেলে রেখে বা কোনওরকমে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোনও দেশে অন্য কোনও রাজ্যে এসে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে হয়। কত প্রাণ আর দেশে ফেরেও না। হোমসিকনেস শুধুমাত্র একটা রোগের নাম হয়ে রয়ে যায়।

সকাল এখন ৬টা। এক কাপ চায়ে ধোঁয়া আর মুখ থেকে নির্গত নভেম্বরের অন্তিম পর্যায় মিলেমিশে একাকার। সদ্য ঘুম ভাঙা সকালে জানলার পর্দাটুকু সরালেই দেখতে পাই ওপারে দাঁড়িয়ে আছে অদূর অতীতের আমি। আত্রেয়ীর পাড়ে বসে কত দিন কত সন্ধ্যা আত্রেয়ীর জলেই খোঁজার চেষ্টা করেছি মহানন্দার মুখ, নিজের মুখ। আসলে প্রত্যেকেই আমরা পরিযায়ী, 'পরের জায়গা পরের জমিন' আশ্রয় করেই বাঁচা। সন্তানের কপালে লেগে থাকা হালকা জ্বর আর মায়ের হাতে কলম- নিজের থেকে নিজেকে ছেড়ে গিয়ে আবারও নিজের ভিতরে প্রবেশ- রোজনামচার পান্তাভাত থেকে উঠে আসা এই ঘরকন্নার ছবিই আমার কাছে পরাশ্রয়ী জীবনের প্রচ্ছদ।

অস্বীকারের উপায় নেই

পনেরোর পাতার পর

পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলার কারণ হিসেবে বলা যায় যে বিশ্বব্যাপী পুঁজির ঘনীভবন সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্তর তৈরি করছে এবং শ্রমের গতিশীলতার তত্ত্বেও বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এই বিপ্লব কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে নয় বরং খণ্ডিতভাবে হয়েছে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। একটা নিরাশার কথা বলতেই হয় এই প্রসঙ্গে, সেটা হল 'কোনও বিকল্প নেই' বিষয়ক নিরাশা বা টিআইএনএ সিনড্রোম প্রতিনিয়ত পরিযায়ী শ্রমিক তৈরি করে চলেছে। বিষয়টিকে আরও সংক্ষেপে এবং সোজাসাপটা ভাবি বললে বলতে হয় যে পরিযায়ী শ্রমিকরা সরাসরি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে রাজ্য ও রাষ্ট্রের অর্থনীতিগত অবস্থা ও পরিবর্তনের দিকে। উন্নত দেশগুলোর প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখী চাহিদাকে কেন্দ্র করে ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ প্রতিনিয়ত গুরুত্ব দিয়ে চলেছে রপ্তানি নির্ভর আর্থিক সমৃদ্ধির দিকে। এই রপ্তানি শব্দটি দাবি করছে উৎপাদন ও প্রচুর শ্রম। যে রাজ্য বা যে অঞ্চল এই উৎপাদন ও শ্রম তত্ত্বে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সেখানেই ভিড় জমাচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বিগত দশকে আন্তঃরাজ্য পরিযায়িতা বছর প্রতি বেড়েছে প্রায় কোটি খানেক। আর এর প্রভাব পড়ে চলেছে সমাজ ও অর্থনীতিতে।

এই পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত শ্রমশক্তির বাড়তি এবং বিশ্বস্ত জোগান দিয়ে চলেছেন। তাঁরা শ্রম সরবরাহ করছেন তুলনামূলকভাবে সস্তায়। ফলে কমে আসছে শিল্প উৎপাদনের খরচ। স্থানীয় শ্রমিকরা রাজি নয় এমন কাজও তাঁরা করে চলেছেন হাসিমুখে। এভাবে উৎপাদন তথা নগর অর্থনীতিতে তাঁরা বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। শুধুই কি নির্মাণ! না, নির্মাণ ছাড়াও অন্য নানান শিল্পকে গতিশীল রাখতে তাঁরা বিনিয়োগকারীদের ভরসাও জুগিয়ে চলেছেন। তাঁদের অর্জিত অর্থ একাধারে খরচ হচ্ছে নিজেদের জীবনযাপনে। ফলে শহর বা শহর সংলগ্ন অঞ্চলের অর্থনীতি সচল এবং প্রবহমান রাখতে তাঁদের ভূমিকা থাকছে। পাশাপাশি তাঁদের উপার্জিত অর্থে সচল থাকছেন তাঁদের পরিজনরা যাঁরা বসবাস করছেন মুখ্যত গ্রামগঞ্জে। খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ অর্থনীতিতেও তাঁদের অবদান ও অংশগ্রহণ থেকেই যাচ্ছে। এ তো গেল দেশের কথা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা জানাচ্ছে, সমগ্র বিশ্বে মোটামুটিভাবে ১৭ কোটি আন্তর্জাতিক পরিযায়ী শ্রমিক শ্রম দান করছেন যাঁরা 'অতিথি শ্রমিক' তকমা নিয়ে রয়েছেন। এই বিপুল সংখ্যক মানুষও কিন্তু অপর দেশের শ্রমের ক্ষেত্র এবং অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছেন, প্রভাবিত করছেন। পরিশেষে নিজের দেশের আলোচনায় পুনরায় ফিরে আসা যাক। শ্রমিকরা শিল্পের কাজে, নির্মাণের কাজে, গৃহস্থালির কাজে এবং অন্য নানান কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে তথা পরিষেবায় নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র সমস্ত পরিসরেই অবদান রাখছেন। আর এই বিন্দু বিন্দু অবদানেই তো সিন্ধুর গভীরতা আসে এক সময়। রাষ্ট্র এবং সমাজ যেভাবে উপকৃত হচ্ছে তাঁদের দ্বারা তাতে রাষ্ট্র এবং সমাজকেও কিন্তু যত্নবান হতে হবে তাঁদের অধিকার এবং নাগরিক সুরক্ষার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে।

মৃত্যুপুরাণ

সৃজিতা চক্রবর্ত্তী

১

''জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষের সাক্ষাৎ হয় মৃত্যু নামক এক অবয়বের সঙ্গে, মৃত্যু এক সুখকর উপলব্ধি, মৃত্যুচিন্তা জীবনযাপনের নান্দনিকতায় ব্যাঘাত ঘটায় প্রতিদিন, মহৎ মানুষেরা মৃত্যুকে ভয় পায় না, কারণ তারা মৃত্যু-পরবর্তী মোক্ষ প্রাপ্তি নিয়ে সুনিশ্চিত। মৃত্যু পূর্ববর্তী সময় মানুষের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয় তার জীবনচিত্র, প্রতিটা দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আসে ক্রমশ। সেই স্মৃতিচারণার মধ্যেই যারা প্রশান্তি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে, তারাই প্রকৃত মোক্ষ লাভের যোগ্য। আমার 'মৃত্যুপুরাণ' বইটি মূলত আবর্তিত হয়েছে মৃত্যু উদযাপন, মোক্ষ প্রাপ্তি, মৃত্যু-পূর্ববর্তী স্মৃতিচারণা এই বিষয়গুলি নিয়ে। বইটির পরবর্তী পর্বে রয়েছে পুনর্জন্ম, জন্মান্তর, কর্ম, ভাগ্য, পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ। আজ থেকে বইটি পাঠকের হাতে। মতামতের অপেক্ষায়।''

বইয়ের ব্লার্ব পড়া শেষ করে আরও কিছু শব্দ জুড়লেন ডঃ সুকল্যাণ দত্ত।

সাংবাদিকদের মধ্যে একজন হাত উঁচু করে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'তাহলে স্যর, আপনার মতে কর্মই কি মোক্ষ প্রাপ্তির একমাত্র পথ অথবা মৃত্যু উদযাপন একমাত্র রাস্তা? টু বি ভেরি স্পেসিফিক, কর্মফল নিয়ে আপনার ধারণা কী?'

কয়েকজন রিপোর্টারের ক্যামেরা দ্রুতগতিতে ঘুরে গেল মঞ্চের দিকে। সাদা সুতির রুমালে ঘাম মুছতে মুছতে স্টেজের কোনায় দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে ইশারা করে এক গ্লাস জল চাইলেন সুকল্যাণ। তার মনে হল, একটা শীতল হাওয়ার দমক হঠাৎ ঘিরে ধরল তাঁকে। নয়তো বা কোনও শীতল অবয়ব তাঁর গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল মঞ্চের উপর। চশমার কাচ মুছে তিনি পুনরায় দাম্ভিক স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'আমরা যদি জন্মান্তর নিয়ে আলোচনায় যাই, তবে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে, কারণ কর্মফল যে সব সময় এই জন্মেই প্রাপ্তি হবে এমনটা নয়। কর্মফল লাভের জন্য মানুষকে জন্ম নিতে হয় বারবার। হতে পারে তুমি এই জন্মের কোনও ভালো কর্মের ফল পরবর্তী জন্মে ভোগ করবে, কিংবা পূর্ববর্তী জন্মের কোনও খারাপ কর্মের ফল তুমি এই জন্মে ভোগ করছ। তাই মানুষকে কর্মফল নিয়ে বেশি ভাবা উচিত নয়; বরং নিজের কর্মের প্রতি একনিষ্ঠ থাকা দরকার।'

শেষের বাক্যটা কিছুটা জোর দিয়েই বললেন সুকল্যাণ। আজ তাঁর দর্শন বিষয়ক বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান। হিমশীতল অডিটোরিয়াম ভর্তি করে রেখেছে কিছু পুরোনো সহকর্মী, কিছু বইপ্রেমী মানুষ, নামী-নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক, আর তরুণ কিছু সাংবাদিক। গভীর দার্শনিক বক্তব্যের পর সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে সুকল্যাণকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, করতালির শব্দে গমগম করছে ঘরটা। বক্তব্য শেষ করে যখন সুকল্যাণ স্টেজ থেকে নামলেন, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে শহরে। শীতকালে সন্ধ্যা ও রাতের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান হয় অতীব স্বল্পদৈর্ঘ্যের।

এত জমজমাট আয়োজনের মধ্যেও অদৃশ্য কোনও এক অস্তিত্বের উপস্থিতি সুকল্যাণকে ঘিরে ধরছিল বারবার। কিন্তু তিনি আশপাশে কাউকে খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। কেউ নেই, তবুও যেন একটা উপস্থিতি তাঁকে দূর থেকে দেখছে, অনুসরণ করছে প্রত্যেক পদক্ষেপে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের উপর- কিন্তু অস্তিত্ব অদৃশ্য। চোখ বন্ধ করে কয়েকবার শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। না, শ্বাস চলাচল স্বাভাবিক নয়; গলার ভেতর কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আসছে ক্রমশ।

সৌজন্য বিনিময় সেরে সুকল্যাণ যখন অডিটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন রাত বেশ গাঢ় হয়েছে। আবছা কুয়াশাগুলো হলদেটে হয়ে রয়েছে স্ট্রিট লাইটের চারপাশে। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনেক কিছু ভাবলেন সুকল্যাণ। তারপর স্কাল ক্যাপটা মাথায় পরে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। আচমকা পুরোনো অস্বস্তিটা আবার ফিরে এসেছে, তবে অনুভূতি এবার আগের চেয়ে জোরালো। বুটের আওয়াজ স্পষ্ট করে এক অবয়ব তাঁর পেছন পেছন আসছে। দূরত্ব যত কমছে, ততই দ্রুততার সঙ্গে সুকল্যাণের বিভিন্ন অঙ্গ যেন অসাড় হয়ে আসছে। হঠাৎই বুকের বাঁ পাশটা জাপটে ধরে রাস্তার উপর পড়ে গেলেন তিনি। ঘাম হচ্ছে প্রচণ্ড। চোখের সামনে পৃথিবীটা ঘুরছে। জ্ঞান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন- কালো ট্রেঞ্চ কোট পরিহিত, কাঁচা-পাকা চুল, তামাটে চামড়ার একটা লোক তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে সাহায্যের চেষ্টা করছেন। কুঁচকে যাওয়া ঠোঁট দুটোর ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে কিছু শব্দ-

'এত তাড়া কীসের সুকল্যাণবাবু? এখনও তো সময় আছে হাতে।'

কী ভয়ংকর লোকটার দৃষ্টি, গলার আওয়াজে একটা অদ্ভুত শীতলতা, প্রশান্তি। যেন অপার্থিব কোনও প্রাণী, যার পার্থিব জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশি।

২

জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে দুজন ধোঁয়াটে ব্যক্তি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মাথা নীচু রেখে চুরুট টানছেন শব্দ করে। সুকল্যাণ চোখ খুলতে খুলতে অনুধাবন করলেন, তিনি তাঁর বাড়ির ড্রয়িংরুমের মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন। তখনও শ্বাস চলাচল স্বাভাবিক নয়। খুব ধীর করুণ কণ্ঠে সুকল্যাণ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি... আ... আ... আপনি কে বলুন তো...?'

চকিতে ফুসফুসের প্রকোষ্ঠগুলোয় শ্বাস ফুরিয়ে এল। কোনও উত্তর নেই। এরপর একটা দীর্ঘকালীন নীরবতা।

জানলার পাল্লাগুলো তীব্র হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শীতল হাওয়ার দাপট ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে মধ্যরাতের কুয়াশা-যাপন। দীপাবলির আকাশপ্রদীপের মতো তারা খসে পড়ছে কোনও প্রদেশে। দুই নীরব ব্যক্তি অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে নিজেদের মতো রোমাঞ্চ সাজাচ্ছে আয়েশ করে।

বৃদ্ধটি মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফিশফিশিয়ে উঠলেন, 'সাংবাদিক দেখলে এখনও ভয় পান দেখছি? সে সব তো কত্তদিন আগের কথা। এবার তো ভুলে যাওয়া উচিত মশাই, আর কতদিন এইসব নিয়ে বসে থাকবেন?'

কিছুটা থেমে নিয়ে বৃদ্ধ, সুকল্যাণের চোখের দিকে তাকালেন। গলার স্বরে কিছুটা জোর এনে ফের বললেন, 'ধরুন আজকের রাতটাই আপনার শেষসময়। কাল থেকে আপনি আর এই জগতে থাকবেন না। তাহলেও কি আপনি আপনার অনুশোচনাগুলো বেঁধে রাখবেন?'

নিজের শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি জড়ো করে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুকল্যাণ, চোখের মণিগুলো তাঁর স্থির নয়। গলায় কৌতুক মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে... বলুন তো, কী সব বলছেন? কী জানেন আপনি? আজ আমি কতটা সফল জানেন? আমার দর্শন নিয়ে গবেষণা সফল, আমি সফল, আমার সাধনা সফল জানেন এইসব?-'

বলতে বলতে গলা শুকিয়ে কাশতে লাগলেন তিনি।

-'জানি, জানি, আপনি আজ সফল, কিন্তু ওই যে বলছিলাম- আপনার হাতে সময় কম। আপনার গবেষণা অনুযায়ী মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মৃতিচারণ করে। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন না একবার।'

বৃদ্ধ একটুও সময় নষ্ট না করে সুকল্যাণের চোখ দুটোর উপর আলতো হাত রাখলেন। ক্লান্ত শরীরটা মেঝের উপর পড়ে গেল শব্দ করে। চিরনিদ্রা নেমে আসছে দু'চোখ বেয়ে। কী অদ্ভুত এই প্রশান্তি! মাথার ভিতর কতগুলো ছবি এলোমেলো ঘুরপাক খাচ্ছে। পাক খেয়ে খেয়ে ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো কিছু ছবি জীবন্ত হয়ে উঠছে। অন্ধকারে হাতড়ে একটা দৃশ্য আঁকড়ে ধরলেন তিনি। ঝাপসা অবয়বগুলো স্পষ্ট হল ক্রমশ- একদল পুলিশ হাতে শিকল বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে একজন তরুণ অধ্যাপককে। চায়ের দোকানগুলোয় সকাল সকাল কিছু মানুষ চিৎকার করে খবরের কাগজের শিরোনাম পড়ছে- 'শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার অধ্যাপক।' ঢাকা মুখোশের আড়াল থেকে ক্লান্ত চোখ দুটো তখনও বলে চলেছে- 'আমি নির্দোষ, আমি ষড়যন্ত্রের শিকার, আমি নিরপরাধ।'

রংবেরঙের পতাকা হাতে মিছিল বেরিয়েছে রাস্তায়-রাস্তায়। ওরা কেউই সত্য খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করেনি। আয়োজন হচ্ছিল সভা-সালিশি আলোচনা পর্ব। বিষয় : তরুণ অধ্যাপক। কিছু সাহসী সংবাদপত্র কোনও পাতার শেষে ছোট্ট কলামে লিখেছিল- 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য কি তবে জেনে গিয়েছিলেন তরুণ অধ্যাপক? সেই কারণেই মিথ্যা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে হল তাঁকে? নাকি নেপথ্যে রয়েছে কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র?'

হাঁফিয়ে উঠে সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল সুকল্যাণের। চাঁপা গাছের পাতা বেয়ে শিশিরবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে ঘাসের উপর, বাদুড়গুলো ডানা ঝাপটে বিকট শব্দ করছে, পার্থিব-অপার্থিব জ্ঞান হারিয়ে একটা কুকুর বীভৎস চিৎকার করে উঠল শেষে।

এরপর অনেক হাতড়ে আরও একটা দৃশ্যপট আঁকড়ে ধরলেন সুকল্যাণ।

মধ্যরাতে জেলের ভেতর একটা অন্ধকার সেল। সেই তরুণ অধ্যাপক সন্ত্রস্ত চোখে দেখে নিচ্ছেন কেউ জেগে আছে কি না। জেলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ শান্ত হতেই চারপেয়ে চৌকির গদির নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা ধারালো ছুরি। এরপর দৃশ্যগুলো ভীষণ ঝাপসা। লাল-লাল আবির ছড়িয়ে পড়ল যেন। তবুও সে বেঁচে গেল শেষমেশ। কেউ বাঁচিয়ে দিল। অনেক চেষ্টা করেও চেহারাটা দেখতে পেলেন না সুকল্যাণ।

সুকল্যাণ অনুধাবন করলেন তাঁর কানের খুব কাছে বৃদ্ধ কণ্ঠ ফের হিসহিসিয়ে উঠল-

'বলেছিলাম না, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ এই প্রথম নয়। ভালো করে দেখুন সুকল্যাণবাবু, আরও একটা দৃশ্য এখনও বাকি। ভালো করে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন?'

এখনও বৃদ্ধ তাঁর চোখ চেপে ধরে আছে। অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা ঘোরাচ্ছেন সুকল্যাণ। বাধ্য বশীভূত শিশুর মতো পরক্ষণেই বিড়বিড়িয়ে উঠলেন, 'এই দৃশ্যটা একদম পরিষ্কার। একটা কাঠগড়া। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সাদা-কালো পোশাকের উকিল ছুটছে চারপাশে। আবার সেই চেনা কতজন সাংবাদিক। আজ নির্দোষ অধ্যাপকের মুক্তির দিন। সত্যের জয়ের দিন। সত্য উদঘাটনের দিন। এরপর থেকে শুরু নতুন জীবনদর্শন, এক স্বাধীন মানুষের মৃত্যু উপলব্ধির দর্শন, আর তার দর্শন ব্যক্ত করার আর্তি।'

এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে কিছুটা শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। ধীরে ধীরে তার চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেন বৃদ্ধ।

'একটা গোটা জীবনের বই কত সহজেই পড়ে ফেললেন, আপনার স্মৃতিচারণা সম্পূর্ণ হয়েছে সুকল্যাণবাবু। চোখ খুলুন। দেখুন বাইরে ভোরের আলো ফুটছে। কুয়াশা কাটিয়ে জেগে উঠছে একটা গোটা শহর। সরোবরের চারপাশে কতগুলো পায়রা ভিড় করে আছে। বেলি ফুলের গন্ধে ঘুম ভাঙছে কোকিলের। শিশিরভেজা ঘাসে একবার হেঁটে আসি চলুন। আর বেশি সময় নেই হাতে।'

৩

রাতের ঘোর তখনও সম্পূর্ণভাবে কেটে যায়নি সুকল্যাণের। এখনও হাঁটতে গেলে হোঁচট খাচ্ছেন বারবার। বুকের বাঁ পাশে ব্যথাটা থেকে থেকে তীব্র হচ্ছে, বমি বমি পাচ্ছে ভীষণ। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ধীরে ধীরে। চেনা মানুষগুলোকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল মনে হয়। তবুও বশীভূত সত্তার মতো তিনি ওই বৃদ্ধকে অনুসরণ করলেন। রাস্তা দিয়ে কতগুলো সাইকেল চলে যাচ্ছে, ওদের ঝোলা ভর্তি 'দৈনিক সমাচার'- আবার হয়তো কোনও একই রকম গল্প।

সরোবরের লালটে জলে সূর্যের প্রতিচ্ছবি পড়েছে, জ্বলন্ত। ওইদিকে তাকিয়ে চোখ ঝলসে গেল দুজনের। সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সুকল্যাণ শেষবারের মতো প্রশ্ন করলেন কাঁপা কাঁপা গলায়- 'আচ্ছা, আপনি কে বলুন তো? আপনার মতলবটাই বা কী? আমার পেছন পেছন এমন ঘুরছেন কেন?'

ঠোঁটের কোণে ভাঁজ ফেলে খিকখিক করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। তার চোখের মণি হলদে, কেমন যেন জ্বলজ্বল করছে- 'আপনি আমায় চিনতে পারছেন না এখনও মশাই? সেদিন যখন জেলের কুঠুরিতে বসে রাতের বেলা ছুরি বসিয়েছিলেন হাতে, তখনও আমি এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেইবার। তারপর আপনাকে সময় দিয়েছি অনেকদিন। কাল যখন রাতে আপনার সঙ্গে রাস্তায় ওইভাবে দেখা হল, তখনও আমি হিসাব মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই। কারণ ভবিতব্য বলছে, আমার আর আপনার দেখা হওয়ার কথা- আজ ভোরবেলা, এই সরোবরে। তাই আমি অবাক হয়েছিলাম ভীষণ। কিন্তু দেখুন, ভবিতব্য কি কখনও ভুল হতে পারে?'

বৃদ্ধ শরীরটার থেকে বেশ কিছুটা সরে আসেন সুকল্যাণ। একটা মারাত্মক ভয় তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তীব্র গতিতে ছুটতে থাকে হৃৎপিণ্ডটা, চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে আচমকা- 'আপনি কি মৃত্যু?'

আবার বিকট শব্দে খিকখিক শব্দে হাসতে লাগল বৃদ্ধ। কী ভীষণ নিষ্ঠুর সেই হাসি! এই প্রতিক্রিয়া সম্মতির প্রকাশ। সুকল্যাণ ভীষণ চেষ্টা করেও কিছুতেই মৃত্যু-উদযাপনের দর্শন কিংবা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় মনে করতে পারলেন না। দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন বৃদ্ধ শরীরটাকে, শেষ সম্বল হিসেবে। কিন্তু বৃদ্ধ সুকল্যাণের দীর্ঘ তামাটে শরীরটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন সরোবরের জলে। জলের উপর কাঁপুনি উঠল কিছুক্ষণ। কাকগুলো চিৎকার করল জোরে-জোরে। সূর্যের প্রতিচ্ছবিতে বিকৃতি ঘটল কিছুটা। কুয়াশা চিরে খাবি খেতে খেতে দুটো হাত মিলিয়ে গেল জলের নীচে।

সম্পূর্ণ ঘটনাটা উপভোগ করলেন বৃদ্ধ। তারপর ভীষণ ধীরগতিতে মিলিয়ে গেলেন রাস্তার ফুটপাথ বরাবর। সুকল্যাণ দত্তের জন্মান্তর-সংক্রান্ত মৃত্যুপুরাণ দ্বিতীয় পর্ব আর প্রকাশ পায়নি কোনওদিন।

ছোটগল্প

জমজমাট আয়োজনের মধ্যেও অদৃশ্য কোনও এক অস্তিত্বের উপস্থিতি সুকল্যাণকে ঘিরে ধরছিল বারবার। কিন্তু তিনি আশপাশে কাউকে খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। কেউ নেই, তবুও যেন একটা উপস্থিতি তাঁকে দূর থেকে দেখছে, অনুসরণ করছে প্রত্যেক পদক্ষেপে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘাড়ের উপর- কিন্তু অস্তিত্ব অদৃশ্য।

উত্তরের কবিমুখ

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

পেশায় চিকিৎসক। দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে কর্মরত। আর এই সুবাদে বহুদিন হল উত্তরবঙ্গেরই হয়ে গিয়েছেন। মোট সাতটি কবিতার বই প্রকাশিত। যদিও অনেক বছর ধরে কেবল সর্বভুকের মতো বই পড়াই ছিল নেশা এবং হঠাৎ করেই লিখতে শুরু করা, লেখালেখির বয়স তাই মাত্রই ১৫ বছর। পাহাড় নদী গাছগাছালি আর পোষ্যদের জগৎ খুব প্রিয়। বিশ্বাস করেন, সময়ের ফ্রেমে হঠাৎই জন্মানো কোনও আলোকলতা যা জড়িয়ে ধরে বাতাসের দেওয়াল, কবিতার শরীর সেই ফাটলে আটকে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জের মতোই, শুধু তার দিকে যেতে চাওয়ার চির আকাঙ্ক্ষা, এই যাওয়া, এই অগত্যা বিষাদ, এই অনন্ত দহনের দিকে হাত পেতে থাকাই আর সব কবির মতোই তাঁর নিজস্ব নিয়তি...!

চোখ

মুঠো ভর দুই চোখ ছুড়ে ফেললেই
জলের অন্ধকার ডুবে যায় কোন ফাঁকে
টর্চের আলোর মতো দুলে দুলে উঠে যায় শূন্যের দিকে
কুসুমের দৃষ্টি হয়ে দিগন্তে ঝুলে থাকে এক চোখ
ডাইনি বলে ওরা জ্যান্ত পোড়ালো যাকে
নিঃসঙ্গ চাউনি ছটফট করে
অপরটি জলের ভেতর অপলক
অল্প গলে গেছে ...মাছেরা ঠুকরে খেলো কিছু
শোক নেই অনুতাপ নেই
মানুষের সন্দেহ আগুনের চেয়ে ভয়ানক
আদ্দেক চোখ ফিসফিস করে জলের তলায়
চোখের কোটরে ফাঁকা হাত রাখি
সন্ধের তারা ভিজে যায়...

অণুগল্প

যে কথা রয়...

অনিন্দিতা ভৌমিক

খবরটা এল যেন খুব ঠান্ডা একটা শব্দ– কোনও উষ্ণতা নেই, শুধু শূন্যতার ধ্বনি। যেভাবে কাহিনীর শেষভাগ অনন্তে মিলিয়ে যায়। যেভাবে বলে দেওয়া যায়, তাঁর থাকা এখন পুরোটাই অতীত! আর খুব অদ্ভুতভাবে কিছুই মনে পড়ছিল না প্রথমে। না মুখ, না কণ্ঠ, না সেই আধ-ভাঙা কথাবার্তা। যেন স্মৃতির সব কোষ জমে গিয়েছে জলস্রোত, ঢেউ ও ঘূর্ণির পাকে! চোখ বন্ধ করি। দেখি, এত বছরের সব নির্জনতা, সব বিগত সময় খচখচ করছে চোখে।

অথচ এই মৃত্যুপথযাত্রা, এই আকস্মিক চলে যাওয়া, ভেঙে পড়া কোনও নক্ষত্রের মতোই খুব অহেতুক, খুব অপ্রয়োজনীয়, তবুও কেন যোগাযোগ হয়নি এতদিন? সময় কি চুরি করে নেয় মানুষকে? নাকি আমরা নিজেরাই সরে যাই, ভাবি 'অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো খানে' কথা হবে।

এখন সেই 'অন্য কোনো দিন' নেই।

দূর থেকে যেন তারার আলো এসে পড়ছে তাঁর মুখে।

এখন তাঁর অনুপস্থিতি যেন আরও নিবিড়ভাবে উপস্থিত। তিনি নেই বলেই তাঁর অস্তিত্ব আরও বেশি তীব্র।

শুধু পৃথিবীর সময় তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না কিছুতেই।

দুই বেয়ানের ঝগড়া

মনোমিতা চক্রবর্তী

অঘ্রানের দুপুর। ঘোষবাড়িতে আজ দুপুরের মেনুতে কচিপাঁঠার ঝোল আর গরম-গরম ভাত। পরম তৃপ্তিতে দুপুরের খাবার খেয়ে সবেমাত্র যে যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এরই মাঝে হঠাৎ করে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজ। বাড়ির পরিচারিকা যমুনামাসি হাঁফাতে-হাঁফাতে গিয়ে ঠাকুমাকে বলল, 'শিগগির চলো চিলেকোঠায়। কী কাণ্ড বেধেছে দ্যাখো! নতুন দুই বেয়ান সাংঘাতিক ঝগড়া শুরু করেছে।'

খানিকটা বিরক্ত হয়েই ঠাকুমা গেলেন ঝগড়া থামাতে। বললেন, 'তোরা না নতুন কুটুম? ঝগড়া করছিস কেন?''

মেয়ের মা বলল, 'বিয়ে ঠিক হবার আগেই বলেছিলাম, বিয়ের পর বর-বৌ ছ'মাস এ-বাড়িতে, ছ'মাস ও-বাড়িতে থাকবে। আমার মেয়ে সাতদিন ও-বাড়িতে থেকে অষ্টমঙ্গলায় এসেছে। ওর ছেলেও অন্তত সাতদিন থেকে যাক। কিন্তু কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। বলে কি না, ছেলেদের শ্বশুরবাড়িতে বেশিদিন থাকতে নেই। বিয়ের আগে তো সব কথা আমরা বলেই নিয়েছিলাম ঠাকুমা। কথা রাখছে না বলে দিয়েছি চুল টেনে!'

চুল টানার অপমানে ছেলের মা গজগজ করে উঠল, 'আমি চাই না এমন কুটুমবাড়ি। চুল টেনে বরের মাকে অপমান! দিলাম এই বিয়ে ভেঙে। চললাম ছেলেকে নিয়ে। আর তোর সাথেও জন্মের মতো আড়ি।' বলেই আট বছরের বরের মা পুতুল নিয়ে দে দৌড়।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

ফণীমনসার কাব্য

অভিজিৎ পাল

মৃত্যুনিশান ছুঁয়ে যায় কাঁটাতারের বেড়া;
ফুলদানি থেকেও উঠে আসে বুলেট-
যুদ্ধ-হিংসা-হানাহানির প্রেক্ষাপটে,
চাহিদা শুধু স্নিগ্ধতার।

ভাঙা কাচের আয়নায় শিশুরা বিভ্রান্ত;
ক-খ-গ-ঘ উচ্চারিত হয় না,
বিভেদকামীরা মুছে দেয় ব্ল্যাকবোর্ড-
কলতান শুধু হিংস্রতার।

পথ আগলে রাখব সেই বিরূপ বাহিনীর,
যারা বুনতে চায় ফণীমনসা ধান জমিতে;
ওরা বাড়লে যে শুধুই কাঁটা আর কাঁটা,
উৎসব শুধু মৌনতার।

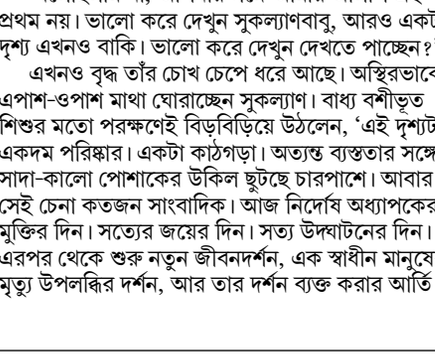

খেয়াল করিনি এতদিন

অনন্ত রায়

সোনালি ধানের পোয়াতি ভোগ
শ্রাবণের প্রেমে মেঘে-মেঘে আতরের যৌবন,
সোনালি খড়ে কত জীবনের যে জটিল কুশলতা
খেয়াল করিনি এতদিন-

যে ছেলেটির মাইনের টাকায়, যে উনুন জ্বলে,
ছটফট করে গভীর ঘুম,
ছেলের টিউশনি ফি দিতে
মাঝেমধ্যে ভুলে যায় ছায়াময় জীবনের বিনিময়,
খেয়াল করিনি এতদিন-

প্রতিশ্রুতির বুকের ভেতর যে এত হিংস্র ধূলিকণা,
একমুঠো ভাতে- আত্মহত্যা প্রতিটি সময়ের,
প্রতিটি ঘূর্ণনের, প্রতিটি জাগরণের -
কিছুটা নৈঃশব্দ্যে, কিছুটা সশব্দে
ধ্বংস হয়ে যায় ভালোবাসার মহাফেজখানা
খেয়াল করিনি এতদিন।

নববর্ষ

সুজিত দাস রায়

হঠাৎ চারিদিকে উদ্দাম উচ্ছলতা--
আস্তে আস্তে আকাশের রং পালটায়
গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায়
কে যেন ঢেলেছে
অপার্থিব অপরূপ মায়াবী রং
নতুন হয়েছে যত মেহগনি দারুচিনি দল।

স্মৃতিতে-স্মৃতিতে পুড়তে-পুড়তে
গাজনের ঢাকের কাঠিতে
জানান দেয়
বৃত্ত সমাপন।

শূন্য হয়েছে মাঠ
রিক্ত মাঠে শুধু ইঁদুরের আনাগোনা
দূর হতে ভেসে আসে অদক্ষ কীর্তনের সুর
বিস্তীর্ণ মাঠ হয়ে পার।

শত বিষাদ শত আতঙ্ক ঝেড়ে ফেলে মন,
শুধু মনে পড়ে অবহেলিত এক গাছের গুঁড়িতে
এক ছোট্ট অশ্বত্থের শুভ আগমন।

হৈমন্তিক

চন্দ্রানী চৌধুরী

এক খামখেয়ালি গল্প ছড়িয়ে আছে
হেমন্তের বারান্দায়,
আসন্ন শীতের কাঁপুনি মনের গভীরে আনে বিষাদ
ছাতিমের গন্ধে মাখামাখি হয় বাউল-মন,
আবার হৈমন্তিক সোনালি আলো
রূপ-রস-গন্ধ ছড়িয়ে জাগিয়ে তোলে
আমাদের নানান জাগতিক অনুভূতিগুলোকে,
অনুভবের গোলাপি আতর মিঠে রোদ্দুরের মতো
পাঁজরে আনে এক ঝলক উষ্ণতার মোহ
এভাবেই হেমন্তের হাওয়ায়
মিশে থাকে সুখ, মিশে থাকে দুঃখ--
যখন-তখন মন ভেসে যায়
মধু মাখা হেমন্তের চোরাস্রোতে।

চতুরঙ্গ

প্রায় এক মাস ধরে চলা এক প্রতিযোগিতা। মুখোমুখি ৮৪টি দেশের ২০৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী। কেউ লিখেছেন নতুন ইতিহাস। কেউ বা আবার হয়ে উঠেছিলেন আক্ষরিক অর্থেই 'জায়েন্ট কিলার'। প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থও হয়েছেন অনেকে। সংক্ষেপে এই ছিল ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত দাবা বিশ্বকাপের খণ্ডচিত্র। বিশ্বকাপ শেষের পর এই সমস্ত কিছুই তুলে ধরলেন **অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়**।

দ্য ক্রুয়েলেস্ট

হেমন্ত বড় নিষ্ঠুর! ট্র্যাজেডির সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে, হারিয়ে ফেলার ও হেরে যাওয়াদের সঙ্গে হেমন্তের কুয়াশার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। জীবনানন্দকে প্রাণঘাতী ট্রাম ডেকে নিয়েছিল- সে তো এই হেমন্তেই। পণ্ডিতেরা বলেন, সর্বনাশা, কুলধ্বংসী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও নাকি এই কার্তিক মাসেই... একা, বিষণ্ণ, কুরুরাজ দুর্যোধন বিক্ষত, পরাজিত দেহে গিয়ে লুকিয়েছিলেন কুয়াশাবৃত দ্বৈপায়ন হ্রদে! যুদ্ধ নিষ্ঠুরতর! যে পক্ষই জিতুক, শেষ দিনে খেয়াল হয় পথে পড়ে রইল কারা! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, পাণ্ডবপুত্রেরা... পেন্টালা হরিকৃষ্ণ, ডি গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, এরিগাইসি অর্জুন...

৮৪টি দেশ। ২০৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী; তাঁদের গড় এলো রেটিং ২৫৫১। একটু তুলনা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি- প্রতিযোগীদের 'গড়' এলো রেটিং মহিলা ফিডে ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন দিব্যা দেশমুখের এযাবৎ 'সর্বোচ্চ' রেটিংয়ের চেয়েও অন্তত পঞ্চাশ পয়েন্ট বেশি। এইরকম শক্তিশালী সমাবেশে প্রতিযোগিতার ফরম্যাট কেমন? না, শুরু থেকেই নক-আউট।

প্রতি রাউন্ডে মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ একবার করে সাদা ঘুটি নিয়ে খেলবে দুটো ক্লাসিক্যাল গেম। দু'দিনের সেই ক্লাসিক্যাল ম্যাচে যদি ফয়সালা হল তো ভাল; পরের রাউন্ডের আগে জয়ী একদিন বিশ্রাম পাবেন। নাহলে তৃতীয়দিনের টাইব্রেকার। তা যত দীর্ঘায়িত হবে, তত সময় কমবে বিশ্রামের, পরেরদিনের প্রস্তুতির।

আর এই হাড়ভাঙা সময়সূচির মধ্যে যদি কোনও গেমে একটুর জন্য মনঃসংযোগ ব্যাহত হয়? যদি কিছুক্ষণের জন্য মস্তিষ্ক তার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু থেকে নেমে বসে, ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য- কোনও এক অখ্যাত তীরন্দাজের বাণ ছুটে এসে ভূপাতিত করতে পারে বীরশ্রেষ্ঠকেও। একদিন নয়, দু'দিন নয়। টানা আট রাউন্ড। চব্বিশ দিন! অর্থাৎ টানা চব্বিশ দিন থাকতে হবে নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিন্দুতে। যদি পারো, যুদ্ধের শেষে অপেক্ষা করছে... না, হস্তিনাপুরের সিংহাসন নয়; সিংহাসন তুমি পাবে না এখনও। শুধু সিংহাসনে দাবি জানানোর অধিকারটুকু... আর নাহলে? রক্তকর্দমাক্ত শ্মশানভূমিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পড়ে থাকবে তোমার স্বপ্নের মৃতদেহ! ফিডে ওয়ার্ল্ড কাপ, ২০২৫- নিষ্ঠুরতম! দ্য ক্রুয়েলেস্ট!

দ্য স্ট্রেঞ্জেস্ট

স্ট্রেঞ্জার থিংস- সিজন ফাইভ তো নেটফ্লিক্সে বেরিয়েই গেল। ভয় নেই- নো স্পয়লার অ্যালার্ট হিয়ার!

যদিও, এ মহাকাব্যেও ট্যুইস্ট-টার্ন-ক্লিফহ্যাঙ্গারের কমতি নেই কোনও! নমিনেশনেই তো তারকার ছড়াছড়ি। এদিকে প্রায় দেড়শো রেটিং পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা ফ্রেডরিখ স্বেনের কাছে গুকেশের হার- টাইব্রেকে নয়, ক্লাসিক্যালে! সাদা ঘুটি নিয়ে!!

ওদিকে ২০২৫-এর 'সাহারায় শিহরন' জাগানো শুরুয়াতের পরেও প্রজ্ঞানন্দর ব্যাখ্যাহীন, ছন্নছাড়া খেলা!! দীপ্তায়ন ঘোষের কাছে ইয়ান নেপোমনিয়াশির হার এবং তারপরেই 'আঙুর ফল টক' বলে পলায়ন নাকি এই গলাকাটা প্রতিযোগিতার যুগে গেম জিতেও আরবিট্রারের কাছে ড্র-এর বায়নাক্কা তোলা ড্যানিয়েল ডুবভ?

নাকি এই সমস্ত কিছুকে টপকে যাবে বিগতযৌবন (দাবা-যৌবনই ধরতে হবে) স্যাম শ্যাঙ্কল্যান্ডের অবিশ্বাস্য দৌড়- ভাসিলি ইভ্যানচুক (দ্বিতীয় রাউন্ড), বিদিত গুজরাতি (তৃতীয় রাউন্ড), রিচার্ড রাপোর্ট (চতুর্থ রাউন্ড), ড্যানিয়েল ডুবভ (পঞ্চম রাউন্ড)!!

এছাড়াও অন্তত ডজনখানেক মুহূর্তের কথা বলা যায়, আশ্চর্যতালিকায় যাদের জায়গা না-পাওয়াটাই আশ্চর্যের। কিন্তু আশ্চর্যতম? গত শীতে, ডিং-গুকেশের ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইতে শেষ ক্লাসিক্যাল গেমে কাঁটায়-কাঁটায় সমান চলতে থাকা অবস্থায় ডিং হঠাৎ করেই একটা অ্যামেচারিশ ভুল করে গেম, সেট ও ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ম্যাগনাস-হিকারু বোমকে গেছিলেন বেবাক- এই পর্যায়ের দাবায় এমন ছেলেমানুষি ভুল!

টক্সিক ক্রামনিক যথারীতি কালোয়াতি জুড়েছিলেন- ফাউল-প্লে! ফাউল প্লে! এ কোনওমতেই হতে পারে না।

এবারের বিশ্বকাপে ওয়েই য়ি দেখালেন- পারে। অবশ্যই পারে। সময়ের চূড়ান্ত চাপে, ফাইনাল ম্যাচের চূড়ান্ত উত্তাপে এমনকী তাঁর মস্তিষ্কের শীতলতম বরফের চাঙড়ও গলে পড়ে! ভাসিয়ে নিয়ে যায় সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিটুকু। নাহলে, শেষ গেমে, বাহান্ন নম্বর মুভে ওই বেআক্কেলে 'জি-ফোর'- এর পরেও, বেঁচে থাকার, 'অবজেক্টিভ ইক্যুয়ালিটি'র পরেও কী করে একজন সুপার জি.এম সাতান্ন নম্বর চালে 'রুক-টু-ডি ফোর' খেলেন? বিশেষ করে তার একটু আগেই কালো-র 'বিশপ টু ই-সেভেন' দেখলে তো ক্লাবের কেল্টুদাও বুঝতে পারবে, 'ব্যাটাচ্ছেলে নৌকোর সাপোর্টে রাজাকে কিস্তি দিতে আসছে' (ক্যুইন টু এইচ-ফোর)! তবু, স্ট্রেঞ্জার থিংস স্টিল হ্যাপেন! ... থুক্কুড়ি... স্ট্রেঞ্জেস্ট!

বিশ্বকাপের সেরা তিন। বাঁদিক থেকে ওয়েই য়ি, যাবখির সিন্দারভ, আন্দ্রে এসিপেনকো

দ্য ব্রেভেস্ট

কেরিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন হরি। চেস অলিম্পিয়াডের ভারতের একনম্বর টিমে তাঁর আর এখন জায়গাই হবে না হয়তো! সেই হরি, একসময় আনন্দের পরেই এদেশের দাবা যাঁকে ঘিরে আবর্তিত হত- গুকেশ, প্রজ্ঞা, অর্জুন তো বটেই, নিহাল, অরবিন্দ, বিদিতও এখন তাঁর আগে। এখন আর নতুন করে তাঁর কাছে কেউ কিছু আশা করে না। তাতেই কি আঘাত লেগেছে চ্যাম্পিয়নের ইগোয়? তাই কি অস্তগামী সূর্য যেমন অদ্ভুত রঙে দিগন্ত রাঙিয়ে দেয়, তেমনভাবেই পেন্টালা হরিকৃষ্ণ রাঙিয়ে দিতে এসেছিলেন কোঙ্কন উপকূল।

নাহলে, এমনিতে তো হরি চিরকালের মধ্যবিত্ত। হিসেবি। সমতলের নিরাপদ পথে, রুক-অ্যান্ড-পন এন্ডগেমে তাঁর ডেলিপ্যাসেঞ্জারি। তারওপর এটা নকআউট টুর্নামেন্ট। একবার ছিটকে গেলে, কোনও সেকেন্ড ইনিংস নেই। সেরকম পরিস্থিতিতে শান্ত, সুভদ্র হরিকৃষ্ণের শরীরে কেন ভর করবে উন্মাদ-শিল্পী মিখাইল তালের আত্মা? 'হারলেই ছিটকে যেতে পারি'- এমন পরিস্থিতিতে কে ক্যুইন স্যাক্রিফাইস করে ভাই? তাও আবার আট নম্বর মুভে!!

ব্রেভ! ধক লাগে। হরি জানেন।

তবে আশা করি এ-ও জানেন, নকআউট গেমে ক্যুইন স্যাক্রিফাইস করে জেতার চেয়েও বেশি ধক লাগে নকআউট হওয়ার পরেও ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ায়। ধক লাগে হেরে গিয়েও, একগুঁয়ে সিসিফাসের মতো হার না মেনে নেওয়ায়! ধক লাগে চারপাশে ফিসফিস, গুজগুজের মধ্যে রণক্লান্ত শরীরকে ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে রকি বালবোয়ার মতো আরেকটিবার রিংয়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানোয়- পরের রাউন্ডের ঘন্টা পড়ার অপেক্ষায়!

লোকে বলবে, এত রোম্যান্টিসাইজ করার কী আছে? লন্ডন চেস ক্ল্যাসিকে প্রজ্ঞার খেলার কথা ছিল না, শেষমুহূর্তে 'এলিট' নয়, 'ওপেন' সেকশনে নাম দিয়েছে, ফোকোটিয়া কিছু সার্কিট-পয়েন্ট কুড়িয়ে ক্যান্ডিডেটস স্পট নিশ্চিত করবে বলে- এই তো ব্যাপার! লোকে বলবে, এবং ভুল বলবে। তারা হিসেব করতে ভুলে যাবে, প্রজ্ঞার পরে ফিডে সার্কিট ২০২৫-এ যিনি আছেন তাঁর নাম ভিনসেন্ট কেমার (মাঝে যাঁরা আছেন, তাঁরা ইতোমধ্যেই ক্যান্ডিডেটস কোয়ালিফায়েড, ফলে হিসেবের বাইরে থাকবেন) এবং তাঁর সঙ্গে প্রজ্ঞানন্দের পয়েন্টের পার্থক্য প্রায় পঞ্চাশ। এই মাত্র একমাসে সেটা জোগাড় করে ফেলার চেয়ে বেশি সহজ কাজ সোমবার সন্ধেবেলার বনগাঁ লোকালে দমদম থেকে উঠে সিট পাওয়া। প্রজ্ঞানন্দ এই টুর্নামেন্টে না খেললেও ক্যান্ডিডেটস খেলতেন। লোকে এ-ও ভুলে যাচ্ছে যে ওপেন সেকশনে প্রজ্ঞানন্দ জিতলে একটা লোকও হাততালি দেবে না; কিন্তু ক্লান্ত, বিধ্বস্ত প্রজ্ঞা যদি একটা ম্যাচেও হেরে যান তাঁর ২৬০০ রেটিং-রেঞ্জের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে, তাহলে...!

বিশ্বকাপের ফর্ম্যাট ছিল শুরু থেকেই নক আউট। প্রতি রাউন্ডে মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ দু'দিন ধরে একবার করে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলবে দুটো ক্ল্যাসিকাল গেম। সেখানে ফয়সালা হল তো ভালো। নাহলে তৃতীয় দিনে খেলা গড়াবে টাইব্রেকারে।

FIDE WORLD CUP
GOA 2025

এই 'তাহলে'-র পরের হাড় হিম করা নৈঃশব্দ্যও প্রজ্ঞানন্দকে আটকাতে পারেনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে অলঙ্ঘ্য দূরত্বের কুশনও তাঁকে আরাম দিতে পারেনি। তিনি জানেন যুদ্ধক্ষেত্রের হৃত সম্মান ফের যুদ্ধক্ষেত্রেই আদায় করে নিতে হয়। তিনি জানেন কিনা জানি না- তবে আমরা যারা হেরো, হারার পরে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজি- তারা জানি- ফিরে আসতে গেলে সাহসী হতে হয়, আট-নম্বর মুভে ক্যুইন নয়, নিজেকে স্যাক্রিফাইস করার মতো সাহস! দ্য ব্রেভেস্ট!

অ্যান্ড দ্য বেস্ট

শ্রেষ্ঠ কে? উত্তর খুব সহজ: যিনি জয়লাভ করেছেন। যাবখির সিন্দারভ পথ হারিয়েছিলেন! প্রজ্ঞানন্দ, গুকেশ, দেশোয়ালি নদেরব্যাক আব্দুসসত্তারভেরই সমসাময়িক তিনি। মাত্র বারোতেই গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে শুরুটাও হয়েছিল চমৎকার। তারপর কেমন যেন গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল সব। রেটিংয়ের বাড়বৃদ্ধি বন্ধ হল। একসময় একটি বিখ্যাত চেস-ওয়েবসাইট থেকে সাময়িক ব্যান পর্যন্ত করা হল তাঁকে, চিটিংয়ের অপরাধে! আর এই পথভ্রষ্ট নবকুমারের সামনেই কপালকুণ্ডলার মতো যিনি এসে দাঁড়ালেন, ইমেজের দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে কপালকুণ্ডলার চেয়ে বেশি মিল কাপালিকেরই।

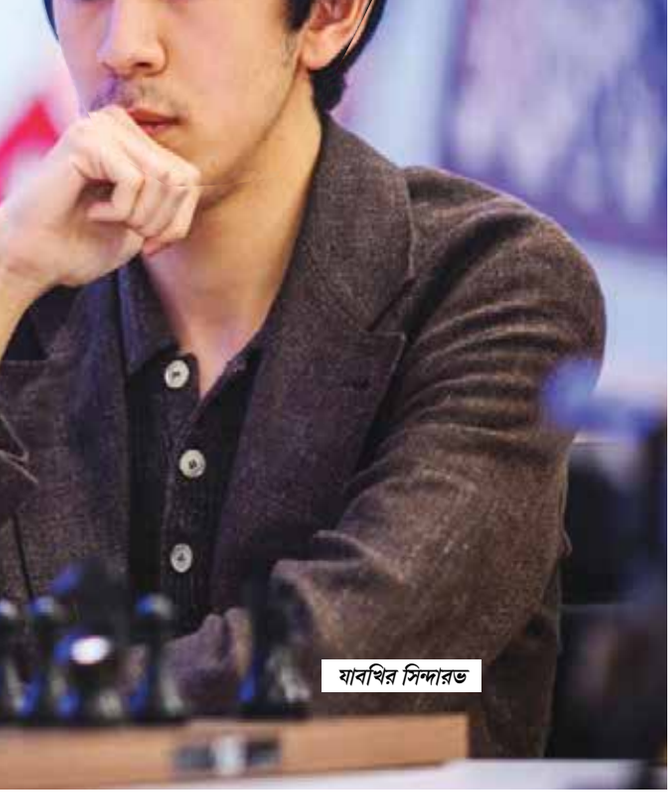

দানিয়েল নারোদিৎস্কি মারা যাওয়ার পর প্রায় গোটা দাবাবিশ্বেরই অপছন্দের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। কিন্তু গ্রেগ চ্যাপেলকে গালি দিলেও যেমন তাঁর ক্রিকেটপ্রজ্ঞাকে অস্বীকার করা যায় না, তেমনই চেস-কোচ বা ট্রেনার হিসেবে ক্রামনিকের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অবকাশ নেই- অন্তত ২০২৫-এর ফিডে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে তো নেইই। তবুও হাতে-ট্রফি, হাসিমুখ চ্যাম্পিয়ন সিন্দারভ নন, এমনকি পর্দার আড়ালে থাকা তাঁর গুরু দ্রোণ নন- এই টুর্নামেন্টের শ্রেষ্ঠ মুখ হিসেবে যাঁর কথা মনে আসছে, তিনি জানেন- তিনি এমন পোড়া দেশে জন্মেছেন, যেখানে পরাজিতরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হলে, গড়পরতা মহিলারা এখনও তৃতীয় শ্রেণীর! ১৪০ কোটির এই হুড়োহুড়ি-লাঠালাঠি-কামড়াকামড়ির দেশে জিতে নেওয়ার উচ্চাশাকে কবরে পুঁতে তার বুকে পাথরের মতো চেপে বসে থাকে হারিয়ে ফেলার ভয়!

তিনি জানেন, জিতে যাওয়া ট্রফি কাচের শোকেসে রেখে সেই ঝলমলানো দৃশ্যের সামনে বুঁদ হয়ে বসে থাকতেই আমাদের ভাল লাগে। একবার কোনোক্রমে জিতে গেছি, আবার কীসের রগড়ানি! অত পোষায় না! এই মিডলক্লাস ম্যানিফেস্টোর মধ্যে থেকেই যদি এমন কেউ উঠে আসে, যে কালকের জেতা ট্রফিকে ভাঙা শিশিবোতলের মতো পাশে সরিয়ে রাখে?

ফিডে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে গেছি তো কী হয়েছে? ক্যান্ডিডেটস খেলার টিকিট পকেটে- তাতেই বা কী? সে সব তো মহিলাদের টুর্নামেন্ট। ওপেন সেকশন তো নয়, যেখানে গড় দাবাড়ুর মান আমার সেরার চেয়েও বেশি; যেখানে খেলতে গেলে জেতা তো দূর, সম্মানজনক ড্র করাটাই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমতুল্য; জিততে হলে সেখানে জিততে হবে। তার আগে যদি একশোবার হারতে হয়, রক্তাক্ত হতে হয়, প্রশ্নের মুখে, অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে হয় নিজের নিরাপদ মৌরসি-পাট্টাকে- সো বি ইট! কারণ তিনি জানেন, শ্রেষ্ঠত্বের কোনও লিঙ্গপরিচয় নেই। তিনি মেধাবিনী তো বটেই, সাহসিনীও... এবং এই অধমাধম প্রতিবেদকের চোখে চ্যাম্পিয়ন সিন্দারভ নন, বরং প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়া সেই দিব্যা দেশমুখই শ্রেষ্ঠ...দ্য বেস্ট!

দিব্যা দেশমুখ

পেন্টালা হরিকৃষ্ণ

যাবখির সিন্দারভ

রুতুর খেলা নিয়ে ইঙ্গিত লোকেশের

‘রোকোর উপস্থিতি বদলে দিয়েছে পরিবেশ’

রাঁচি, ২৯ নভেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর।

ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি ভারত। টেস্ট সিরিজের ‘অসম্মান’ মুছতে সাদা বলের ক্রিকেটে প্রতিপক্ষকে দুমড়ে দেওয়ার দাবি স্বাভাবিক। লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ব্রিগেডও ভিতরে ভিতরে ফুটছে যে প্রত্যাশা মেটাতে। রাঁচির দ্বৈরথে পারদ চড়িয়েছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির উপস্থিতি।

২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ওডিআই ফরম্যাটে খেলতে নামছেন দুই মহারথী। কেরিয়ারের প্রশ্নে এই সিরিজ দুইজনের জন্য ২০২৭ বিশ্বকাপের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ। আর যে চ্যালেঞ্জকে সঙ্গী করে রোকোর প্রত্যাবর্তন ভারতীয় দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর অক্সিজেন জোগাচ্ছে। বদলে দিয়েছে টেস্ট সিরিজ বিপর্যয়ের গুমোট পরিবেশ।

> গত দুই মরশুমে আমরা স্পিন ভালো খেলতে পারছি না। অতীতে স্পিনের বিরুদ্ধে আমাদের সাফল্য প্রশ্নাতীত। অথচ এখন সেটা বদলে গিয়েছে! এর সদুত্তর আমার কাছে নেই। পুরো ব্যাটিং ব্রিগেডকে বসে এই দুর্বলতা দূরের চেষ্টা করতে হবে। রাতারাতি পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু উন্নতির প্রক্রিয়া জারি রাখা জরুরি। আশাবাদী, পরবর্তী শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ছবিটা বদলাবে।
>
> **লোকেশ রাহুল**

রাঁচি ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে সেই কথাই শোনালেন অধিনায়ক রাহুল। সাংবাদিক সম্মেলনে মেনে নিলেন, দুইজনের উপস্থিতি দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও বলেছেন, ‘যে কোনও পরিস্থিতিতে ওদের গুরুত্ব অপরিসীম। সিনিয়ার প্লেয়ার হিসেবে সাজঘরে ওদের থাকাটা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। ওদের অভিজ্ঞতাও সাহায্য করবে দল, ক্রিকেটারদের। দুইজনকে দলে পেয়ে আমরা খুশি।’

লন্ডন থেকে দুইদিন আগেই ভারতে পা রেখেছেন বিরাট। দলের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে যোগ দিয়ে মাঠে টানা অনুশীলন। ব্যাটিং ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে স্ট্রাইক রোটেশনেও জোর। লোকেশের কথায়, ‘বাউন্ডারির মতো ওডিআইয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুচরো রান নেওয়া। এক্ষেত্রে বিরাট মাস্টার। ওর থেকে আমাদের সবার শেখা উচিত। ও নিজেই দলে যোগ দিয়ে উত্তেজিত।’

দর্শক মাহি

আমরা ওর নেতৃত্বে খেলেছি। ওর ভক্তও। একসঙ্গে খেলার সুবাদে বন্ধুও। ভারতীয় ক্রিকেটে ওর মতো চরিত্রের সঙ্গে খেলা আমাদের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। শুধু ক্রিকেটার নয়, মানুষ হিসেবেও এমএস-কে আমরা শ্রদ্ধা করি। আগামীকাল ও মাঠে এলে দর্শক এবং আমাদের উৎসাহ জোগাবে। আশা করি, বিশাল সংখ্যক মানুষ মাঠে ভিড় জমাবে। যাদের জন্য জিততে চাই, ভালো ক্রিকেট উপহার দিতে চাই। পারলে দর্শক এবং এমএস ধোনির জন্যও যা খুশির হবে।

রুতুরাজ বনাম ঋষভ

দুর্দান্ত ক্রিকেটার। খুব বেশি সুযোগ পায়নি। কিন্তু স্বল্প সুযোগেও সাফল্য পেয়েছে। তবে আমাদের টপ ৫-৬ মোটামুটি ঠিক হয়ে আছে। এই সিরিজে প্রথম এগারোয় ওকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছি আমরাও। ঋষভ প্রসঙ্গে বলব, ও বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলার ক্ষমতা রাখে। আর ঋষভ যদি খেলে, তাহলে ও-ই উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাবে। তবে সিদ্ধান্ত কাল হবে।

রাঁচি পিচ

অতীত রেকর্ড বলছে, এখানকার পিচ রানে ভরা থাকে। আগামীকাল আরও একবার উইকেট দেখব। তারপর জয়ের লক্ষ্যে সেরা টিম কম্বিনেশন বেছে নেব। মূল ফোকাস জয়। গত সপ্তাহের ঘটনাক্রম পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকাতে চাই। আপাতত নজর দলগতভাবে আগামীকালের ম্যাচে সাফল্য পাওয়া।

স্পিন দুর্বলতা

গত দুই মরশুমে আমরা স্পিন ভালো খেলতে পারছি না। অতীতে স্পিনের বিরুদ্ধে আমাদের সাফল্য প্রশ্নাতীত। অথচ এখন সেটা বদলে গিয়েছে! এর সদুত্তর আমার কাছে নেই। পুরো ব্যাটিং ব্রিগেডকে বসে এই দুর্বলতা দূরের চেষ্টা করতে হবে। রাতারাতি পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু উন্নতির প্রক্রিয়া জারি রাখা জরুরি। আশাবাদী, পরবর্তী শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ছবিটা বদলাবে। স্পিনের বিরুদ্ধে অনেক ভালো প্রস্তুতি নিয়ে নামব।

ওডিআই নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে লোকেশ রাহুল।

রবিবার একাধিক রেকর্ডের হাতছানি থাকছে রোহিত শর্মার সামনে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
প্রথম ওডিআই
সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : রাঁচি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আজ পরীক্ষা গম্ভীরেরও

রাঁচি, ২৯ নভেম্বর : স্যর ডনের দেশে সাদা বলের সিরিজ খেলে দেশে ফেরার চার দিনের মধ্যে নামতে হয়েছিল লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই টেস্ট সিরিজের ফল কী হয়েছিল, সবার জানা।

ঘরের মাঠে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারের ধাক্কা, যন্ত্রণা ভারতীয় ক্রিকেটের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়া আর ‘বাঘ’ নয়। এমন অবস্থায় টিম ইন্ডিয়ার এবার লাল বল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরে যাওয়ার পালা। কাল রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। তিন ম্যাচের সিরিজের ফলাফলের সঙ্গে একদিকে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যত যেমন জড়িয়ে রয়েছে, তেমনই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদেরও নিজেদের নতুনভাবে প্রমাণের মঞ্চ হতে চলেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের ম্যাচ।

ধোনি কি কাল খেলা দেখতে, টিম ইন্ডিয়াকে সমর্থন করতে গ্যালারিতে হাজির থাকবেন? সন্ধ্যার দিকের খবর, মাহি বিজ্ঞাপনি শুটিংয়ের কাজে মুম্বই উড়ে গিয়েছেন। কাল তাঁর মাঠে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তার মধ্যেই রোকো জুটিকে দেখার জন্য মাহির শহরে উন্মাদনার শেষ নেই। আজ দুপুরে টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে কোহলি-রোহিত ছিলেন না। ফলে স্টেডিয়াম চত্বরে হাজির বহু ক্রিকেটপ্রেমীকেই হতাশ হতে হয়েছে। টেস্ট সিরিজ হারের হতাশা এখনও রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, রোকো জুটির উপস্থিতি অন্দরের চাপ, হতাশা অনেকটাই কাটিয়েছে। বাকি কাজটা মাঠে নেমে পারফর্ম করে কেএল রাহুলদেরই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচের ভবিষ্যৎ কী হবে, কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে দুপুরে টিম ইন্ডিয়া ও সন্ধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অনুশীলন দেখে মনে হয়েছে, উত্তর বনাম দক্ষিণ মেরুর দুই দল। প্রোটিয়ারা যতটা চনমনে, আত্মবিশ্বাসী। ভারত ততটাই চাপে। দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে।

ঘাড়ের চোটে এখনও মাঠের বাইরে থাকা অধিনায়ক শুভমান গিলের বদলে নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়া কেএল রাহুল চেষ্টা করছেন তাঁর দলকে দিশা দিতে। কিন্তু বাভুমাদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হারের ধাক্কার শিকার তো তিনি নিজেও। রাঁচির পিচে ঘাস রয়েছে। ঘাস থাকা সেই পিচের উপর আজ ফের পর্যবেক্ষক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক রাহুল। এমন পিচে কেমন হতে পারে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন? ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করতে পেরেছে কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। তবে রোহিত ও যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেন করা নিশ্চিত। তিন নম্বরে কোহলি। চারে রুতুরাজ গায়কোয়াড নাকি ঋষভ পন্থ, জল্পনা তুঙ্গে। রুতুরাজের পাল্লা ভারী বলেই মনে করা হচ্ছে। ঋষভকে হয়তো বসতে হবে কাল। পাঁচে অধিনায়ক রাহুল। ছয় ও সাতে রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াসিংটন সুন্দর। নীতীশ কুমার রেড্ডি নাকি কুলদীপ যাদব, স্পষ্ট হয়নি। তবে তিন পেসার হিসেবে হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা ও অর্শদীপ সিংয়ের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

শুভমানের মতো কাগিসো রাবাদা এখনও ফিট হতে পারেননি। তিনি কাল খেলছেন না। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের চমক হিসেবে কাল মাঠে নামছেন মিডলঅর্ডার ব্যাটার ম্যাথু ব্রিৎজে। মোট ৯টি একদিনের ম্যাচে ৬৭.৭৫ ব্যাটিং গড়ে ৫৪২ রান করে ইতিমধ্যেই হইচই ফেলে দেওয়া ব্রিটজে কি কাল রোকো জুটির সামনে কাঁটা বিছিয়ে দেবেন? ভারতীয় বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবেন? জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু ব্রিটজে কাঁটার পাশে আত্মবিশ্বাসী প্রোটিয়ারা টেস্টের পর একদিনের সিরিজের শুরুতে এগিয়ে গেলে কোচ গম্ভীরের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা আরও বাড়বে।

গুরু গম্ভীরের ত্রাতা হিসেবে রোকো জুটিকেই এখন আসরে নামতে হয়েছে। ধরতে হচ্ছে দলের হাল। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। অধিনায়ক রাহুলও সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রোকো জুটি দলের অন্দরের চাপ কাটানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এখন দেখার, গুরু গম্ভীরের অপছন্দ রাহুলের ভারতের ভরসা হতে পারে কিনা।

নেটে বিধ্বংসী মেজাজে যশস্বী জয়সওয়াল। রাঁচিতে শনিবার।

হাতছানি

৩ আর তিনটি ছক্কা মারলে শাহিদ আফ্রিদিকে (৩৫১টি) সরিয়ে রোহিত শর্মা (৩৪৯টি) ওডিআইয়ে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারির নজির গড়বেন।

৪ রোহিত আরও ৯৮ রান করলে চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ২০ হাজার আন্তর্জাতিক রানের মালিক হবেন।

২ বিরাট কোহলি (১৫০৪) আর ৩২ রান করলে জ্যাক কালিসকে (১৫৩৫) পেছনে ফেলে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ওডিআইয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান স্কোরার হবেন।

> অধিনায়কের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে পারি, আমি খুব বেশি রদবদলের পক্ষে নই। ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্বে বিশ্বাসী। -টেম্বা বাভুমা

দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল অর্ডারে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস।

বিরাট-রোহিত জীবন্ত কিংবদন্তি : বাভুমা

রাঁচি, ২৯ নভেম্বর : টেস্ট সিরিজে বুলডোজার চালিয়েছেন।

ওডিআই সিরিজেও যা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ আফ্রিকা। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার উপস্থিতি অবশ্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। সাফল্যের বাড়তি তাগিদে ফুটছেন দুইজনেই। রোকোকে নিয়ে সমীহের সুর দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার গলাতেও। রাঁচির রবিবাসরীয় দ্বৈরথের আগে দুইজনকে জীবন্ত কিংবদন্তি আখ্যা দিচ্ছেন।

বিরাট-রোহিতকে নিয়ে এদিন টেম্বা বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবে বাড়তি আকর্ষণ। দুইজনে জীবন্ত কিংবদন্তি। দীর্ঘদিন পর ঘরের মাঠে খেলতে নামছে। স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ থাকবে। উত্তেজিত আমরাও। দুই গ্রেট ক্রিকেটারের উপস্থিতি ওডিআই সিরিজে বাড়তি পারদ জোগাচ্ছে। আমরাও মুখিয়ে আছি সিরিজে নামার জন্য।’

গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরে সিরিজ সেরা হয়েছিলেন রোহিত। শেষ ম্যাচে রান পেয়েছেন বিরাটও। ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশে যা বজায় রাখার তাগিদ নিশ্চিতভাবে পথের কাঁটা হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। সমীহ করলেও বাভুমা অবশ্য নিজের দলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। দাবি, অন্যান্য ব্যাটারদের নিয়ে যে রকম ভাবনা থাকে, বিরাটদের জন্যও তার ব্যতিক্রম হবে না। পরিকল্পনাও প্রস্তুত। কাল যার সঠিক বাস্তবায়নে চোখ থাকবে।

অধিনায়ক হিসেবে স্বপ্নের দৌড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন বাভুমা। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। বাভুমার কথায়, ‘অধিনায়কের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে পারি, আমি খুব বেশি রদবদলের পক্ষে নই। ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্বে বিশ্বাসী। চেষ্টা করি সতীর্থদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে।’

অধিনায়ক টেম্বার যে উত্থানে অবাক এবি ডিভিলিয়ার্সও। উত্তরসূরিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ‘মি. ৩৬০ ডিগ্রি’ বলেছেন, ‘আমাদের সবাইকে ও অবাক করেছে। ওকে নিয়ে বন্ধুমহলে অনেকবার কথা বলেছি। প্রথমবার যখন দায়িত্ব পায়, টেম্বার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারিনি। আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে ও। পুরোনো প্রবচন মনে করাল টেম্বা, মলাট দেখে কোনও বইয়ের বিচার করা উচিত নয়।’

কিংবদন্তি প্রোটিয়া ব্যাটারের কথায়, গ্রেম স্মিথ আর টেম্বা একেবারে ভিন্ন মেরুর। স্মিথ লম্বা-চওড়া, যাঁর উপস্থিতি আলাদা প্রভাব ফেলত। টেম্বা সেখানে ছোটখাটো। কম কথার মানুষ। সেভাবে কখনও উঁচু গলায় কথা বলেন না। সবমিলিয়ে অন্যরকম স্টাইল। আর তাতেই সফল। যার সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন এবি ডিভিলিয়ার্স । বলেছেন, ‘আমি এমএস ধোনির সঙ্গে ওর মিল খুঁজে পাচ্ছি। ধোনিকে কখনও উঁচু স্বরে কিছু বলতে শুনিনি। মাঠে সবসময় শান্ত এবং মিতভাষী। কিন্তু যখন বলত, বাকিরা স্রেফ শ্রোতা। টেম্বাও ঠিক তাই। চুপ থেকেও সতীর্থদের সম্মান আদায় করে নিয়েছে। দুর্দান্ত।’

চোট নিয়েও স্যান্টোসের ত্রাতা নেইমার

ব্রাসিলিয়া, ২৯ নভেম্বর : বাঁ পায়ে চোটের জন্য চলতি বছরে তাঁকে মাঠে না নামার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু তাঁর দল স্যান্টোস অবনমনের আওতায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাঠের বাইরে থাকতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার।

ব্রাজিলিয়ান লিগে স্পোর্টের বিরুদ্ধে ঝুঁকি নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। দলকে ৩-০ গোলে জিতিয়ে অবনমন বাঁচিয়েছেন তিনি। ম্যাচের ২৫ মিনিটে নেইমারের গোলে এগিয়ে যায় স্যান্টোস। ৩৬ মিনিটে লুকাস কালের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ায় তারা। ৬৭ মিনিটে নেইমারের কর্নার থেকে তৃতীয় গোলটি করেন হোয়াও সিমিদ। এই ম্যাচ জিতে ৩৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে অবনমনের আশঙ্কামুক্ত হয়েছে স্যান্টোস।

চোট উপেক্ষা করে দলকে জেতানোর পর নেইমার বলেছেন, ‘শারীরিকভাবে আমি বেশ সুস্থ রয়েছি। চোট পাওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। তবে এই চোট এমন কিছু গুরুতর নয়, যেটা আমাকে মাঠের বাইরে রাখবে। পরের ম্যাচেও আমি খেলব।’

২০২৬ বিশ্বকাপ দরজায় কড়া নাড়ছে। চোটের জন্য দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া নেইমার কিন্তু ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির নজর কাড়তেই চোট নিয়েও নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। আসন্ন বিশ্বকাপে তিনি ব্রাজিল দলে থাকতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

বিদেশে থাকা ভারতীয়দের খোঁজ

এই দেশের ফুটবলারে ভরসা কমছে খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : এই দেশে খেলা ফুটবলারদের উপর সম্ভবত আর আস্থা নেই খালিদ জামিলের। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সাহায্যে এবার তিনি বিদেশে থাকা ভারতীয় ফুটবলারদের খোঁজে।

হঠাৎই শুক্রবার এআইএফএফের তরফে জানানো হয়, সাব্বির আলিকে নিয়ে কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করবেন জাতীয় দলের হেড কোচ। জুমে উপস্থিত থাকবেন ডিরেক্টর (ফুটবল) সুব্রত পাল এবং টেকনিকাল কমিটির চেয়ারম্যান আইএম বিজয়নও। শেষপর্যন্ত খালিদ ও সাব্বির থাকলেও একেবারেই দেখা দেননি বিজয়ন। আর টেকনিকাল কারণে সুব্রত কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি।

বাংলাদেশের বিপক্ষে হারের পর এই প্রথম এদেশের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন খালিদ। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারলেন না তিনি বা সাব্বির। সেই একই তোর বড়ি খাড়া। শুধুমাত্র পিআইও-ওসিআই ফুটবলার প্রসঙ্গেই খালিদ এদিন বিতর্ক উসকে দিয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা বিদেশে থাকা ভারতীয় ফুটবলারদের দলে চাই। পাসপোর্ট থাকলে আমাদের নিতে অসুবিধা নেই। এইমুহূর্তে দলকে শক্তিশালী করার এটাই একমাত্র পথ। অন্তত তিন-চারজন এরকম ফুটবলার দরকার। একটা তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।’ তিনি প্রকাশ্যে নাম না করলেও একান্তে জানিয়ে যান, রায়ান উইলিয়ামসের পর এবার ইয়ান ধান্দা ও শান হুন্ডালই তাঁর লক্ষ্য। এই দুজনের মধ্যে শান নিজেই কানাডার পাসপোর্ট সমর্পণ করে ভারতের হয়ে খেলতে আগ্রহী। কিন্তু ইয়ান সম্ভবত এদেশের হয়ে খেলবেন না তাঁর ওয়ার্ক পারমিট নষ্ট হয়ে যাবে বলে। হংকং ম্যাচে দলে থাকবেন ডিফেন্ডার অবনীত ভারতী। তবে এত বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিয়ে আগ্রহ এদেশে প্রতিভাবান ফুটবলারের অভাবের কারণে কিনা জানতে চাইলে খালিদ বলেই ফেলেন, ‘খানিকটা তো তাই।’

স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ম্যাচে হার, সুনীল ছেত্রীকে দলে না ডাকা এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের বাদ দেওয়া প্রসঙ্গও ওঠে এদিন। খালিদ স্বীকার করে নেন বাংলাদেশের বিপক্ষে হারের পর তিনি নিজেও ভেঙে পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘আইএসএল না হওয়ার একটা প্রভাব পড়েছে। ফুটবলাররা যত বেশি খেলবে তত ভালো পারফরমেন্স হবে। হংকং ম্যাচ ছাড়া এখন আর আমাদের কোনও ম্যাচ নেই। তবে তারপর ভালো ভালো কিছু দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে।’ মোহনবাগান ফুটবলারদের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘ওদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ওরা জানায় ফিফা উইন্ডোর আগে ছাড়বে না। আমাদের হাতে মাত্র ১০ দিন সময় ছিল। তাই আর ওদের ডাকিনি। পরে আবার ওদের ডাকা হবে। তবে চোট পেলে ফুটবলারদের জন্য ফেডারেশন কিছু করে না, এই বক্তব্য ঠিক নয়।’ সুনীল অবসর নিয়ে নিয়েছেন। তাই তাঁকে যে আর জাতীয় দলে দেখা যাবে না, এই কথা এদিন পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন খালিদ।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাব্বির আলির সঙ্গে খালিদ জামিল।

> আমরা বিদেশে থাকা ভারতীয় ফুটবলারদের দলে চাই। পাসপোর্ট থাকলে আমাদের নিতে অসুবিধা নেই। এইমুহূর্তে দলকে শক্তিশালী করার এটাই একমাত্র পথ। অন্তত তিন-চারজন এরকম ফুটবলার দরকার। একটা তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।
>
> -খালিদ জামিল

মুখে হাসি ফিরলেও গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে প্রতিদিন প্রশ্ন বাড়ছে সমর্থক-প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মনে।

দ্রাবিড়-লক্ষ্মণের মতো ব্যাটার কোথায় : কপিল

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : স্পিন অস্ত্রে বাজিমাত।

দশকের পর দশক ধরে হোম সিরিজ জেতার চেনা মন্ত্র বুমেরাং। নিউজিল্যান্ডের পর দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনারদের হাতে থরহরিকম্প ভারতীয় ব্যাটিং। এক বছরের মধ্যে জোড়া হোম সিরিজে ‘হোয়াইটওয়াশ’ তোলপাড় ফেলেছে ক্রিকেটমহলে। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব ব্যতিক্রম নন।

কপিলের মতে, গৌতম গম্ভীরের উচিত রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া। রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো স্পিনের বিরুদ্ধে দক্ষ ক্রিকেটার নেই বর্তমান দলে। চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়ে দিয়েছে সদ্যসমাপ্ত টেস্ট সিরিজ। স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের হতশ্রী পারফরমেন্স নিয়ে কপিল বলেছেন, ‘আমরা অনেক বেশি টি২০ ও ওডিআই খেলছি। অর্থাৎ, বোলার সহায়ক পিচে খুব বেশি খেলার সুযোগ ঘটছে না। ফলে যখন পিচ টার্ন করছে বা সিম মুভমেন্ট বেশি, সেখানে সমস্যা হচ্ছে। কারণ, এই ধরনের পিচে স্কিলের সঙ্গে দরকার ধৈর্য। গুরুত্বপূর্ণ মাইন্ড সেট। আর দ্রাবিড়, লক্ষ্মণের মতো ব্যাটার নেই, যারা জানত, বোলিং সহায়ক পিচে কীভাবে খেলতে হয়।’

কপিলের মতে, টার্নিং পিচে স্পিনারদের সামলাতে অনেক বেশি স্কিল প্রয়োজন। বিশেষত, বলে যদি টার্নের সঙ্গে বাউন্স থাকে, তাহলে আরও অনেক বেশি ঘাতক। সেক্ষেত্রে ব্যাটারদের ফুটওয়ার্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ঋষভ পন্থের উদাহরণ টেনে কপিলের আরও মন্তব্য, ‘যদি ঋষভের মতো মাঠে নেমেই প্রথম বল থেকে চালাতে চায় কেউ, সেটা আলাদা। কারণ, ঋষভকে রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করতে বললে ভুল হবে। নিজের মতো করেই ও ম্যাচ উইনার দলের জন্য।’

খেলোয়াড়দের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। একইসঙ্গে কপিলের নিশানায় ভারতীয় পিচও। বলেছেন, ‘ভারতীয় দলের প্রথমসারির কয়জন খেলোয়াড় ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে? আপনি যদি ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলেন, দক্ষ বোলারদের মুখোমুখি না হন, তাহলে তো সমস্যা হবে। পিচও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই-আড়াই দিনে ম্যাচ শেষ হচ্ছে, এমন হলে হবে না। যেমন মেনে নেওয়া যায় না, টসে হার মানে ম্যাচ হাতছাড়া হওয়া কিংবা দুশো পেরোতে পারছে না কোনও দল- পাঁচদিনের ম্যাচের জন্য যা মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়।’

অপ্রস্তুতিকেই দুষছেন মঞ্জরেকার

এদিকে ভারতীয় ব্যাটারদের হতশ্রী পারফরমেন্স নিয়ে তোপ দেগেছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রস্তুতির অভাবকে দুষছেন। মঞ্জরেকারের মতে, প্রথম শ্রেণির ম্যাচ না খেলেই টেস্টে নেমে পড়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়ালরা। গোটা সিরিজেই অপ্রস্তুতির ছাপ। মঞ্জরেকার আরও বলেছেন, ‘দলের প্রত্যেকেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। দুর্দান্ত রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু ওদের দেখে মনে হয়নি ওরা ঘরের মাঠে খেলছে। মনে হচ্ছিল ওরা এনআরআই (নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান), আগন্তুক।’

ছোটদের সঙ্গে অনুশীলনে রবসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : আইএফএ শিল্ড হোক বা সুপার কাপ, সবুজ-মেরুন জার্সিতে কোনও প্রতিযোগিতাতেই সেই অর্থে দাগ কাটতে পারেননি রবসন রবিনহো।

এবার নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ব্রাজিলীয় তারকা। যে কারণে আগেভাগেই কলকাতায় এসে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ১ ডিসেম্বর প্রস্তুতি শুরু করবে মোহনবাগান সিনিয়ার দল। তবে দিনদুয়েক হল সবুজ-মেরুনের অনূর্ধ্ব-১৮ দলের সঙ্গে মাঠে নেমে গা ঘামাচ্ছেন রবসন।

সহকারী নিয়ে আসছেন লোবেরা

এদিকে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার জমানায় বিদেশি সহকারী কোচের দায়িত্বে থাকা সার্বিয়ান ইগর তাসেভস্কিকে ছেঁটে ফেলল মোহনবাগান। নতুন সহকারী নিয়ে কলকাতায় আসছেন সের্জিও লোবেরা। ইগরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ ডেভিড ডেওগ্রাসিয়া মার্কোয়েজ। যদিও এখনও ভিসা হাতে পাননি লোবেরা। প্রথম দিন থেকে অনুশীলনে তাঁর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে বাস্তব রায় ও দলের ফিজিওর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু করবেন শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসোরা।

রবসন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **Debrupa Roy Pramanik :** Happy 9th Birthday, our precious daughter! You fill our lives with joy, laughter and endless pride. May your dreams shine brightly and your heart remain forever kind. Will all our love, **Baba-Debal Roy Pramanik & Maa-Payal Roy Pramanik.** Deshbandhu para, Siliguri.

বিবাহবার্ষিকী

☺ **দীপক কুমার পাল ও অপর্ণা রানি পাল :** শুভ সুবর্ণজয়ন্তী বিবাহবার্ষিকীর দিনটিতে রইল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা-**পাল পরিবার।**

একদিনের সিরিজের শেষেই রোকোর ভাগ্য নির্ধারণ?

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। তারপরই রবিবার রাঁচির জেএসসিএ ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিনের সিরিজ। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দিকে ক্রিকেট সমাজের নজর রয়েছে। যার মূল কারণ দুইটি। এক, কোচ গৌতম গম্ভীর। দুই, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার পর একদিনের সিরিজের দিকে বাড়তি নজর থাকাই স্বাভাবিক। আজ কার্যনিবাহী অধিনায়ক লোকেশ রাহুল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন, রোকো জুটি দলের সাজঘরের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর কাজটা শুরু করে দিয়েছে। গুরু গম্ভীরের অপছন্দের রোকোই এখন টিম ইন্ডিয়ার 'ত্রাতা, ভরসা'।

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই ভারতীয় ক্রিকেট!

গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দলের সিনিয়ারদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। যার পরিণাম কোহলি, রোহিতদের সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত। সেই রোকোর থেকেই গম্ভীরকে এখন আগামীর অক্সিজেন নিতে হচ্ছে। ভাবা যায়!

ভাগ্যের পরিহাস নাকি দেওয়াল লিখন বুঝতে গম্ভীরের ভুল হওয়া, কে জানে। রোকো জুটি যখন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁদের নিয়েই আজ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি খবর সামনে এসেছে। সর্বভারতীয় এক দৈনিকে দাবি করা হয়েছে, তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ শেষে আহমেদাবাদে গুরু গম্ভীর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, রোহিত, কোহলি ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের বিশেষ বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে রোকো জুটির আগামীর রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি জানতে চায়, ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে রোকোরা কী ভাবছেন।

ওডিআই বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করতে বড় রানের প্রস্তুতিতে বিরাট কোহলি।

শেষপর্যন্ত সেই বৈঠক হবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে রোকো জুটির পরিকল্পনায় থাকা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ ভাবনায় রোহিতরা অবশ্যই ঢুকে পড়েছেন। গতকাল গম্ভীরের সহকারী, ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের কথাতেই এমন ইঙ্গিত মিলেছিল। আজ জানা গিয়েছে, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনে রোকো জুটি আগামী মাসের বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার কথা ভাবছে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে কি না, এখনও অজানা দুনিয়ার। শুধু তাই নয়, হিটম্যান তাঁর ফিটনেস আরও উন্নতি করার পথেও হাঁটছেন বলে খবর।

কোহলির ফিটনেস নিয়ে কখনোই প্রশ্ন ওঠার জায়গা নেই। কিন্তু হিটম্যানের ছবিটা এতদিন ছিল আলাদা। যদিও সময়ের সঙ্গে, বয়স বাড়ার সঙ্গে ফিটনেস নিয়ে রোহিতের ভাবনাও বদলাচ্ছে বলে খবর। গুরু গম্ভীর শুনছেন কি?

আজ সামি-আকাশ বনাম অভিষেক শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : ছুটছে বাংলা। রনজি ট্রফির প্রথম পর্বের পর চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি প্রতিযোগিতাতেও অভিমন্যু ঈশ্বরণরা দারুণ ছন্দে।

বরোদা ও গুজরাট, জোড়া ম্যাচ জেতা হয়ে গিয়েছে। রবিবার জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে বাংলার সামনে পাঞ্জাব। আর পাঞ্জাব ম্যাচের আগে টিম বাংলার জন্য এসেছে সুখবর। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে আজই হায়দরাবাদে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন জোরে বোলার মুকেশ কুমার। যদিও আগামীকাল পাঞ্জাব ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। জানা গিয়েছে, কালকের পাঞ্জাব ম্যাচে সায়ন ঘোষের পরিবর্তে আকাশ দীপ খেলবেন। দল হিসেবে পাঞ্জাব রীতিমতো শক্তিশালী। দলে অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরন সিংয়ের মতো ব্যাটার রয়েছে। এমন দলের বিরুদ্ধে কালকের ম্যাচের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে সামি-আকাশ বনাম অভিষেকের লড়াই।

> পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তাই সতর্কতার জন্য প্রথম একাদশে কিছু রদবদল করার কথা ভেবেছি আমরা। হয়তো কাল আকাশ খেলবে।
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

শেষ দুইটি ম্যাচ ছিল সন্ধ্যায়। আগামীকালের পাঞ্জাব ম্যাচ সকালে। ওই সময় পিচে বাড়তি আর্দ্রতা থাকে। এমন পিচে নতুন বলে মহম্মদ সামির সঙ্গে আকাশের জুটি দলকে আরও বেশি ভরসা দেবে বলে মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া মুস্তাক আলিতে নিয়মিত ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বলে ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিয়ে খেলানোর পরিকল্পনা করেছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। আজ সকালে টিম বাংলার অনুশীলনের পর এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর। বিকেলের দিকে হায়দারাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। তাই সতর্কতার জন্য প্রথম একাদশে কিছু রদবদল করার কথা ভেবেছি আমরা। হয়তো কাল আকাশ খেলবে।'

দলের বোলিং আক্রমণে পরিবর্তন হলেও ব্যাটিংয়ে কিছু বদল হচ্ছে না। বরং গত সন্ধ্যার গুজরাট ম্যাচে ১২৭ রান তাড়া করতে গিয়ে একসময় চাপে পড়া বাংলার ব্যাটারদের দলের তরফে শট নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে আজ। এমন ভুল যেন আর না হয়, তা নিয়ে আজ দলের বৈঠকে আলোচনাও হয়েছে।

নাটকীয় জয় বায়ার্নের, দুইয়ে উঠল ম্যান সিটি

মিউনিখ ও ম্যাঞ্চেস্টার, ২৯ নভেম্বর : বুন্দেশলিগায় নাটকীয় জয় পেল বায়ার্ন মিউনিখ। সংযোজিত সময়ে জোড়া গোল করে তারা ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে এফসি সেন্ট পাউলিকে। ৬ মিনিটে আন্দ্রিয়াস হাউন্টওনজির গোলে বায়ার্ন পিছিয়ে পড়ে। প্রথমার্ধের শেষদিকে সেই গোল শোধ করেন রাফায়েল গুয়েরেইরো। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লুইস দিয়াজ এগিয়ে দেন বায়ার্নকে। এর ৪ মিনিট পর তাদের তৃতীয় গোলটি করেন নিকোলাস জ্যাকসন। ১২ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে বায়ার্ন শীর্ষেই থেকে গেল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-২ গোলে জিতেছে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ম্যাচের ৫৯ সেকেন্ডে সিটিজেনদের এগিয়ে দেন ফিল ফোডেন। ২৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জসকো ভার্ডিওল। ৪৯ মিনিটে লিডসের হয়ে ডমিনিক কালভার্ট-লিউইন একটি গোল ফেরান। ৬৮ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান লুকাস নমেচা। সংযোজিত সময়ে ফোডেনের দ্বিতীয় গোল তাদের জয় এনে দেয়। ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা দুই নম্বরে উঠে এসেছে।

জয়ে ফিরে শীর্ষে বার্সা

বার্সেলোনা, ২৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির ঘরের মাঠে বিধ্বস্ত হয়েছিল বার্সেলোনা। লা লিগার ম্যাচে শনিবার আলাভেসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তারা জয়ের সরণিতে ফিরল। সেই সুবাদে লিগ তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে কাতালান ক্লাবটি। ১৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচে কম খেলে দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ৩২ পয়েন্ট। ভারতীয় সময় রবিবার মাঝরাতে জিরোনার বিরুদ্ধে নামবে রিয়াল।

এদিন ঘরের মাঠ ন্যু ক্যাম্পে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই পাবলো ইবানেজের গোলে পিছিয়ে পড়ে বার্সা। বেশিক্ষণ গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি হ্যান্সি ফ্লিকের দলকে। ৭ মিনিট পরেই লামিনে ইয়ামাল সমতা ফেরান। রাফিনহার বাড়ানো বল প্রথমবারেই টপ কর্নারে রাখেন ১৮ বছরের তরুণ। ২৬ মিনিটে ফের একবার গোলের পাস বাড়ান রাফিনহা। এবার ড্যানি ওলমো ২-১ করেন। তারপর বহু চেষ্টা করেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে দলের তৃতীয় তথা নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ওলমো। ইয়ামালের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে তৈরি হয় গোলের রাস্তা।

কানাডাকে ১৪ গোল রোহিদাসদের

আজলান শা-র ফাইনালে ভারত

ব্যাংকক, ২৯ নভেম্বর : সুলতান আজলান শা কাপ হকির ফাইনালে উঠল ভারত।

শনিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কানাডাকে ১৪-৩ গোলে দুরমুশ করেন ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা। ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন ডিফেন্ডার যুগরাজ সিং। জোড়া গোল করেন অমিত রোহিদাস, অভিষেক ও রাজিন্দর সিং। এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তুলেছেন অধিনায়ক সঞ্জয়, নীলকান্ত শর্মা, সেলভাম কার্তি ও দিলপ্রীত সিং।

কানাডার বিরুদ্ধে জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করেছে ভারত। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ গ্রুপ পর্বে শীর্ষে থাকা বেলজিয়াম। এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতীয়রা। শেষবার তাঁরা জিতেছিলেন ২০১০ সালে।

স্মৃতি-রিচাদের সামনে শুরুতেই হরমনপ্রীত

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের সূচি ঘোষণা হল শনিবার। উদ্বোধনী ম্যাচে স্মৃতি মান্ধানা-হরমনপ্রীত কাউর দ্বৈরথ।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও তাঁর ডেপুটি স্মৃতি। ৯ জানুয়ারি 'ডব্লিউপিএল'-এর প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। দুই দলের নেতৃত্বে ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের এই দুই সদস্য। শুধু তাই নয়, আরসিবি-র জার্সিতে নামবেন বিশ্বকাপজয়ী দলের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিচা ঘোষ। অর্থাৎ মহিলা প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে বাইশ গজে যে তারকা ক্রিকেটারদের মেলা বসতে চলেছে, তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরের দিন ১০ জানুয়ারি ফের মাঠে নামবেন হরমনপ্রীতরা। প্রতিপক্ষ জেমিমা রডরিগেজের দিল্লি ক্যাপিটালস। এবার মহিলা প্রিমিয়ার লিগের দুই দফায় লিগ পর্বে মোট ২০টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৯ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি টুর্নামেন্টের প্রথম পর্বের ম্যাচগুলি হবে নভি মুম্বইয়ে। এরপর ১৯ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারির লিগে দ্বিতীয় পর্ব হবে ভদোদরায়। ৩ ফেব্রুয়ারি এলিমিনেটর ও ৫ ফেব্রুয়ারি মহিলা প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল ওই মাঠেই।

৯ জানুয়ারি শুরু ডব্লিউপিএল

বিরাট-রোহিত জীবন্ত কিংবদন্তি : বাভুমা

-খবর উনিশের পাতায়

দ্বিতীয় টেস্টে দলে নেই উড

ব্রিসবেন, ২৯ নভেম্বর : প্রথম টেস্টে শোচনীয় হারের পর চাপে ইংল্যান্ড। এবার সেই চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বোলার মার্ক উডের চোট। বাঁ হাটুতে অস্ত্রোপচারের ফলে দীর্ঘ ৯ মাস দলের বাইরে থাকার পর পারথ টেস্টে দলে ফিরেছিলেন মার্ক উড। কিন্তু দুই ইনিংস মিলিয়ে মাত্র ১১ ওভার বল করেছেন এই পেসার। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের আগে পুরোনো চোটের জায়গাতেই ফের ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ড দলের প্রথম অনুশীলনে ছিলেন না উড। উডের পরিবর্তে দলে আসতে পারেন জোশ টাঙ্গ। চলতি সপ্তাহে ইংল্যান্ড লায়ন্সের হয়ে ক্যানবেরাতে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচও খেলেছেন তিনি।

ট্রফি নিয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজের মহিলা দল। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন এসি কলেজ

জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় আনন্দচন্দ্র (এসি) কলেজের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক্সে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়োজক দল। শেষদিনে মেয়েদের ৮০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন এসি কলেজের বিউটি রায়। লং জাম্প এবং হাই জাম্পে প্রথম হয়েছেন আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের আশিকা ওরাওঁ। ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ফালাকাটা কলেজের মল্লিকা বেগম, ট্রিপল জাম্পে সেরা তনুশ্রী রায়। ২০ কিলোমিটার হাঁটায় শিলিগুড়ি কলেজের বিনিতা দাস। ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ভাগ্যলতা রায়। ছেলেদের ৪x১০০ মিটার দৌড় ও ট্রিপল জাম্পে প্রথম হন এসি কলেজের সৈকত রায়। ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম একই কলেজের অভিজিৎ সেন। ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম জয়প্রকাশ বর্মন ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম সুমিত রায় (এসি কলেজ)। ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম নকশালবাড়ি কলেজের বিশাল রায়। ১০০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের দেবব্রত রায়। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের আর্দিস দাস ১৫০০ মিটার এবং দীপঙ্কর রায় ২০ কিলোমিটার হাঁটায় প্রথম হন।

আইপিএলের বদলে পাক লিগে ডুপ্লেসি

ডারবান, ২৯ নভেম্বর : আইপিএলের বদলে পাকিস্তান সুপার লিগকে বেছে নিলেন ফাফ ডুপ্লেসি। ২৫ ডিসেম্বর আইপিএলের নিলাম। ডুপ্লেসি জানিয়েছেন, তিনি এই নিলামে নাম নথিভুক্ত করবেন না। প্রায় একই সময়ে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) রয়েছে। দুইয়ের মধ্যে পিএসএল-কে বেছে নিয়েছেন। ডুপ্লেসি বলেছেন, 'আইপিএলে ১৪ মরশুম কাটিয়েছি। এবার অবশ্য নাম নথিভুক্ত করছি না। এবার নতুন দেশ, নতুন দল, নতুন চ্যালেঞ্জ।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ওয়াইএমএ-র সুরচন্দ্র সিং।

জিতল ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শনিবার ওয়াইএমএ ২-১ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। ২১ মিনিটে সুরচন্দ্র সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় ওয়াইএমএ। অঙ্গস্বা মিতেই ব্যবধান বাড়ান ৭৪ মিনিটে। ৮৮ মিনিটে বিবেকানন্দের একটি গোল শোধ করেন সাদ্দাম হোসেন মণ্ডল। ম্যাচের সেরা হয়ে সুরচন্দ্র পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। রবিবার খেলবে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

জয়ী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব ২৯ রানে হারিয়েছে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে বিপ্লব ৩৮ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৭ রান করে। রোহিত মল্লিক অপরাজিত থাকেন ৪৩ রানে। আদর্শ রায় ২৬ ও অনুপ বর্মন ৩৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে সুভাষ ৩৯ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। রাজেশ সিং ৩৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুব্রত নন্দী ৩৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। রবিবার প্রথম ডিভিশনের কোনও খেলা নেই।

ম্যাচের সেরা সুব্রত নন্দী।

স্বস্তিকাকে হারাল আঠারোখাই সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটার ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ১৪০ রানে জিতেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে সরোজিনী ৪৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯২ রান করে। ম্যাচের সেরা আকাশ অগ্রহরি ৯৬ রান করেন। সায়ন মণ্ডল ৪৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ৩৯.৫ ওভারে স্বস্তিকা ১৫২ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৩২ রান সোনু রাউতের। রাজু সাহানি ২৪ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। চন্দনকুমার মণ্ডল ১৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। রবিবার খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও অগ্রগামী সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আকাশ অগ্রহরি।